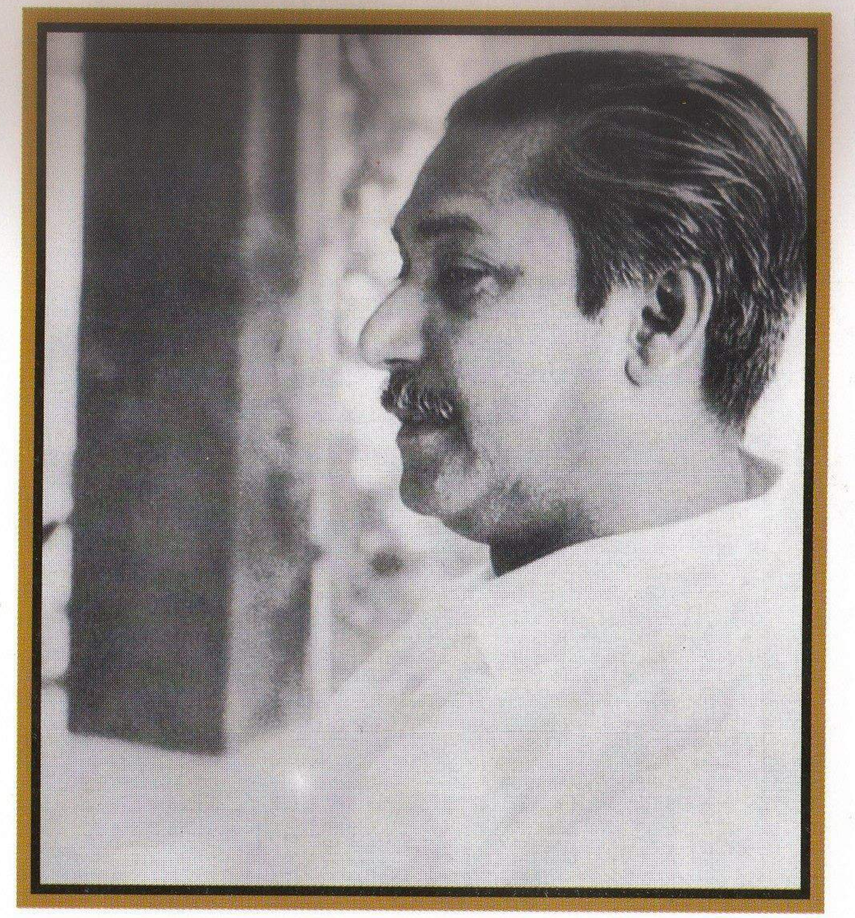
একাত্তরে

বন্দী মুজিব

পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা



অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

একাত্তরে বন্দী মুজিব: পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা ■ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

একাত্তরে
বন্দী মুজিব
পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা



অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

সূচীপত্র

Ekattore Bandee Mujib
Pakistaner Mrityu Jantrona
Professor Abu Sayeed
Published by Sucheepatra
Cover Design : Saeed Bari
sucheepatra>dhaka>bangladesh
e-mail : sucheepatra77@gmail.com
web : www.sucheepatra.com

ISBN 984-70022-0202-2

একাত্তরে

বন্দী মুজিব

পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা



অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

সূচীপত্র
ঢাকা-বাংলাদেশ

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

সূচীপত্র

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৭৬৬-১০৯৫০২

একাত্তরে
বন্দী মুজিব
পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

স্বত্ব ❑ গ্রন্থকার
প্রথম মুদ্রণ ❑ আগস্ট ২০১২
প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রচ্ছদ ❑ সাঈদ বারী
মুদ্রণ ❑ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর
স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ)
সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক
www.muktadhara.com
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্টস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com
www.boi-mela.com

Ekattore Bondi Mujib Pakistaner Mritujantrana
by Prof. Abu Sayeed

Published by Saeed Bari. *Chief Executive*. Sucheepatra
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100. Bangladesh
Ph : (+88) 01766-109502
e-mail : sucheepatra77@gmail.com, saeedbari07@gmail.com
website : www.sucheepatra.com
Price : BDT. 295.00 Only. US $ 15.00

মূল্য : ৳ ২৯৫.০০ মাত্র

ISBN 984-70022-0202-2

এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব -প্রকাশক

উৎসর্গ

যে যত বেশি
শেকড়ে যেতে
পারে
সে তত বেশি
সামনে
এগুতে পারে
আহ্বতা, অনিন্দ্য ও অনিমকে
আ. সা.
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১

গ্রথিত বইটিতে নানা বৈপরীত্যে যেমন, চমকপ্রদ জটিলতায় তেমনি আকীর্ণ। একজন মহামানবকে বিজ্ঞজনেরা নানাভাবে নানামাত্রিকতায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশে-ষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। নির্মোহ চিত্তে যিনি বলতে পারেন, "যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেউ তাকে মারতে পারে না"। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করে না, অমরত্বের বিশালতায় তিনি হয়ে ওঠেন প্রতীক। বাঙালী জাতিরাষ্ট্রের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতীক।

সেই প্রতীককে কেউ বন্দী করে রাখতে পারে না। ১৯৭১ সনে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দম্ভ করে বলেছিলেন, "মুজিব দেশদ্রোহী এবং তিনি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চান। তিনি রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে সমান্তরালভাবে রাষ্ট্র চালিয়েছেন। এই ব্যক্তি ও তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু। তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।"

২৬ মার্চ তাঁকে বন্দী করা হলো। নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। নিঃসঙ্গ কারাগারের মৃত্যু সেলে। সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে তাঁকে দেয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। প্রিজাজ্ড রায় লিখিত। শেখ মুজিব নির্বিকার। অনড়। অনমনীয়। তিনি বলেছেন, "জনগণের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি, এক মুহূর্তের জন্যও নয়। জনগণের মধ্যে প্রোথিত আমার মন আমাকে আলোকিত করেছিলো। আমি অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম পাকিস্তানের ধ্বংসস্তূপ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ঘটবে।"

পাকিস্তান সামরিক শাসকবৃন্দের জিঘাংসা থেকে কীভাবে বন্দী মুজিব মুক্তি পেলেন সে এক বিশাল অধ্যায়। চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনাবলি সারা বিশ্বকে করেছে আলোড়িত। মহা পরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, চীন, ভারত সহ বিশ্বপরিসরে সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার ও মুক্তি নিয়ে যে নিরবিচ্ছন্ন তৎপরতা, সমকালীন ইতিহাসে তার নজির বিরল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে অখণ্ড পাকিস্তান। অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার্থেই তাকে উদ্যোগী হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে জীবিত রাখার সুচতুর কৌশলে। চেয়েছে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে পৃথক করতে। পারেনি। বাঙালী জাতি স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে অভিন্ন রূপে দেখেছে।

বন্দী কারাগারে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারকে ঘিরে বিশ্ব বিবেক হয়ে উঠেছিলো প্রতিবাদী, গণমাধ্যমে রক্তের অক্ষরে লিখিত ইতিহাসের কালজয়ী কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়েছিলো জিঘাংসার প্রতিকূলে। বনে, বিজনে, কলরব-কোলাহলে মুক্তির সংগ্রাম লিখে চলেছিলো যে আত্মত্যাগী মুক্তিসেনা তাদের প্রতিশোধের স্পৃহা, দৃপ্ত শপথের বহ্নিশিখায় উজ্জীবিত উচ্চারণে ধ্বনিত হয়েছে মুজিব মুক্তির সঙ্গীত। সে অনির্বাণ সঙ্গীতে একাত্ম হয়েছিলো সমগ্র জাতি। মন্ত্রমুগ্ধে জপিত হয়েছিলো জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অবিচ্ছেদ্য।

গ্রন্থটি গ্রথিত করতে গিয়ে যেমন বিশ্বপরিসরে তাকাতে হয়েছে, তেমনি খোলাচোখে দেখতে হয়েছে বিচিত্র-বর্ণিল ও চমকপ্রদ এবং আকস্মিক নাটকীয় ঘটনাবলি। কী করে বিশ্বাস

করি, বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে কারাগারে বন্দী মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলো এদেশের কতিপয় সাংবাদিক, সরকারি-বেসরকারি সেনাকর্মকর্তা। আমার অপারগতা এখানেই যে সে সব কুলাঙ্গারের নাম লেখার ব্যর্থতায়।

আরেকটি প্রশ্ন আমাকে ভাবিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল? ভুট্টো না জেনারেল ইয়াহিয়া খান? সবাই জানে, ভুট্টো বঙ্গবন্ধু মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে সম্প্রতি প্রকাশিত ইয়াহিয়া খানের এফিডেফিট প্রমাণ দিচ্ছে, "ভুট্টো তাকে ইরান যাত্রার প্রাক্কালে মুজিবকে শেষ করার পরামর্শ দেন। ভুট্টোর যুক্তি ছিল ইরানে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মুজিবকে মুক্তি দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। তাই সেখানে যাবার আগেই মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।" কোনটি সঠিক? আগামী প্রজন্ম যারা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিশে-ষণ করবেন তাদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত থাকলো। ইতিহাসের বহু অকথিত ঘটনা, প্রশ্নবিদ্ধ জটিলতা এবং সেদিনের নির্মোহ বাস্তবতার অন্বেষণ যা জাতির অগ্রযাত্রার পথকে আলোকিত করবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বইটি মৌলিক কোন গ্রন্থ নয়। বরং বলতে গেলে গ্রথিত। তথ্য প্রাপ্তিতে অবলম্বিত হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্টস। বিদগ্ধ গবেষক, লেখক, কলামিস্ট মাসুদা ভাট্টির বহু কষ্টের গবেষণা লব্ধ গ্রন্থ 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র' থেকে উদ্ধৃতি নেয়া ব্যতীত বিকল্প কোন পথ অবারিত ছিলো না। বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক ও কলামিস্ট মিজানুর রহমান খানের অনূদিত 'আমেরিকান গোপন দলিল' থেকে অপরিহার্য অংশ ধারণ করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। এদের কাছে বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দী জীবনের অজানা তথ্যের প্রমাণ্য-চিত্র সংশে-ষে স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব, বরেণ্য রাজনীতিবিদ জনাব তোফায়েল আহমেদ তাঁর অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ বর্ণিত প্রতিবেদন বইটির তথ্যনিষ্ঠা যাচাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। তাঁর প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও নানাভাবে বহুগুণীজন বইপত্র সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন। তার মধ্যে জনাব আইনুল হোসেন, জনাব কামাল আহমেদ, প্রফেসর আব্দুল মান্নান, আনোয়ার পারভেজ হালিম, জীবন কুমার দত্ত প্রমুখকে ধন্যবাদ।

নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেখার ব্যাপারে দিলরুবা আঙ্গুরীর প্রতিনিয়ত সতর্কদৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উর্ধে।

সূচীপত্রের প্রকাশক সাঈদ বারীর প্রতিনিয়ত আগ্রহ, উৎসাহের সজীবতা ও মুগ্ধতা হৃদয়ে জাগরূক থাকবে। ক্লান্তিকর বর্ণ বিন্যাসের জন্য শাওন মাহমুদ ও আক্তারুজ্জামানকে ধন্যবাদ। বর্ণ সংশোধনে আবু ইকবাল বিপ-ব-এর দূরূহ কর্ম সপ্রশংসিত।

বহু প্রখ্যাত দেশি-বিদেশী লেখকদের ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা আমার নেই। তাদের কাছে ঋণী থাকলাম।

ধন্যবাদান্তে
আবু সাইয়িদ
১০.০২.২০১১
ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
নরকের দরজা খুলে দেয়া হলো / ১১
দি বাস্টার্ড ইজ নট বিহেবিং
সবুজ প্যাড ও একটি কাঠ পেন্সিল
গ্রেফতারের কৌশল
ইট ইজ টু নাইট
একটি রিহার্সেল
অস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপিত
নরকের দরজা খুলে দেওয়া হল
স্টপ ফায়ারিং
অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের নানা মাত্রা
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপসংহার
স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা : পাকিস্তানী ভাষ্য
ব্যালট ও বুলেটের চ্যালেঞ্জ
ট্যাংক আর গণহত্যা
কূটনৈতিক রিপোর্ট
ঢাকার রাস্তা গণকবরে আবৃত
প্রতীককে কেউ হত্যা করতে পারে না

দ্বিতীয় অধ্যায়
মৃত মুজিব আরো ভয়ঙ্কর : সমঝোতার ট্রাম-কার্ড / ২৯
অস্বীকৃতি
মুখবন্ধ। চুপচাপ।
যেভাবে মুজিব বন্দি
একজন বিদ্রোহীর সংগে কথা বলতে পারি না
সুবিচারই পাবেন
ইয়াহিয়ার অনাগ্রহ
মুজিবের বিচার ঘোলাটে হবে
বেসামরিক সরকার
কোর্ট মার্শাল হবে
মুজিবের বিচার চলছে
ক্যামেরা ট্রায়াল
জবানবন্দীর খসড়া ছিন্নপত্র
আমাকে বা আমার কলিগদের গ্রেফতার করা হতো
মুজিবের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি
সশস্ত্র বিদ্রোহের উস্কানী
শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ
মুক্তি দিলে তাঁকে মেরে ফেলবে
মুজিব এখনো ট্রাম-কার্ড

তৃতীয় অধ্যায়

পালাবে কোথায়? রুদ্ধ হবে সব পথ / ৫৩

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়
চোখের অশ্রু বারুদ হয়ে আগুন ছড়াবে
দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিনিধি
স্বাধীনতা দাবি করে মুজিব অন্যায় করেন নি
স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান
কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি
জেগে ওঠো বিশ্ব
মুজিব কোন ব্যক্তির নাম নয়
মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাংবাদিক পীড়ন
রাজনৈতিক সমাধানে প্রয়োজন বন্দী মুজিবকে
সাক্ষীদের তালিম দেয়া হচ্ছে
পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে
আপোস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা
সামরিক চক্রে ফাটল
প্রয়োজন শেখ মুজিবের
হানাদারদের ফিরে যাওয়ার সকল পথ আটকে দিতে হবে
তোমার আসন শূন্য আজি
নিক্সন ও হীথের বৈঠক : মুজিবের মুক্তি প্রসঙ্গ
প্রতিপাদ্য মুজিবের মুক্তি

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধু : চক্রান্তের দাবাখেলা / ৬৪

মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপ!
মুজিবকে বাদ দিয়ে হলেও

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে জয়ী হতে দেবো না / ৭২

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বন্দী শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার
রাশিয়া
অস্ট্রেলিয়া
মার্কিন
বৃটিশ সংবাদপত্র
ভারত
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নই আসল সমস্যা : সিনেটর মাস্কি
নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দের আবেদন
বার্নার্ড শেরিডান অ্যান্ড কোম্পানির পত্র
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই
মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে জয় হতে দেবো না
মুজিবের মুক্তির দাবিতে সোভিয়েত-ভারত যৌথ বিবৃতি
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় রাজনৈতিক সমাধান

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দী মুজিবকে ঘিরে চতুর্ভূজ চিত্র / ৭৯

ইয়াহিয়ার পত্র হীথের প্রতি
শেখ মুজিবের নিরাপত্তা দিন
শেখ মুজিবের ছবি প্রকাশ করা হবে
মুজিবের নিরাপত্তা
রাজনৈতিক সমঝোতা
ইন্দো-পাক রিলেশনস: পর্যালোচনা
মুজিবের অবস্থান আগের চেয়েও শক্তিশালী
উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে সতর্কতা
পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ
মুজিবের বিচারে গভীর উদ্বেগ
শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ করুন
ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেবে
ইয়াহিয়া রাক্ষস নন
শেখ মুজিবের বিচারের আমরাও উদ্বিগ্ন
বিচার প্রহসন মুজিব হত্যার চক্রান্ত
মুজিবের বেঁচে থাকার ঘোষণা জরুরী
মৃত্যুদণ্ড হবে
মুজিব মৃত চিন্তা করতে পারছি না
মুজিব ব্যতীত কোন আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না
আলোচনার শর্ত শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা
মূল চাবিকাঠি শেখ মুজিব
সমঝোতার জটিল ইস্যু শেখ মুজিব
শেখ মুজিবকে ছাড়া যাচ্ছে না
নিষ্পত্তিতে শেখ মুজিবের ভূমিকা
মুজিব তার প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন
মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার নিশ্চয়তা চায় ভারত
ভারতের দাবি শেখ মুজিবের মুক্তি
জাতি মনে করে না মুজিবকে মুক্তি দেয়া উচিৎ
বিদ্রোহী বাংলাদেশ নেতাদের সঙ্গে বসতে সম্মত
মুজিবের মুক্তি পরে হতে পারে
ভাল হতো যদি মুজিবের সঙ্গে কথা হতো
মিসেস গান্ধীর জন্য সমঝোতা হয়নি
মুজিবের ট্রায়াল শেষ হয়েছে
বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে পারেন না
পূর্ববঙ্গ হারানোর বেদনা পুষিয়ে নিতে পারবে
ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা: শর্ত সোভিয়েতের
একটাই শর্ত শেখ মুজিবের মুক্তি
মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে কি না?

সপ্তম অধ্যায়

মুজিব-ভুট্টো একান্ত গোপন সংলাপ / ১০৬

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো
তবু আপনাকে এখানেই থাকতে হবে
ভুট্টোর গোপন ইচ্ছা
মূল টেপ থেকে

অষ্টম অধ্যায়
যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কেউ তাঁকে মারতে পারে না / ১২৮
মুজিবের মুক্তি
অসংখ্য সমস্যা
আমাকে শুধু দেখুন : কিন্তু কিছু শুনতে চাইবেন না
সীমাবদ্ধ পছন্দ
উজাড় বাগান
উইন্ডশিল্ডে মুজিবের ছবি
দেশটিকে নরকে পরিণত করেছিল
মুজিব কোনো শর্ত মেনে মুক্তি পান নি
বৃটেনের উচিত ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা
উঁচু ঘোড়ায় সওয়ার হবার অবস্থা বর্তমানে নেই

নবম অধ্যায়
পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা / ১৩৮
যুদ্ধের খায়েশ মিটিয়ে দেয়া হবে
বাংলাদেশের স্বীকৃতি : নিক্সনের ক্ষোভ
ইন্দিরার প্রস্তাব
আকাশে কালো কুণ্ডলী
আমার কি করার আছে?
সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা
ইরান অস্ত্র দেয়নি
সৈন্যদের হতাশা
হৃদয় ভেঙে গেছে
রাস্তায় যুদ্ধ হবে
যোগাযোগ থেকে বিরত
পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা
পশ্চিম পাকিস্তান প্রধান সমস্যা
ছিন্নভিন্ন রাষ্ট্রের দিকে
নিয়াজীর ক্রন্দন
মীমাংসার দরজা বন্ধ
মুক্তি বাহিনী শব্দ দুটি মুছে দাও
গোটা পাকিস্তানে কালো ছায়া
তাড়াহুড়ো করে সব বন্ধ করা হয়
তুরুপের তাস হাতছাড়া
পশ্চিম পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো
জেনারেলদের রাত
ইয়াহিয়া ভয়ে কাঁপছে
বিদ্রোহ : মৃত্যু যন্ত্রণা

তথ্য ও টীকা / ১৪৯

প্রথম অধ্যায়

নরকের দরজা খুলে দেয়া হলো

অসহযোগ আন্দোলনের[১] এক সন্ধিক্ষণে ৭ মার্চ ৭১ লে. জে. টিক্কা খান যখন ঢাকায় আসছিলেন তখন রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমান থেকেই জেনারেল টিক্কা ও রাও ফরমান আলীর চোখে ধরা পড়লো সেই বিশাল সমাবেশের দৃশ্য। গুজব রটেছিল বঙ্গবন্ধু 'একতরফা স্বাধীনতা' ঘোষণা দেবেন। এই ঘোষণার বিষয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন। রমনায় সজ্জিত পাকিস্তানী আর্টিলারী বাহিনী। আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তানের জি.ও.সি. বলে দিয়েছেন 'একতরফা স্বাধীনতা' ঘোষণা দিলে সবাইকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হবে। শাসন করার জন্য বা শাসিত হওয়ার জন্য কেউ থাকবে না।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টেলিফোনে মুজিবের সঙ্গে ৬ মার্চ রাতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন এবং তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করে বলেন, 'এমন পদক্ষেপ যেন তিনি না নেন- যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় আর না থাকে।' এরপর তিনি মুজিবের উদ্দেশে টেলিপ্রিন্টারে একটা বার্তা প্রেরণ করেন। মধ্য রাতে এই বার্তাটি ঢাকার সামরিক আইন সদর দফতরে পৌঁছে। বার্তায় লেখা ছিলো : 'অনুগ্রহ করে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে যা আপনাকে আপনার ছয় দফা থেকেও বেশি খুশি করবে।"[২] একজন ব্রিগেডিয়ার নিজে ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে বার্তাটি পৌঁছে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে তিনি মুজিবের আতিথেয়তা, ভদ্র-আচরণ, বাড়ির সামনে দাঁড়ানো ডজন ডজন গাড়ি, হাজারো মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে অনর্গল বলে যেতে থাকেন। বলেন, 'বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো যেন কোন উৎসবের রৌদ্রে অবগাহন করছে।' শেখ মুজিব ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী ও বিজ্ঞনেতা। স্থির করলেন তাঁর লক্ষ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না।

৭ মার্চ সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের কাছে আমেরিকার নীতিমালা পরিষ্কার করে তুলে ধরে বলেন, "একতরফাভাবে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাবে না এবং এজন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের আশায় যেন তাকিয়ে না থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে।"

৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ২৩ বছরের শাসন-শোষণ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের

মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বললেন, তিনি হুকুম দিতে না পারলেও যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল ডি-ফ্যাক্টো স্বাধীনতা ঘোষণা। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বাঙালি জাতির প্রতি ছিলো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

ঘটনা এতদ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যে, ১৫ মার্চ জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শেখ মুজিব দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। বেসামরিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং জনগণের উপরে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্টকে 'অতিথি' সম্বোধন করে তাঁর ঢাকা আগমনে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য রাজপথে বেরিকেড সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৭ মার্চ প্রথম দিনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইয়াহিয়া খান আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক সামরিক পরিকল্পনার নির্দেশ দেন। লক্ষ্য মুজিবের ডি-ফ্যাক্টো শাসন উচ্ছেদ এবং সামরিক শাসনের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, দ্বিতীয়ত মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখা এবং তৃতীয়ত প্রয়োজনে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য বেপরোয়া, এটা বুঝতে সামরিক শাসকদের অসুবিধা হয়নি। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল তাঁর দল ও সহযোগীরা।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় জনসমক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে মুজিব তাঁর ছয় দফা কর্মসূচীটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। কর্মসূচীটি মূলত পাকিস্তানের বিভক্তির মৌলিক কর্মসূচী। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেখানোর ব্যাপারে মুজিব কৌশলের আশ্রয় নেন। পেছন ফিরে দেখলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৭০ ঘোষণা করেন, 'আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে ছয় দফা প্রোগ্রাম-এর উপর গণভোট গ্রহণের জন্য'। পিডিপি প্রধান নুরুল আমিন তাঁর বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন যদি গণভোট হয় এবং তা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থন লাভ না করে তাহলে এই অবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে'। পরবর্তীতে দু'টি নাটকীয় ঘটনায় তাই প্রমাণিত হয়। প্রথমত জনসমক্ষে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শপথ নেন যে ছয় দফা প্রস্তাবের ব্যাপারে কোন আপোস করবেন না। এর মাধ্যমে সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে। দ্বিতীয়ত তিনি সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে একটি প্যারালাল সরকার পরিচালনা করেন। ঢাকায় ন্যাশনাল ব্যাংক বন্ধ করে দিয়ে এর দায়িত্ব অন্যান্য ব্যাংকগুলোর উপর ন্যস্ত করেন। পাকিস্তানী নোটের ওপর "স্বাধীন বাংলাদেশ" ছাপ দিয়ে মুজিব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, অখণ্ড পাকিস্তানে তিনি আর বিশ্বাসী নন। যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা আছেন সেখানে দুটি অ্যাসেম্বলি তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি। তারপর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন এবং বলেছেন, "যারা নিরীহ জনগণকে হত্যা করছে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন"। পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যদের আগমনকে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিবের ধারণাকে বদ্ধমূল করে যে, কোনোক্রমেই পাকিস্তান সামরিক গোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তিনি প্রতিবাদি কণ্ঠে বললেন "যে বিমানে করে এম. এন. এ.-দের আসার কথা তাতে

করে আনা হচ্ছে সৈন্য, বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য।" একদিকে সামরিক বিধি জারি হতে থাকে, অন্যদিকে শেখ মুজিবের নির্দেশ মত দেশ পরিচালিত হচ্ছিলো। জনগণ সামরিক আইনকে তোয়াক্কা না করে সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহীদদের নিয়ে বিশাল বিশাল মিছিল ঢাকা নগরীকে ছেয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধু আগুনঝরা বক্তৃতায় বলেন, জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশই বৈধ। সামরিক শাসন অবৈধ। তিনি বললেন, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত পাঠাতে হবে, কারফিউ উড্ডো করতে হবে। বাধ্য হয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তাই করতে হয়।

গোপনে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানী সৈনিক ও কর্মকর্তা এবং পুলিশ সদস্যদের ইঙ্গিত দিলেন তারা যেন সশস্ত্র বাহিনী ছেড়ে আসে। যেখানে তিনি নিজেই একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছেন। তারপরও তিনি জানতেন, সেনাবাহিনী কিছুতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেবে না। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্রকরণে এগিয়ে গেলেন। পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনে পাকিস্তানের খবর প্রচার নিষিদ্ধ। সকল সরকারি ভবন ও ব্যাংক থেকে পাকিস্তানী পতাকা ও জিন্নাহ-র (পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা) ছবি নমিত হলো। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে দেয়।

২৩ মার্চ "পাকিস্তান দিবস"-কে "বাংলাদেশ দিবস" হিসেবে পালিত হয়। কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয় নি। বাংলাদেশের পতাকায় সরকারি-বেসরকারি ভবন ছেয়ে গেল। টিভির কর্মকর্তারা পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন করে নি। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন "টিভির কর্মকর্তাদের আমি বলেছি, তারা যদি তা করে তাহলে তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবো আমি। মধ্যরাতের কয়েক সেকেন্ড বাদে তারা পাকিস্তানের পতাকা দেখায়। ততক্ষণে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে গেছে পাকিস্তান দিবস। তখন তারা এ ব্যাপারে আমাকে নিয়ে কৌতুক করে এবং জানায়, বাংলাদেশ দিবস পালন করছে তারা।" হাজারো জনতার মিছিল ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পতাকা ও মার্চপাস্ট করে সমবেত হয়। সামরিক কায়দায় বঙ্গবন্ধু পতাকা-সেলুট গ্রহণ করেন। মুজিবকে সারাক্ষণ হাসিমুখে এবং বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে দেখা যায়। সারাদেশে স্বাধীনতার অর্জনে জনগণ চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হয়, এমনকি সেনা ছাউনীতে প্রতিদিনের রেশন বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট হাউজে এসেছিলেন।[৩] সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারগুলোতে খবর ছড়িয়ে পড়ে অবাঙালিদের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হচ্ছে। বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিয়মিত বাহিনীর কর্মকর্তারাও। জেনারেল রাও ফরমান আলী লিখেছেন ১ মার্চের জাতীয় সংসদ মুলতবী ঘোষণা শুনেই ঢাকাতে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেলো। নবাবপুরের বাড়ি বাড়ি আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলো।[৪]

দি বাস্টার্ড ইজ নট বিহেবিং

১৭ মার্চ। সন্ধ্যা ৭টা। ঢাকা। প্রেসিডেন্ট হাউজ।

জেনারেল ইয়াহিয়া বলে উঠলেন : দি বাস্টার্ড (মুজিব) ইজ নট বিহেডিং। ইউ (টিক্কা খানকে) গেট রেডি।

রাত ১০টা। জেনারেল টিক্কা খান ফোন করলেন জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেনকে : খাদিম ইউ ক্যান গো এহেড।

অপারেশন সার্চলাইট রচনার গ্রীন সিগন্যাল এলো।

সবুজ প্যাড ও একটি কাঠ পেন্সিল

১৮ মার্চ সকাল আটটা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। জিওসি অফিস। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী বেসিক অপারেশন প-্যান তৈরি করার জন্য মিলিত হলেন। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে প্রণীত জেনারেল ইয়াকুবের নির্দেশে প্রণীত বিভৎস অপারেশন প-্যান বাতিল করা হল। এর পরিবর্তে নতুন প-্যান তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কেননা, ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র দেশের বেসরকারি শাসনভার তাঁর হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র দেশ তাঁর নির্দেশে চলছে। সমগ্র বাঙালি জাতি তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ।

সবুজ রঙের অফিস প্যাড। আর একটি সাধারণ কাঠ পেন্সিল।

জেনারেল ফরমান আলীর হাতে লিপিবদ্ধ হল বাঙালি জাতি হত্যার খসড়া ব-ুপ্রিন্ট: অপারেশন সার্চ লাইট। জেনারেল খাদিম রাজা এর দ্বিতীয় ভাগ সম্পন্ন করলেন—যা সৈন্য সমাবেশ, সৈন্য পাঠানো ও উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত।

গ্রেফতারের কৌশল

২০ মার্চ। বিকেল। দুপুরের রোদ পড়ে এসেছে।

ক্যান্টনমেন্টের ফ্লাগ স্টাফ হাউজের পিতলের ফলকগুলো তখনও চকচক করছে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদ ও লে. জে. টিক্কা খান এখানে বসলেন। অপারেশন সার্চ লাইট চূড়ান্ত করা হলো। সিদ্ধান্ত প্যারামিলিটারি ফোর্স যেমন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হবে। এবং আরো সিদ্ধান্ত হল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনারত অবস্থাতেই শেখ মুজিবসহ আওয়ামী হাইকমান্ড ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হবে।

২০ মার্চ। প্রেসিডেন্ট হাউজ। সন্ধ্যা।

অপারেশন সার্চ লাইট অনুমোদিত হল। সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার একটি মৌলিক ধারা প্রেসিডেন্ট বাতিল করে দেন। নির্ধারিত তারিখে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে- এই বিষয়টি তিনি মেনে নেননি। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'রাজনৈতিক সমঝোতার উপর জনগণের আস্থাকে আমি নির্মূল করতে পারি না। গণতন্ত্রের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে চিহ্নিত হতে চাই না।' বিভিন্ন ব্যাটালিয়ানগুলোর কাজ ও দায়িত্ব পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রইল। ইয়াহিয়া বললেন : "আওয়ামী নেতাদের এভাবে গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া হবে বিশ্বব্যাপী মারাত্মক।"[৫]

ইট ইজ টু নাইট

২৫ মার্চ। সকাল ১১টা।

ঢাকা ক্যান্টমেন্টের সর্বত্র সবুজ গাছের পাতায় ভোরের শিশির শুকিয়ে গেছে। চারদিকে চোখ ঝলসানো রোদ। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেনের গ্রীন টেলিফোনটি বেজে উঠল। জেনারেল টিক্কা খান বললেন, খাদিম, ইট ইজ টু নাইট।

দিবসটি ছিল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখলের দ্বিতীয় বার্ষিকী। ১৯৬৯ সনে প্রচণ্ড গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ঐ দিন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

লে. জেনারেল টিক্কা খানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অপারেশন সার্চ লাইট বাস্তবায়নের কাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এবং চাঞ্চল্যবিহীন নীরবতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। ঢাকার অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে এবং সমগ্র প্রদেশের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজার উপর। ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানের জন্য দুটি হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক আইন প্রশাসক জোন বি-এর অফিস স্থাপিত হল সেকেন্ড ক্যাপিট্যালে। রাত ১০টা। সেখানে সবাই এসে সমবেত হতে থাকলো। সবুজ লনে বসে চা-কফি এলো দেদার।

মেজর জেনারেল ফরমান আলীর নেতৃত্বাধীন ব্রিগেডিয়ার আরব-এর অধীনে ৫৭ ব্রিগেডকে ঢাকা অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা হলো। কামানের ঢাকনা খুলে ফেলা হলো। রাইফেল ও রিকোয়েললেস রাইফেল ফুলথ্রু সম্পন্ন। ট্যাংকগুলোতে তেল ভর্তির কাজ শেষ। সব ঝকঝকে চকচকে এবং শাণিত হয়ে উঠলো।"

একটি রিহার্সেল

মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো ফলাফলের ভিত্তিতে ২৫ মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ দেবার কথা সন্ধ্যা সাতটায়। জাতি প্রতীক্ষারত।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ফ্লাগ স্টাফ হাউজ। এয়ার ফোর্সের গেট দিয়ে অপেক্ষমান বিমানে উঠে পড়লেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

অন্যদিকে চারতারা পে-ট লাগানো কারে প্রেসিডেন্টের প্রক্সি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার রফিক চললো রমনার প্রেসিডেন্ট হাউজে। পথে সাইরেন বাজানো হলো, আগে পিছে গার্ড।

এই রিহার্সেল ধরা পড়ে গেলো।

উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার ও লে. ক. এ. আর. চৌধুরী নাটকীয় তামাশাটি ধরে ফেলেন। সাথে সাথে ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু জানতে পারলেন। ইয়াহিয়া কেটে পড়েছেন। বঙ্গবন্ধু সর্বত্র নির্দেশ পাঠালেন। সমগ্র শহর জয় বাংলা শে-াগানে ফেটে পড়ে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রস্তুত। ছাত্ররা কেড়ে নেয়া রাইফেল ও লুট করা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় পজিশন নেয়। হাজার হাজার জনতা রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলে। গাছ কেটে। ড্রাম দিয়ে। অচল বুলডোজার দিয়ে। টায়ারে আগুন ধরিয়ে। পাক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা লিখেছেন- "বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাত আটটার পরপরই আওয়ামী লীগের জঙ্গি কর্মীরা, ছাত্রলীগের লড়াকু সশস্ত্র ক্যাডার, পুলিশ, প্রাক্তন সেনা-সদস্য এবং পার্টি

ভলেন্টিয়ার্সগণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা বঙ্গবন্ধু ও ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলো। তারা রাস্তায় এমনভাবে ব্যারিকেড তৈরি করে যাতে সেনা চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।"[৬]

অস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপিত

রাত ১১:৩০ মিনিট।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান তখন বঙ্গোপসাগরের নীলাভ জলরাশি ছাড়িয়ে সিলোনের পাশ কাটিয়ে আরব সাগরের উত্তাল জলরাশির হাজার হাজার ফিট উপর দিয়ে করাচি অভিমুখে চলেছেন। নেশায় বুদ। কিছুক্ষণের মধ্যে নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছবেন।

জোন বি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হেড কোয়ার্টার। সেকেন্ড ক্যাপিট্যাল। নির্বিকার মনে বসে থাকা জেনারেল টিক্কা খানের নিকট দোরগোড়ায় দাঁড়ানো আর্মি জিপে সেট করা ওয়্যারলেস থেকে মেসেজ এলো নির্ধারিত সময়ে যথাস্থানে যাবার জন্য। এক্ষুণি অগ্রসর হওয়া দরকার। ঢাকা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জেনারেল টিক্কা খান সিদ্ধান্ত দিলেন- টেল ববি (ব্রিগেডিয়ার আরব) টু হোল্ড অন অ্যাজ হি ক্যান। কিন্তু রাত সাড়ে ১১ টার কিছু পরে সেনাবাহিনীর প্রথম কলাম ফার্মগেটে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়।

সিদ্দিক লিখেছেন- "রাস্তায় বিরাট গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, দু'পাশ ভাঙা মটরগাড়ি ও অকেজো স্টিমরোলার দিয়ে রাস্তা ব-ক করা হয়েছে। শহরের দিকে কয়েকশত ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ জয় বাংলা শে-াগন দিয়ে যাচ্ছিলো।

জেনারেল টিক্কা খানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি এই তেজদীপ্ত শে-াগান শুনছিলাম। শে-াগানের সাথে সাথে রাইফেলও তারা ব্যবহার করছিলো। একটু পরে অটোমেটিক অস্ত্রের ব্যাপক শব্দ বাতাস প্রকম্পিত করে তুললো। প্রচণ্ড গোলাগুলির ভেতরেও গগনবিদারী শে--াগান মিশে গেলো। পনের মিনিট পর শে-াগান ফিকে হয়ে গেলো এবং অস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপিত হলো। সেনাবাহিনী শহরে অগ্রসর হলো।"[৭]

নরকের দরজা খুলে দেওয়া হল

নির্ধারিত সময়ের আগেই আক্রমণ শুরু হলে গেলো। নির্ধারিত সময় রক্ষার আর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নরকের দরজা খুলে দেয়া হলো। প্রথম গোলাগুলি চালানোর পরপরই পাকিস্তান রেডিওর পাশাপাশি ওয়্যারলেস থেকে শেখ মুজিবের কণ্ঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা গেলো।

স্টপ ফায়ারিং

স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের এক প-্যাটুন কমান্ড নিয়ে ৩২ নং বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো। গ্রেফতারের সময়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে বললেন- স্টপ ফায়ারিং। শেখ মুজিবকে কী ভাবে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তান সামরিক বাহি ির ওয়্যারলেস মেসেজ হতে তা জানা যায়।[৮]

তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। চারদিকে তখন জনযুদ্ধ চলছে। আগুন। কামানের বিকট আওয়াজ। আর্তনাদ। শে-াগান। প্রতিরোধ। রকেট লাঞ্চার, রাইফেল, মর্টার ও আগুনে বোমার আঘাতে ঢাকায় মার্চের নির্মল আকাশের স্নিগ্ধ আলো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো। রাজারবাগ পুলিশ, পিলখানার ইপিআর প্রতিরোধ স্তব্ধ। অন্যত্র গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ ও আগুন। ভয়ঙ্কর ভীতি ও সন্ত্রাস। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল থেকে শক্ত প্রতিরোধ। রকেট লাঞ্চার, রিকোয়েললেস রাইফেল, মর্টার দিয়ে আক্রমণ করে দু'ঘন্টার মধ্যে এলাকা সম্পূর্ণভাবে দখল করার কড়া আদেশ পালিত হলো।

ভোর হওয়ার পূর্বেই ঢাকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে গেলো। রক্ত। লাশ। আর ধর্ষিতাদের আর্তনাদ। নৃশংসতা। ঢাকা নীরব। নিথর। কারফিউ। ট্যাংকের গর্জন। বুটের ভীতিকর শব্দ রাজপথ কম্পিত।

অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের নানা মাত্রা

১৯৭০ সনের ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম অবাধ নির্বাচনে লাখ লাখ পাকিস্তানী ভোটকেন্দ্রে গেলে জেনালের ইয়াহিয়া খান এবং তার সহযোগীরা দোদুল্যমান চিত্তে নির্বাচনী ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী ছিলেন। নেতারা একটি জোট গঠনে বাধ্য হবেন, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। কিন্তু সামরিক জেনারেলরা দুটো বিষয়কে হিসাবে নেননি। শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বামপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় গোটা পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুতদের সময়োচিত সহায়তা দিতে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসনের ব্যর্থতা আওয়ামী লীগের পক্ষে অধিক হারে ভোট পড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দিক থেকে এ ফলাফল হয়ে ওঠে বিপর্যয়কর। প্রায় প্রত্যেক বাঙালিই শেখ মুজিবের ছয় দফা অনুমোদন করায় ঐ নির্বাচন গণভোটে পরিণত হয়। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে এবং পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর পাঞ্জাব-বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলোর সমর্থন নিয়ে তিনি সংবিধান পরিষদের ৩১৩টি আসনের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পাবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে মি. ভুট্টো এবং তার দল ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮২টিতে জয়লাভ করে। তাতে করে পাঞ্জাবীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, নিশ্চিতভাবেই বাঙালিরা গণ পরিষদের বৈঠক বসলে তাদের নিজস্ব সংবিধান তৈরি করতে সমর্থ হবে।

কিন্তু অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এটা বুঝতে পেরে মি. ভুট্টো নির্বাচন শেষ হওয়ার ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। লিগ্যাল ফ্রেইম ওয়ার্ক অর্ডারের ধারায়[৯] সাংবিধানিক পরিষদের দলিলে ভেটো দেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছিল। সেটাই পাঞ্জাবের ভেটোতে পরিণত হলো।

ঐ নির্বাচনের পরের রাতে বর্ণাঢ্য চরিত্রের আইনজীবী ভুট্টো তাঁর পরিকল্পনার অংশ বিশেষ আমার কাছে প্রকাশ করে বলেন, "আমি কি করবো বলে তোমার ধারণা? দায়িত্ব

বর্তাবে প্রেসিডেন্টের কাঁধে। আমি সন্দেহ করি, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণযোগ্য এমন কোন দলিলে স্বাক্ষর করবেন কি না।"

অন্যকথায় এল.এফ.ও. কার্যকর রাখার ব্যাপারে মি. ভুট্টোর গভীর স্বার্থ নিহিত ছিল। কিন্তু তিনি সিদ্দিক সালিককে বলেন যে, তিনি অসংলগ্ন খরবদারি মারফত শুনতে পেয়েছেন শেখ মুজিব একথা ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছেন যে, সাংবিধানিক পরিষদ অধিবেশনে মিলিত হওয়ার সময় থেকেই এটি হবে একটি সার্বভৌম সংস্থা। যার অর্থ দাঁড়ায় এল.এফ.ও. এবং পাঞ্জাবীদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

এ সময়ে বাঙালিরা উৎসব মুখর মেজাজে ছিলো এবং বিচ্ছিন্নতামুখী কোন পদক্ষেপও দেখা যায়নি। ২৪ ডিসেম্বর ৭০ সনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মুজিবুর রহমানকে "আমাদের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন। বাঙালিরা তাদের ঢাকা শহর ও অ্যাসেম্বলি ভবন সাজাতে শুরু করে এবং এ সময় ঢাকা ছিল খুবই প্রশান্ত। কোথাও বাংলাদেশ শে-াগান দেওয়া হয়নি এবং কেউই স্বাধীনতা নিয়ে প্রকাশ্যে কথাবার্তাও বলেনি।

কিন্তু মি. ভুট্টো ষড়যন্ত্র আঁটছিলেন। প্রথমে তিনি সংবিধান পরিষদের তড়িঘড়ি অধিবেশনে বসার বিরোধিতা করার চেষ্টা চালান। কিন্তু ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন যে, ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশন বসবে। এর দু'দিন পর ১৫ ফেব্রুয়ারি বর্তমান সংকটের সূচনা হয়। মি. ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তার দল সংবিধান পরিষদের অধিবেশন বয়কট করবে। একই সঙ্গে তিনি যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিক ঢাকা সফরের পরিকল্পনা করছেন তাদেরকেও হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, মি. ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপরও চাপ বাড়াতে থাকেন। ভুট্টো বলেন, করাচী থেকে খাইবারপাস পর্যন্ত আগুন জ্বলবে। যারা আসবে তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে।[১০]

মি. ভুট্টো একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেশ ক'জন জেনারেলের সাথে বৈঠক করেন এবং এসব জেনারেল পূর্ব বাংলা প্রশ্নে কট্টরপন্থী বলে বিবেচিত হতেন। এসব জেনারেলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনালেল টিক্কা খানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে মি. ভুট্টো হুমকি অগ্রাহ্য করে বেশ ক'জন পশ্চিম পাকিস্তানী জাতীয় সংসদ সদস্য ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সংবিধান তৈরিতে অংশ নিতে ঢাকা সফর করেন। গাণিতিক দিক থেকে তখন দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ঢাকায় সমবেত হন। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি মি. ভুট্টো পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর কাছে অগ্রহণযোগ্য সংবিধান অনুমোদন করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দিতে রাওয়ালপিন্ডি যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার প্রথম ভুল করেন তিনি পাঞ্জাবীদের চাপের কাছে নতজানু হয়ে দেশের সবচেয়ে বড় দলের নেতা শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ১ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সংবিধান পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। বাঙালিজাতি এ পদক্ষেপকে ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য করে সহিংস হয়ে ওঠে এবং গোলযোগ দমনে ঢাকায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর আস্থা হারায় এবং প্রথমবারের মতো ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় স্বাধীন বাংলাদেশ শে-াগান ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের কট্টরপন্থীরা স্বাধীনতার আহ্বান জানাতে শুরু করেন এবং শেখ মুজিব ৭ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশে নাটকীয় ঘোষণা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ৬ মার্চ

প্রেসিডেন্ট তার অবস্থান পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেন এবং ঘোষণা দেন যে ২৫ মার্চ সংবিধান পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। পরদিন শেখ মুজিব জঙ্গীদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ দাবিকে অগ্রাহ্য করে ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য চার দফা শর্ত ঘোষণা করেন। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সামরিক আইন প্রত্যাহার, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফেরৎ নেয়া এবং শহীদের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন। ঐ যুগসন্ধিকালেও একটা বিষয় ছিল খুবই পরিষ্কার যে, প্রবল চাপের মুখে থাকলেও শেখ মুজিব তখনো বাহ্যত অখণ্ড পাকিস্তানে অংশ নিতে ইতিবাচক মনোভাব দেখান। ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় শুরু করার কথা বললেও তিনি অবশ্যই কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে আপোসরফা করবেন না। পাঞ্জাবীরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বস্তিবোধ করে। বিপুল জনসংখ্যার কারণে সংবিধানে বাঙালিদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন বরাদ্দ থাকলেও প্রত্যেক পাঞ্জাবীই বিশ্বাস করতো তারা এমন একজন নেতা পেয়েছেন যিনি শেখ মুজিবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। তিনি হলেন পি.পি.পি. নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।

পাকিস্তানের হতদরিদ্র পূর্বাংশের তেজস্বী নেতা এবং তার আওয়ামী লীগের সহযোদ্ধারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রণীত তাদের ছয় দফা কর্মসূচীর ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও ছাড় দেবেন না। শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেন যে, স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আলোচনার অর্থ এই নয় যে, সেটা বিচ্ছিন্নতা। ঐ সময় তিনি বলেন, "আমি সেই সাংবিধানিক গ্যারান্টি চাই, যাতে এই অর্থনৈতিক শোষণ চিরতরে বন্ধ হয়। আমরা দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু কিভাবে সংখ্যালঘু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।"

অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিকে জোরালো করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। গোটা প্রদেশের জীবনযাত্রা অচল। এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন জোরালো হতে থাকলে ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুটো বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় আসেন। ১. শেখ মুজিব কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা ন্যস্ত করতে রাজি। অথবা ২. তিনি প্রদেশগুলোর কাছে ক্ষমতা ন্যস্ত করবেন এবং সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রতিদিনকার কাজকর্ম চালাতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবেন।

ঐ সময়ে দুই নেতা আরো বলেন যে, এখনো আশাবাদী হওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু মি. ভুট্টো ঐ প্রস্তাবগুলোর কথা শুনে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারে পিপলস পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে পশ্চিম পাকিস্তানে আগুন জ্বলবে। নিজের দাবি প্রমাণ করতে মি. ভুট্টো পাঞ্জাবে ব্যাপক এবং সহিংস আন্দোলন শুরু করেন এবং ২১ মার্চ আলোচনায় যোগ দিতে তিনি অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে ঢাকায় আসেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দলের নেতা ভুট্টোকে কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারে নেওয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিব প্রস্তুত কিনা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে তাকে অবশ্যই

তার নিজস্ব অংশীদার বেছে নেওয়ার অধিকার দিতে হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের এ আগ্রহ থেকে আবারো এটা অনুমিত হয় যে, শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতার কোন পরিকল্পনা করেননি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আবারো মি. ভুট্টোর কঠোর হুমকির কাছে নতি স্বীকার করেন এবং জাতীয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব বাদ পড়ে যায়।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় আপোস ফর্মুলায় অবিলম্বে প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা ন্যস্ত করার ব্যাপারে একমত হন। শেখ মুজিব সামরিক আইন প্রত্যাহারের আশু ঘোষণা দেওয়ার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের ক্ষমতা ন্যস্ত করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব এ ব্যাপারেও সম্মত ছিলেন যে, একটি সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ পরিচালনা অব্যাহত রাখতে পারবেন। কিন্তু এ সময়ে অন্যান্য শক্তিগুলো দ্বারা পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। মি. ভুট্টো সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থীদের সাথে বৈঠক করতে থাকেন এবং বাংলাদেশের চলমান রাজপথে গণআন্দোলন শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না গেলেও তা জঙ্গী হয়ে ওঠে।

সেনা ছাউনিগুলোতে সৈন্যরা তাদের যুদ্ধের পোষাক পরতে শুরু করলে হতাশ সেই ব্যক্তি, যিনি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সম্মত করান, যে সিদ্ধান্তের কারণে পূর্ব বাংলায় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ভুট্টোর কাছে শেখ মুজিবের প্রস্তাব তোলা মাত্রই ভুট্টো গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যে মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করবেন, সেই মুহূর্তেই পাকিস্তান ভেঙে পাঁচটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। চাচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশ।

কেননা প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে তার পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দেশ চালাবার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ থাকবে না।

পুনরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের দিকে হাত বাড়ান এবং এসব আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি শেখ মুজিবকে প্রতিশ্রুতি দেন, যে মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন এক ধরনের বৈধতা দেবে, সেই মুহূর্তে তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করবেন। শেখ মুজিব অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করলে ইয়াহিয়া পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, তিনি একজন বিশ্বাসঘাতকের কাছে দেন-দরবার করছেন। ফলে তিনি তার জেনারেলদের দ্বারস্থ হন।

এসব ঘটনা প্রবাহের যৌক্তিক উপসংহার হলো এই যে, বর্তমান হত্যাযজ্ঞ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফসল। বাঙালিদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের মাধ্যমে তিনি এর সূচনা করেন। এক্ষেত্রে এর চেয়েও অনেক বেশি দায় দায়িত্ব বর্তায় মি. ভুট্টোর ওপর। কেননা ৩ মার্চের অধিবেশন বয়কটের তার দুষ্ট সিদ্ধান্তই ঘটনাপ্রবাহকে এ গণহত্যার দিকে দ্রুত ঠেলে দিয়েছে।"[১১]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপসংহার

"এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টারা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় আসবেন না। বরং কোনক্রমে আমার কাছ থেকে এমন একটা ঘোষণা প্রকাশ করিয়ে নিতে চান যা কার্যত জাতীয় পরিষদকে দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত করবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে দেশে একটা কনফেডারেশনের জন্ম দেবে এবং সামরিক আইনের ক্ষমতা বিলোপ করে দেশে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। বলাবাহুল্য, তার অর্থই হচ্ছে জাতির পিতা যে অর্থে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন তার সমাপ্তি টানা।" এই সময়ে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৬ মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যায়।[১২]

স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা : পাকিস্তানী ভাষ্য

২৫ মার্চ দিনগত রাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন এবং "স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের" অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। সেনাবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাঁরা হিন্দুস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী লোকদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান দখলের সশস্ত্র পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তান সংলগ্ন সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। এই সময়ে যেসব এলাকা সাময়িকভাবে বিদ্রোহী এবং হিন্দুস্থানী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে আসে সে সব যায়গায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব যা পহেলা মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এর ফলে এক লাখেরও বেশি পুরুষ, মহিলা ও শিশুর জীবননাশ হয়। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক সরকারী পুরুষ, মহিলা ও শিশু প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধিত হয়। আওয়ামী লীগের যুদ্ধবাজ কর্মী এবং ইপিআর ও ইবিআর এর বিদ্রোহীরা নরঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশুভ ইচ্ছার যারা বিরোধিতা করে তারাই তাদের হত্যার শিকারে পরিণত হয়।[১৩]

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং প্রতিনিধি আর্নেস্ট ওয়েদাবল ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ তারিখে নয়া দিল্লী থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে জানান "মুজিব ও তার বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ যে আগে থেকে সতর্কতার সঙ্গে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো তার সব রকম আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। এই 'মুক্তিবাহিনীর' প্রথম লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম যা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র গভীর সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরটি একবার ধ্বংস হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে মুশকিলে পড়তেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো, ঢাকা অধিকার করা। যাতে তা পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে। মুজিব বহু দিন যাবৎ বাইরে থেকে সরবরাহ পেয়ে আসছিলেন বলে বিশ্বাস এবং ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। নয়াদিল-ীতে অবস্থিত বহু বিদেশী কূটনীতিবিদ মনে করেন যে এসব অস্ত্রশস্ত্র একমাত্র হিন্দুস্তান থেকেই আসা সম্ভব ছিলো।[১৪]

ব্যালট ও বুলেটের চ্যালেঞ্জ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, "শেখ মুজিব ও তার দল পাকিস্তানের শত্রু। বিনা শাস্তিতে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে না। ক্ষমতালোভী ও দেশপ্রেমহীন কিছু লোককে পাকিস্তান ধ্বংস করে ১২ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।" পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমানের চ্যালেঞ্জ ছিল "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে । শেষ শত্রু সৈন্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যে কোন মূল্যে শত্রুদেরকে মোকাবিলা করো এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুর স্বৈরশাসনের কবল থেকে দেশকে বাঁচাও।"

একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে হয়েছে, যেন পাকিস্তানের ভাগ্যের ব্যাপারে গর্বিত দুই ব্যক্তি অত্যাসন্ন সংঘাত এড়াতে সক্ষম হবেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে ইতিবাচক প্রতিবেদনে এটা জানা যাচ্ছিল যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বলে পরিচিত শেখ মুজিব আপোসরফায় পৌঁছে গেছেন। অথচ হঠাৎ করেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক জটিলতার কারণে এ সম্ভাবনা মিলিয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর ও চট্টগ্রামের শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য নির্বিচারে বাঙালি জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিবর্ষণ করে। আর তড়িঘড়ি করে ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের আন্দোলন দমন ও সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তার সৈন্যদের নির্দেশ দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" বলে ঘোষণা দেন। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

অখণ্ড পাকিস্তানের ইতিহাসের ২৪তম বছরে দেশটির পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যকার শিথিল বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। কারণ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার হঠাৎ করেই পূর্ব পাকিস্তানের বেতার ও বাইরের সকল ধরনের যোগাযোগের ওপর কঠোর সেন্সরশীপ আরোপ করেছে। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে পাওয়া প্রাথমিক খবরাখবর খুবই সামান্য। তা সত্ত্বেও প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে পাওয়া টুকরোটাকরা খবরগুলো মর্মস্পর্শী এবং ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের বিবরণে ভরা। এ লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আবেগ দীপ্ত ও দেশী অস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দেশটির আধুনিক ও পেশাদার সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই নিরস্ত্র বাঙালি গেরিলারা, সেক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রাণহানির শিকার হয়েছে। সপ্তাহের শেষ নাগাদ মনে হয়েছে নিষ্ঠুর পাঞ্জাবীদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী বাঙালি প্রতিপক্ষের ওপর

চরম আঘাত হেনেছে। তা সত্ত্বেও খুব কম লোকেরই ধারণা দেশটির বিভক্ত দুই অংশের মধ্যে আবারও কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকাটা সম্ভব।

পাকিস্তানের এই সংঘাত খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। কেননা সংকটের রাজনৈতিক নিষ্পত্তি খুঁজে বের করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনার আড়ালে সময়ক্ষেপনের কৌশল গ্রহণ করেন—কে হবেন আক্রমণকারী। ঘটনা সে দিকে ধাবিত। রংপুর ও চট্টগ্রামে, গণহত্যার খবর শুনে বিক্ষুব্ধ শেখ মুজিব নিষ্ঠুর দমন অভিযানের দায়ে সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করেন। আর এসব তর্জন গর্জনের মাঝে ইয়াহিয়া খানের কৌশল ছিল সৈন্য সজ্জিত করা। পরিকল্পনারত কোন ঘোষণা না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। নিজ জন্মভূমি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় বেতারে সম্প্রচারিত ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দল শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিব ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনকে দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড বলেও ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও যুদ্ধ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কঠোর সেন্সরশীপ আরোপ করেন। সকল বিদেশী সাংবাদিককে হোটেলে আটকে রাখা হয়। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যরা তাদের নোট ও ফিল্ম জব্দ করার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে। ঐ সব বহিস্কৃত সাংবাদিকদের মধ্যে নিউজ উইকের সংবাদদাতা লোরেন জেনকিন্সও রয়েছেন। এ প্রতিবেদনটি তারই রচনা :

"ঢাকার আধুনিক ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের জানালা দিয়ে আমরা সৈন্য ভর্তি একটি জীপ একটি শপিং সেন্টারের দিকে যেতে দেখলাম। এ সময় একদল জনতার দিকে ভারি মেশিনগান তাক করা সৈন্যরা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এ গুলিবর্ষণ চলাকালেই প্রায় শ' দুয়েক গজ দূরে ১৫/১৬ জন বাঙালি তরুণ রাস্তায় নেমে আসে এবং তারা সৈন্যদের উপেক্ষা করে শে-াগান দিতে শুরু করে। এসব তরুণ পুরোপুরি নিরস্ত্র বলে মনে হলেও সৈন্যরা মেশিনগান ঘুরিয়ে তাদের ওপরও গুলিবর্ষণ করে।

তারপর সৈন্যরা ঐ এলাকা-সংলগ্ন মুজিব অনুসারী একটি দৈনিকের দপ্তরের দিকে যাওয়া কানাগলিতে ঢুকে পড়ে। এ দৈনিকটি সেনাবাহিনীর ভূমিকার কঠোর নিন্দা করেছিলো। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে উর্দুতে চিৎকার করতে থাকে। খুব কম বাঙালিই উর্দু ভাষা বুঝে। সৈন্যরা ঐ দৈনিকটির ভবনের ভেতরে অবস্থানকারীদের উদ্দেশে বের হয়ে এসে আত্মসমর্পণ করতে বলে। অন্যথায় তাদেরকে দু'বার গুলিবর্ষণের হুমকি দেয়। তবে তাদের চিৎকার শুনে সেখানে থেকে কেউই বের হয়ে আসেনি। অতঃপর সৈন্যরা ঐ ভবনটিতে হামলা চালায় এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় সৈন্যরা উল-াসে দু'হাত নাড়তে থাকে আর "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" বলে শে-াগান দেয়।

সপ্তাহের শেষ নাগাদ সারা শহর জুড়ে ভয়াবহ গোলাবর্ষণ চলে। আর রাতে ছোঁড়া ১০৫ মিলিমিটারের হাউৎজারের চোখ ধাঁধানো আলো জ্বালানোর পর ভারী শেলের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। ধারণা করা যায়, এসব শেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আঘাত হানছিলো। একদিন সকালে ট্যাংকের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে।

আমি দেখতে পাই এয়ারপোর্ট রোড ধরে চীনের তৈরি ৬টি হালকা টি-৫৪ ট্যাংক যাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন ঢাকার আসমানে ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভাসছিলো। একটু পরেই কামানের গোলার শব্দ শোনা যেতে থাকে। আর ঘনবসতিপূর্ণ পুরোনো ঢাকায় নতুন করে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজির এ এলাকায় এক-কক্ষবিশিষ্ট বাসাগুলোতেই ঢাকার অধিকাংশ লোক বসবাস করে।

ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের স্নায়ুবিক দৌর্বল্যের সকল কারণসমূহই দেখিয়েছে। সামান্যতম শব্দ শুনেই তারা ভীত হয়ে অকারণে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গুলিবর্ষণ করেছে। আর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে রাখা বিভিন্ন দেশীয় সাংবাদিকদের কয়েকজন বাইরে এসে ঢাকা শহরে ঘুরতে যাওয়ার কথা বললে হোটেলের সামনে মোতায়েন একজন ক্যাপ্টেন আমাদেরকেও গুলি করার হুমকি দেয়। ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ ক্যাপ্টেন চিৎকার করে আমাদেরকে ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলে, "আমি যদি আমার নিজের লোককে হত্যা করতে পারি, তবে আমি তোমাদেরকেও হত্যা করতে পারবো।"

ঐ নিষ্ঠুর দমনাভিযানের বাইরে সেনাবাহিনী ধর্মঘটরত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজে ফিরতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় তাদের সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলে ঘোষণা দেয় এবং ২৪ ঘন্টা সান্ধ্য আইন বলবৎ করে। এদিকে ট্রাকভর্তি সৈন্যরা সারা শহর টহল দিয়ে লাল সবুজ আর হলুদ রঙে তৈরি বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের আশেপাশে এলাকায় একটি তিনতলা বাড়িতে গিয়ে সৈন্যরা এ আদেশ দিলে শাড়ি-পরা একজন মহিলা অতি ধীরে ধীরে ছাদে ওঠে। আর ভয় উদ্রেককারী সৈন্যদের নির্দেশে অনিচ্ছা-সহকারে নিজের বাড়ির পতাকা নামিয়ে ফেলে।[১৫]

ট্যাংক আর গণহত্যা

কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালিদের সৈন্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৫ হাজার হলেও হতে পারে। এসব সৈন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সেকেলে অস্ত্রে সজ্জিত মিলিশিয়া মাত্র। তাই শহরাঞ্চলে তারা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে এটে উঠতে না পারলেও সামরিক ভাষ্যকারদের মতে শহরের বাইরের বিস্তীর্ণ এলাকা, যেখানে ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বসবাস করে তা গেরিলা যুদ্ধের জন্য স্বর্গরাজ্য। সেখানকার দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত, চা বাগান, পাটক্ষেত এবং কলা বাগান অতর্কিত আক্রমণের জন্য দৃশ্যত আদর্শ জায়গা, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেকং বদ্বীপের সঙ্গে সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। অধিকাংশ ভিনদেশী সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে পূর্ব পাকিস্তানের ঐ ভৌগলিক মাত্রার কারণে সেখানে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক দখলদারিত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর অসহনীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া যদি সেখানে ব্যাপক গণহত্যার পথ বেছে নেয়, তাহলে কিছু সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের বিদ্রোহ প্রশমিত হতে পরে। আর শেখ মুজিবকে আটক করার খবর সত্য হলে তা বাংলাদেশের প্রতি বড় ধরনের আঘাত হবে নিশ্চয়ই। তবে বাঙালি নিধনযজ্ঞে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী যতই নির্মম হোক না কেন, অসহযোগ

আন্দোলন, গেরিলা যুদ্ধ বা ভিয়েতনাম ধরনের যুদ্ধ- যে কোন প্রকারেই হোক বাঙালির প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। আর সত্য সত্যই ইয়াহিয়া নিজ দেশে ঔপনিবেশিক শাসকদের বীভৎস ভাগ্যকেই বরণ করতে যাচ্ছেন। গত সপ্তাহের ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী ট্যাংক আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে দমনাভিযান শুরু করায় পাকিস্তানের পৃথক দুটো অংশে ঐক্যবদ্ধ থাকার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করেছে, "শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ আরো রক্ত দেবে।"

বিস্ময়ের বিষয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তান সরকার নিজেরাই প্রশ্ন-উত্তরের সাপ-লুডু প্রকাশ করে।

প্রশ্ন : একথা অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, যখন অন্তর্বর্তীকালিন সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলো তখন হঠাৎ করেই একতরফাভাবে আলোচনা ভেঙ্গে দেয়া হয়। একথা সত্য কিনা অথবা প্রকৃত ঘটনা কি?

উত্তর : আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈঠকের ব্যাপারে কোনোভাবেই বাধা ছিলো না। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করেছিলেন, তারা আর আলোচনায় বসতে রাজি নয়, এমনকি সমঝোতার বিষয়ে কথা বলতেও তারা সম্মত নয়।

প্রশ্ন : শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ্য দেশ কিভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে? প্রেসিডেন্ট নিজেই মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে প্রাইম মিনিস্টার পদে আসীন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাহলে তাকে কেমন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হঠাৎ করেই চিহ্নিত করা হলো?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু একটি গোষ্ঠী এজন্য চেষ্টা করতে পারে। অখণ্ড পাকিস্তানের অধিনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট লাভ করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র পাকিস্তানে তাঁর ভূমিকা রাখতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যেতেও অপারগতা প্রকাশ করেন। তাছাড়া অন্তর্বর্তীকালিন সময়ের জন্য কেন্দ্রে সরকার গঠনে অস্বীকৃতি জানান এবং প্রেসিডেন্টকে তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়ে কেন্দ্রে সরকার পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু দেশের প্রশংসা করে থাকে। যদি কেউ প্রতিবেশী দেশ থেকে অস্ত্র সহযোগিতা চান, কেউ যদি স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে প্ররোচিত করেন, কেউ যদি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। ২৪ মার্চ শেখ মুজিবের প্রধান মুখপাত্র তাজউদ্দিন আহমদ শেষ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, সিদ্ধান্ত ঘোষণায় বিলম্ব হলে পরিস্থিতি ঘোরতর বিপদের ভিতরে যাবে। শেখ মুজিবুর রহমান ২৭ তারিখে হরতাল আহ্বান করেন এবং জনগণকে অধিকার আদায়ের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন "This will be the last time."

প্রশ্ন : যেখানে সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার পরেও সরকার তা সহ্য করেছে সেখানে সরকারের সঙ্গে আওয়মী লীগের চূড়ান্ত ভাঙন ব্যতীত আর কি হতে পারে?

উত্তর : ঘটনা শুধু মাত্র ৬ দফার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শেখ মুজিব এর সঙ্গে আরো চারটি দফা যোগ করেন। চারটি দফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, প্রেসিডেন্টের প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর। পূর্বে তার জাতীয় সংসদের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের অরিজিনাল স্ট্যান্ড ছিল, যেখানে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, যেখানে এক মানুষ এক ভোট এই সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। একথা সহজেই অনুমিত, অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহ চেয়েছিলো জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসুক, অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র রচিত হোক এবং প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য পেশ করা হোক, তারপর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কিন্তু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন এমন একটি ঘোষণা যার কোনো আইনগত বৈধতা থাকবে না। যা সামরিক আইন দ্বারাও কভার করা যাবে না অথবা জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেও কভার করা যাবে না। তখন একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় চলে আসেন এবং ১০দিন ধরে সমঝোতার জন্য বারংবার চেষ্টা করেন যেখানে সকল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভবপর হয়ে ওঠে। আলোচনায় শেখ মুজিবের উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের গণরায়কে কবর দিয়ে তিনি কনফেডারেশনের দাবি তোলেন। এর অর্থ হল প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রোক্লেমেশন দ্বারা সামরিক আইনকে অকেজো করে তোলা যার ফলে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশেকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের চিহ্ন যেখানে অবশিষ্ট থাকবে না। শেখ মুজিব আরও দাবি তোলেন জাতীয় সংসদ দুটো কমিটিতে বিভক্ত হবে, একটি হবে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য দ্বারা গঠিত, অন্যটি হবে পশ্চিম পাকিস্তানের। পরবর্তীকালে একে আরও স্পষ্ট করে বলেন, দু'টা অঞ্চলের জন্য দুটো পৃথক শাসনতন্ত্র রচিত হোক।

প্রশ্ন : শেখ মুজিবের বিচার হবে কি সামরিক শাসনের অধিনে না সাধারণ ফৌজদারি আইনে?

উত্তর : দেশে এখনও সামরিক শাসন বলবৎ।

প্রশ্ন : তিনি কোথায় এবং তাঁর ভাগ্যলিখন কি হতে পারে?

উত্তর : তাঁর অধিকাংশ লোকজনই কলকাতায় ভাল সময় অতিবাহিত করছে। পৃথিবীর অন্য সব এলাকার লোকজনের মত তারা ভাল-মন্দ মিলিয়েই আছে। তিনি অন্যান্য অপরাধিদের মতই দোষী।[১৬]

কূটনৈতিক রিপোর্ট

"ক. আমাদের ঢাকাস্থ বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এটা এখন স্পষ্ট যে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সেনাবাহিনী নামার পর থেকে ঢাকায় বিপুল সংখ্যক নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করা হয়েছে। পাঞ্জাবী সৈন্যরা শহরে ও শহরের বাইরে বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের খুঁজে এনে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের খোঁজ করা অব্যাহত রয়েছে।

খ. পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত বলা চলে কারণ সেনাবাহিনী গণহত্যা আপাতত বন্ধ রেখেছে, কিন্তু বিহারিরা (নন-বেঙ্গলী এবং উর্দুভাষীরা) উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং

আর্মি চোখ বন্ধ করে রাখায় তারা সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঢাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে, পাকিস্তান সরকারের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক, কারণ কোন দোকানপাট খোলেনি এবং কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার লেনদেনের খবর পাওয়া যায়নি। এতে মনে হচ্ছে যে, অন্যান্য শহরেও একই অবস্থা বিরাজ করছে যাকে সেনাবাহিনী শান্ত পরিস্থিতি বলে প্রচার করছে।

গ. ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে ডেপুটি হাই কমিশনারের এ্যাসিসটেন্ট মিলিটারি এ্যাডভাইজারের পাঠানো এক রিপোর্টে জানা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, সেনাবহিনী ঢাকার বাইরে অকল্পনীয় প্রতিরোধের সম্মুখিন হচ্ছে এবং এক রিপোর্টে জানা গেছে যে, সিলেটের পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হস্তগত হয়েছে। ঢাকার সঙ্গে বাইরের সড়ক যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং বেশিরভাগ টেলিফোন সংযোগ কাজ করছে না।

ঘ. ভারতে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের জন্য জনসমর্থন বাড়ছে এবং ৩১ মার্চ কোন রকম বিরোধিতা ছাড়াই ভারতীয় লোকসভা বাঙালিদের জন্য একটি শক্তিশালী মৌখিক প্রস্তাব পাশ করেছে যাতে বলা হয়েছে, "পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা করছে যা গণহত্যার রূপ নিয়েছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর মানুষ ও রাষ্ট্রগুলিকে সোচ্চার হতে হবে।" প্রস্তাবে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বাঙালিরা তাদের এই সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করবে এবং এই সংগ্রামে ভারতের জনগণের পূর্ণ সাহায্য ও সহানুভূতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঙ. বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার এবং ইউএস কনসাল-জেনারেল ৩১ মার্চ ঢাকাস্থ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরের 'সিভিল এ্যাফেয়ার্স'- এর দায়িত্বপালনকারী রাও ফরমান আলীর সঙ্গে মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বৃটিশ ইউ. এন. অফিসিয়াল প্রদত্ত এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, সকল বৃটিশ নাগরিক ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিকগণ চট্টগ্রামে নিরাপদ অবস্থানে রয়েছেন; বৃটিশ ও আমেরিকান মিশনের চট্টগ্রাম পরিদর্শনের ব্যাপারে রাও ফরমান আলী রাজি হন এবং বলেন তিনি যথাসময়ে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেবেন কখন পরিদর্শন সম্ভব হবে।

চ. জেনারেল ফরমান আলী এ ব্যাপারে একমত হন যে, দেশত্যাগকারীদের সংখ্যাধিক্য কমানোর চেষ্টা করা উচিত যদিও তাকে এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খানকে জানাতে হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ব্যবস্থা নিতে হবে।[১৭]

ঢাকার রাস্তা গণকবরে আবৃত

সপ্তাহান্তের কাগজে বহু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। একজন বৃটিশ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, "ঢাকার রাস্তা গণকবরে আবৃত" বলে বর্ণনা দিয়েছে তা প্রায় সব কাগজেই প্রাধান্য পেয়েছে। স্যাটারডে টেলিগ্রাফে প্রকাশিত এক রিপোর্টে শুধু কুমিল-াতেই ২,৬০০ ব্যক্তিকে হত্যার কথা উলে-খ করা হয়েছে। গত শুক্রবার বিবিসি টিভিতে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাই-ই মূলত 'সানডে টাইমস' প্রকাশ করেছে, এতে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্যাটারডে 'গার্ডিয়ান' বলছে, ওয়েস্টমিনিস্টারে

এমপিদের মধ্যে এই মতবাদ শক্তিশালী হচ্ছে যে, "বৃটেনের এই ভয়াবহতা বাড়ার আগেই কিছু করা উচিত।" একই পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, "মিসেস গান্ধীকে শেখ মুজিবের একমাত্র সমর্থক হবার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।"[১৮]

প্রতীককে কেউ হত্যা করতে পারে না

প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিট ফ্রস্ট এর নেয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সেই সন্ধ্যায় (২৫ মার্চ) আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিলো। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। প্রথমে ওরা ভেবেছিলো, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, তারা যখন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আপোসের আলোচনা করছিলো, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে 'বেরুব, না বেরুব না' নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তানী বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি জানতাম, আমি আত্মগোপন করলে ওরা দেশের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করবে। এক হত্যাযজ্ঞ ওরা সমাধা করবে। আমি স্থির করলাম, আমি মরি তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।" আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যে মানুষ মরতে রাজী, তাঁকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস।"[১৯] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার প্রতীক। অনির্বাণ সেই বিশ্বাসের, প্রত্যয়ের প্রতীক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত মুজিব আরো ভয়ঙ্কর : সমঝোতার ট্রাম-কার্ড

অপারেশন সার্চ লাইট অনুসারে নির্দিষ্ট এলাকায় সৈনিকদের রাত একটার আগে পৌঁছতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করলো রাস্তায় দেরি হয়ে যেতে পারে। ফলে ১১টা ৩০ মিনিটে তারা সেনানিবাস থেকে যাত্রা শুরু করলো। যারা শহরের ভেতর আগে থেকেই ছিল; পাহারা দিচ্ছিল রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি, তারা আঘাত হানার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৈরি হয়ে বসলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম সেনাদলটি ফার্মগেটে বাধার সম্মুখিন হলো। সিদ্দিক সালিকের বর্ণনায় "ক্যান্টনমেন্ট থেকে এ জায়গার দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। সদ্য কাটা বড় বড় গাছের গুঁড়ি রাস্তায় আড়াআড়িভাবে ফেলে প্রথম দলের গতি থামিয়ে দেয়া হল। পুরনো গাড়ির খোল এবং অকেজো স্টীম রোলার টেনে এনে পাশের ফাঁক আটকে দেয়া হয়। ব্যারিকেডের অপর পাশে শহরের দিকে আওয়ামী লীগের কয়েকশ' কর্মী দাঁড়িয়ে 'জয়বাংলা' শে-াগানে উচ্চকণ্ঠ ছিলো। জেনারেল টিক্কার সদর দফতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের তেজোদীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। মুহূর্তে রাইফেলের গুলির কিছু শব্দ 'জয়বাংলা' শে-াগানের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেলো। একটু পরেই একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিস্ফোরণ বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুললো। এরপর কিছুক্ষণ ধরে গগনবিদারী শে-াগান ও গুলির শব্দের সঙ্গে হালকা মেশিনগানের কিচিরমিচির আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে থাকলো। পনের মিনিট পর গোলমালের শব্দ কমে এলো এবং শে-াগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেল। স্পষ্টতঃই অস্ত্র বিজয়ী হল। সেনাদল শহরের ভেতর অগ্রসরমান। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

এখন আঘাত হানার নির্ধারিত মুহূর্ত (এইচ-আওয়ার) পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত। নরকের দরজা উন্মুক্ত। যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হল আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিলো। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস'-এ ওই ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিলো। ঘোষণায় বলা হয়—"এই-ই হয়তো আপনাদের জন্যে আমার শেষ বাণী হতে পারে। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি- যে যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন এবং হাতে যার যা আছে তা-ই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততদিন পর্যন্ত লড়াই

চালিয়ে যান- যতদিন না দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিস্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।" মুজিবের বাসভবন অভিমুখী রাস্তার প্রতিবন্ধক অপসারণ করছে কমান্ডোরা রকেট ল্যান্সার ছুঁড়ছে। হামলাকারী প-াটুনের সঙ্গে ছিলেন কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খান ও কোম্পানী কমান্ডার মেজর বিল-াল। কমান্ডোরা মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি। গেটে অবস্থানরত সশস্ত্র পাহারাদারদের গুলির সম্মুখিন হতে হলো। পাহারাদারদের দ্রুত অকেজো করে ফেলা হলো এবং মুহূর্তে পঞ্চাশজন শক্ত সামর্থ্য সৈন্য দৌড়ে চার ফুট উঁচু বাড়ির চার দেয়াল লাফিয়ে উঠানে নামলো।

স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে তারা তাদের উপস্থিতি সংবাদ ঘোষণা করলো এবং চিৎকার করে শেখ মুজিবকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালো। কিন্তু কোন উত্তর এলো না। তারপর দুপদাপ শব্দ তুলে হুড়োহুড়ি করে বারান্দায় উঠলো তারা। এরপর দোতলায়। অবশেষে মুজিবের শোবার ঘর খুঁজে বের করলো। দরজা বাইরে থেকে তালা মারা ছিল। একটি বুলেট ঝুলন্ত ইস্পাত খণ্ডকে বিদীর্ণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে নিচে পড়ে গেলো এবং মুজিব তৎক্ষণাৎ রুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

মনে হল, তিনি এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। হামলাকারী দল বাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করলো। সেনাবাহিনীর একটি জীপে করে তাদের সবাইকে দ্বিতীয় রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়। কয়েক মিনিট পর ৫৭ ব্রিগেডের মেজর, মেজর জাফরের কণ্ঠ বেতার যন্ত্রে ভেসে উঠলো। আমি তার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, 'বড় পাখীটা খাঁচার ভেতর... অন্যগুলো নীড়ে নেই... ওভার।' বার্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা শার্ট গায়ে চাপানো 'বড় পাখী'টাকে আমি দেখতে পেলাম। নিরাপদ হেফাজতের জন্যে সেনাবাহিনীর একটি জীপে করে তাঁকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে রাতের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো আদমজী স্কুলে। পরের দিন তাঁকে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে সরিয়ে নেয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর তাঁকে করাচীতে নিয়ে যাওয়া হল। পরবর্তীকালে মুজিবের বিষয়টি 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে যখন জটিলতা দেখা দিল (যেমন তাঁর মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ), সে সময় আমার বন্ধু মেজর বিল-ালের কাছে জানতে চাইলাম কেন সে উত্তেজনার মুহূর্তে মুজিবকে শেষ করে দিলো না। সে বললো, 'মুজিবকে জীবন্ত গ্রেফতারের জন্য জেনারেল মিঠ্ঠি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।' যখন মুজিব আদমজী স্কুলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় ঢাকা নগরী গৃহযুদ্ধের তাণ্ডব যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিলো। সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- অগ্নিশিখা আকাশকে বিদ্ধ করছে। একসময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধূম্রকুণ্ডলী পড়লো কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠলো লকলকে অগ্নিশিখা। তারকাপুঞ্জকে স্পর্শ করতে চাইছে। মনুষ্যসৃষ্ট এই অগ্নিকুণ্ডের পাশে চাঁদের উজ্জ্বল আলো তার তারকাপুঞ্জের রক্তিমাভা ম্-ান হয়ে গেল। বিশালদেহী ধূম্রকুণ্ডলী ও অগ্নিশিখা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুললো। অবশ্য শহরের অন্যান্য অংশ যেমন 'দৈনিক পিপল'- এর চত্বরও এই ভয়াবহ আতশবাজি খেলার শিকারে কোন অংশে কম নিপতিত হয়নি।"[১]

অস্বীকৃতি

প্রায় পাঁচ মাস পরে ধানমন্ডির বাড়ি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে এই রিপোর্টটিতে লিখিত হয়েছে। "ঢাকার বিলাসবহুল ধানমন্ডি এলাকায় দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ হলুদ রঙের তিনতলা বাড়িটা। শোনা যায় বর্ষার রাতে এ বাড়িতে ভূতেরা আনাগোনা করে। বেশির ভাগ জানালার কাঁচ ভাঙা, প্রায় প্রত্যেকটা দেওয়ালে গুলির চিহ্ন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বেড়ে ওঠা আইভি লতায় ঢেকে গেছে ইটের দেওয়াল। পুরোনো গাছগুলোর ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দেওয়ালে লেখা শে-াগনাটি চোখে পড়ে 'জয় বাংলা' (বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক)। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে পথিকেরা। বিশ্রী ডিজাইন করা সেমি-জর্জীয় স্টাইলের বাড়িটি ইতোমধ্যেই পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে।

আওয়ামী লীগের কারারুদ্ধ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি এটি। ধূমকেতুর মতো যিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছেন। তার আকস্মিক অস্বীকৃতি এবং সেনাবাহিনীর হাতে তার গ্রেফতারে লাখ লাখ দেশবাসীর স্বপ্নে মিশে গেছে দুঃস্বপ্ন। গত এক বছর ধরে মুজিবের জ্বালাময়ী ভাষণে দেশের মানুষের রক্তে জেগে উঠতো প্রবল উন্মাদনা।

বাড়িটির মাঝামাঝি একটি ঘরে থাকতেন মুজিব। সেখানে এখনও একগাদা না খোলা চিঠি পড়ে আছে। বিয়ের আমন্ত্রণ, বিভিন্ন বিষয়ে অনুরোধ, উপরোধ, দুর্বোধ্য বাংলা ভাষায় (আমাদের কাছে) পাতার পর পাতা লেখা। প্রত্যেকটি চিঠি মার্চের মাঝামাঝি পৌঁছালেও শেখ মুজিব এগুলো খুলে দেখার সময় পাননি। ২৬ মার্চ গ্রেপ্তার হন তিনি।

তার টেবিলের ওপর পড়ে আছে স্যার আইভর জেনিংসের 'কনস্টিটিউশনাল প্রবলেমস্ অব পাকিস্তান'। জুবেরি নামের কোন শিক্ষক তার ছাত্র মুজিবকে উৎসর্গ করেছেন বইটি। ভেতরের পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে : 'রাজনীতি ক্ষমতার পথে ধাবিত করে, কিন্তু জ্ঞানও শক্তি।' এর সঙ্গে কয়েকটি লাইন জুড়ে দিয়েছেন মুজিব নিজেই। প্রত্যেকবার জেলে বসে বইটি পড়েছেন তিনি। কিন্তু এবারে আর বইটি সঙ্গে নিতে পারেন নি।

অন্য ঘরগুলোতে বই আর নথিপত্রের পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফুল, রঙিন বাল্ব, কালো পতাকা আর দলীয় শে-াগান। পুরো বাড়িটার অবস্থান দেখে মনে হয়, চলতে থাকা বড় একটি অনুষ্ঠান যেন তছনছ করে দিয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ অনাহূত।

বন্দী হবার আগের শেষ ৪৮ ঘন্টা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড বেপরোয়া হয়ে পড়েছিলেন শেখ মুজিব। নির্বাচনে তার বিশাল বিজয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সাড়ে সাত কোটি দরিদ্র পূর্ব পাকিস্তানীর ত্রাণকর্তার আসনে নিজেকে উন্নীত হতে দেখেছেন মুজিব।

পুরো বাড়িটা জুড়ে নির্বাচন-পরবর্তী বিভিন্ন কৌশল ও পাল্টা-কৌশলের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। মুজিব নিজেকে ঘটনার কর্তৃত্বপূর্ণ রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সব সময় পরিকল্পনা করেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। পুরাপুরি স্বাধীনভাবে তার ছয় দফা প্রস্তাবটি প্রবর্তন করেন মুজিব। প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বৈপ-বিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রচার করতে পেরেছিলেন। প্রস্তাবটির বাস্তবায়নের অর্থ

হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অবসান। একই সময়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেও সফল হন তিনি। তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটেছিল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি কট্টর মাওবাদী কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট-বিরোধী, জোতদার ও ধনী ব্যবসায়ী, নাস্তিক, ছাত্র, গেরিলা, দাম্ভিক মধ্যবিত্ত, আইনজীবী ও অনালোচিত গ্রামীণ এলাকার সরল সাধাসিধে পাটচাষী পর্যন্ত ছিলো।

পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে এমন একটি গণ পরিষদ গঠনের উদ্দেশেই নির্বাচন করা হয়েছিলো। কিন্তু মার্চের শেষ দিনগুলোতে চরমপন্থী নেতা কর্মীদের চাপে পড়ে অবিলম্বে গণ পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হওয়ার জন্য সামরিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান মুজিব।

মুসলিম লীগের কাইয়ূম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান, নাসরুল-াহ এবং মিয়া মোহাম্মদ দৌলতানাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ছোটখাটো নেতা এ ব্যাপারে মুজিবকে উৎসাহ দেন। এ কারণে মুজিব ভেবেছিলেন অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং অ্যাসেম্বলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত তার আহ্বানটি সমর্থন করবে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও। সম্ভাব্য অ্যাসেম্বলির দ্বিতীয় বৃহত্তম দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকেই শুধুমাত্র গুনতির মধ্যে ধরেননি মুজিব।

অ্যাসেম্বলি স্থগিত রাখার জন্য মুজিব ভুট্টোকে দায়ী করেন। প্রেসিডেন্ট যখন অধিবেশনের জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করেন, তখন তার সাংবিধানিক যথার্থতা সম্পর্কে মুজিবের আর কোন আগ্রহ ছিলো না। তৎক্ষণাৎ ক্ষমতা হস্তগত করতে চেয়েছিলেন তিনি। নিজের চারপাশে তাকিয়ে মুজিব দেখেছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধানরা দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তিনি ভেবেছিলেন, জাতিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেবে না ইয়াহিয়া খান।

সে সঙ্গে মুজিব আরেকটি দাবি যোগ করেন, মার্চে দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে একটি গোলাগুলির ঘটনার তিন শয়েরও বেশি লোকের প্রাণহানির ব্যাপারে তদন্ত দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনের জন্য দায়ী জেনারেলদের বিচার দাবি করেন মুজিব।

স্বাভাবিক খোলামেলা আর অকপট ছিল তার আচরণ। মুজিব চাচ্ছিলেন জেনারেলরা তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং নিজেদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজি হোন। একই সঙ্গে নিজের ইচ্ছে জেনারেলদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার সুনির্দিষ্ট কোন কৌশল ছিল না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেও মার্চের মাঝামাঝি থেকেই পুরোদমে শুরু হয়েছিল তার অসহযোগ আন্দোলন। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল যে ইতোমধ্যেই ক্ষমতা দখল করেছেন মুজিব এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সামরিক সরকারের সাথে সাথে অ্যাসেম্বলির পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরাও তার কথায় চলবে।

জেনারেলদেরকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন এ কথা বলা ছাড়া তিনি প্রস্তাবিত সরকারের কার্যকলাপের ভিত্তি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালাও পেশ করতে পারেন নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেননি যে, এই সরকার শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের একক সরকার হবে, নাকি দেশের দু'টি অংশেরই সরকার গঠনের উদ্দেশ্য রয়েছে তাঁর। আওয়ামী লীগ ভুট্টোকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে না পারায় এবং দলটির একটি জাতীয় সরকার গঠনের সুযোগ থাকায় প্রথম বিকল্পটিকেই বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল।

মুজিব আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা চলছিল ক্লান্তিকরভাবে এবং ধীরে ধীরে দু'পক্ষই হয়ে উঠছিল অধৈর্য। ইয়াহিয়া চাচ্ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মুজিব অ্যাসেম্বলিতে যোগ দিন, সংবিধানের একটি খসড়া তৈরিতে সহায়তা করুন এবং তারপর বেসামরিক সরকারের নেতৃত্বে বসবেন মুজিব। একমাত্র শর্ত ছিল হরতাল শেষ করা, সেনাপ্রধানদের বিচারের দাবি প্রত্যাহার করা এবং দু'অংশের জন্য দুটি পৃথক অ্যাসেম্বলি গঠনের দাবি তুলে নেওয়া।

নিজের মতে অনড় থাকেন মুজিব। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন প্রস্তাবই মানবেন না তিনি। ইয়াহিয়াকে মুজিব বললেন, অবাধ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে তার দল এবং এ কারণে ক্ষমতায় যাওয়া অধিকার রয়েছে তাদের। সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবে এ নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

এই পয়েন্টে এসে আলোচনা ভেঙে যায়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি কি হবে কোন পক্ষই জানতো না তা। আলোচনা ভেঙে যাওয়াকে নিজেদের "বিজয়" হিসেবে আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগের চরমপন্থী নেতা-কর্মীরা। তারা সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ তৈরি করতে থাকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য বাঙালি সৈন্য ও পুলিশদের প্রতি আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে, শেখ মুজিবের সাথে নিজের দুঃস্বপ্নতুল্য মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিণতি সম্পর্কে হিসাব-নিকাশেরও সুযোগ পান নি ইয়াহিয়া খান। দেখতে পাচ্ছেন তার চোখের সামনে সেনাবাহিনী ভেঙে পড়ার মুখে। সরকার শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ওপরই নিয়ন্ত্রণ হারায় নি, সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুজিব যেটা চাচ্ছিলেন, তাতে সফল হলে পশ্চিম পাকিস্তানেও সামরিক সরকারের পতন ঘটবে। এ ধরনের একটি হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে সংকটের একমাত্র সমাধান হিসেবে সামরিক অভিযানের পথটিই বেছে নেন প্রেসিডেন্ট।

এই পদক্ষেপ নিয়ে ইয়াহিয়া আরও একটি সমস্যার সমাধান করেন। যা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মুজিবকে বেকায়দায় ফেলে দেবে। মুজিবের দিক দিয়ে, তার হরতাল কর্মসূচী সফলভাবে প্রত্যাহার করতে পারার পরও এখন তাকে দৃশ্যপট থেকে সেনাবাহিনীকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং গুপ্ত ও নকশালবাহিনীর আয়ত্তাধীন দাঙ্গাহাঙ্গামাপূর্ণ দেশটিতে এক ধরনের শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন মুজিব। হাতে আর কোন চাল না থাকায় ঘটনা প্রবাহকে সে গুলির "সহজাত" গতিতে চলতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নামতে বাধ্য করেন।"

মুখবন্ধ। চুপচাপ।
গ্রেফতারে পর কারও সঙ্গে কোন কথা বলেননি। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় নেওয়ার উদ্দেশে করাচি বিমান বন্দরে তাঁকে অন্য বিমানে তোলা হয়। ভি.আই.পি. লাউঞ্জে নেওয়া হয় তাকে এবং চা দেওয়া হয়। কালো কফি খেতে চান মুজিব। এ সময় দু'জন পুলিশকে তার পেছনে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হয়।

মুজিব এখন কোথায়, কিভাবে আছেন এ সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে। এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে স্থানান্তর করা হয় তাকে। গত কয়েক সপ্তাহ (জুলাই-আগস্ট মাস) ধরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অনবরত লিখে যেতে দেখা যায় তাকে। তিনি কি লিখছিলেন তা অবশ্য কেউ জানে না। তবে কেউ কেউ বলছে বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, মুজিবের মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে এবং দিনের কয়েক ঘন্টা প্রলাপ বকছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে খবর পেয়েছি, এসব সত্যি নয়। আওয়ামী লীগের প্রধান মোটামুটি ভালোই আছেন। তার ওপর কোন নির্যাতনও চালানো হয়নি কিংবা তার সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণও করা হয়নি।

আইনজীবী ও সামরিক প্রধানদের একটি দল তার বিরুদ্ধে মামলার শুনানী তৈরি করছে। গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার বিচার শুরু হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু।

পাকিস্তানের খুব কম লোকই মনে করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে মুজিবকে।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক কোন নেতার মৃত্যুদণ্ড হয়নি। ভবিষ্যতেও যে এই ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম ঘটবে না, তার পক্ষে প্রচুর জোরালো যুক্তি রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা মুজিব একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারত সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করাটা এখনও অসম্ভব রয়ে গেছে। খুব কম লোকই তার সম্পর্কে কথা বলতে আগ্রহী। এদিকে পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে মুজিবের নিজের বক্তব্য এখনো জানা যায়নি। ইসলামাবাদে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর শুধুমাত্র কোর্ট মার্শালেই নয়, ইতিহাসের রায়েরও মুখোমুখি হতে হবে তাকে।"[২]

যেভাবে মুজিব বন্দী

অন্য একটি রিপোর্ট থেকে বন্দী মুজিব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পরপরই পাকিস্তান ওয়ারলেসে আর্মি হেডকোয়ার্টারে জানানো হলো "Big Bird In The Case."। রাতে বঙ্গবন্ধুকে আদমজী হাইস্কুলে যা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত সেখানে নেয়া হলো। পরের দিন ফ্লাগ হাউজ এবং সেখান থেকে তিনদিন পর করাচী নেয়া হলো। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা হেফজতে নেবার পর ১০ এপ্রিল ঘোষণা করা হল শেখ মুজিব তাদের তাতে বন্দী। করাচী বিমানবন্দরে প্রহরারত অবস্থায় তার ছবি প্রকাশ করা হয় এবং ভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থানরত শেখ মুজিবকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার আগে ছবিটি তোলা হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন

এসে যায় ২৬ মার্চ বন্দী মুজিবকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত গ্রেফতারের সংবাদপত্র বা সংবাদ চিত্রটি গোপন রাখা হয়েছিলো কেন? সার্বিক বিশে-ষণে প্রতীয়মান হয় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে কমান্ডো স্টাইলে গ্রেফতারের পর অত্যন্ত সর্তক অবস্থায় ছিলো যাতে সংবাদটি প্রকাশিত না হয় কারণ ঢাকায় তার অবস্থান বা বিমান পথে করাচী নেয়ার পথে যেন ভারতীয় বিমান-বাহিনী পাকিস্তান বিমানকে ইন্টারসেপ্ট করে ভারতের দিকে নিয়ে যেতে না পারে। যে কারণে তাঁর গ্রেফতারের ঘোষণা বিলম্বিত হয়।

করাচী পৌছাবার পর অবিলম্বে বন্দী মুজিবকে লায়ালপুর বর্তমানে পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে একটি অতিক্ষুদ্র সেলে রাখা হয়-যেখান থেকে লোহার শিক দ্বারা বেষ্টিত ছোট্ট ফাঁকা জায়গা থেকে এই বিশ্বজগৎ চোখে প্রায় আবছা। প্রচণ্ড গরম। ভয়ঙ্কর। কয়দিন পর একটি পুরাতন বৈদ্যুতিক ফ্যান লাগানো হলো যা কেবলমাত্র গরম বাতাসকে আরো জোরে ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে দেবার জন্য। খড় খড় আওয়াজ গরম হাওয়াকে আরো বিদীর্ণ করে তুলেছিলো। এটা ছিল তার জীবনে জঘন্যতম কারাবাস। এর চেয়েও বেদনাদায়ক ছিল সমগ্র পৃথিবী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কোন সংবাদপত্র, বই বা রেডিও কোনো কিছুই তাকে দেয়া হলো না। প্রিজন গার্ড যারা তার খাবার নিয়ে আসে তাদের কথা বলা নিষেধ ছিলো। তার পরিবার সম্পর্কে তাকে জানতে দেয়া হয় নি। কোনো অতিথি বা কারো কোনো অধিকার ছিলো না যোগাযোগ করার। শেখ মুজিব এসবের তোয়াক্কা করেন নি। তিনি কেবল বেদনাবোধ করেছেন তার অবর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে বা দেশের মানুষ কী করছে কেমন আছে।

শেখ মুজিবের তার নিজের ললাট লিখন নিয়ে মায়া ছিলো না। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে তিনি লক্ষ করেছেন, কীভাবে পাকিস্তানী সৈন্য লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করছিলো এবং হাজার হাজার লোককে হত্যা করছিলো। এদের হাত থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই এ সম্পর্কে তাঁর আশাও ছিলো না। ২৫ মার্চ রাত্রে ক্র্যাক ডাউনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী যেভাবে বাঙালিদের নিধন করেছিলো সেভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবকে হত্যা করার ইচ্ছে ইয়াহিয়া খানের ছিলো না। তাঁর ইচ্ছা বিচারের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা। মার্শাল ল কোর্টে নেয়ার সময় মুজিব যেন সুস্থ থাকে এ বিষয়টি তার মনে ছিলো। যে কারণে মুজিবকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়নি। কিছুদিন একজন বাঙালি বাবুর্চিকে লায়ালপুরে ভাড়া করা হয়েছিল তার বাঙালি রান্নার জন্য। কেননা ইতোমধ্যেই তার শরীর ভেঙে যাচ্ছিলো। তাঁর পাইপে তাঁর পছন্দের তামাক সরবরাহ করা হয়। তাঁকে দেখার জন্য একজন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। লন্ডনের ফিনানসিয়াল টাইমস পত্রিকার সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাঁর বিচার কাজ শুরু করবেন। ১৯ জুলাই প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বললেন, তাঁর বিচার হবে সিক্রেট মিলিটারী ট্রাইবুনালে। যদিও তিনি ঘোষণা করে বলেন নি, তার বিরুদ্ধে কী ধরনের কয়টি চার্জ গঠন করা হবে। কিন্তু একথা তিনি বলেন এই চার্জশীটে মৃত্যুদণ্ডের কতিপয় ধারা থাকবে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং মুজিব একজন মাত্র পাকিস্তানী আইনজীবীর সহায়তা নিতে পারবেন।

এ কথা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে যে, মুজিবের বিচার নিয়ে তিনি আগরতলা মামলার মতো কোনো জটিলতায় পা ফেলবেন না। আগরতলা মামলায় ইংরেজ আইনজীবী নিয়োগ ও প্রকাশ্য বিচার করায় সাক্ষীগণের জেরায় সমস্ত মামলাটি লেজে গোবরে হয়ে গিয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে মুজিবের বিচার হবে সিক্রেট ট্রায়াল এবং কোন সংবাদ বাইরে আসতে পারে বা কোনো সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষক সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মনে করতেন ট্রাইবুনালে বিচারের রায় পাকিস্তানীদের সন্তুষ্টি দেবে এবং তার বিরুদ্ধে যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তার যথাযথ বিচার শেখ মুজিব পাবে।

কারাগারের নিকট অবস্থিত একটি লাল বিল্ডিং-এ ট্রায়ালের জন্য ১৯ আগস্ট শেখ মুজিবকে স্পেশাল মিলিটারী ট্রাইবুনালের নিকট হাজির করা হয়। প্রিজাইডিং বিচারপতি ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। কোর্টের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে দুজন ছিলেন সামরিক অফিসার, একজন নেভাল অফিসার এবং পাঞ্জাব থেকে আগত একজন জেলা জজ। তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যার মধ্যে ছয়টি ছিলো মৃত্যুদণ্ডের। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। যখন মুজিবকে তার ডিফেন্স কাউন্সিল সিলেক্ট করার জন্য বলা হয় তখন তিনি ড. কামাল হোসেনকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগের কথা বলেন। তাকে বলা হলো এটা সম্ভব নয়। তখন শেখ মুজিব এ. কে. ব্রোহীকে সিলেক্ট করেন, তিনি ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ।

২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিবের কার্যক্রম, অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজ বলে অভিযোগ উলে-খিত হওয়ায় শেখ মুজিব এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তার নিয়োজিত আইনজীবী ব্রোহীকে বিদায় করে দেন। কিন্তু বোর্ডের অনুরোধে ব্রোহী রাষ্ট্রপক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

শেখ মুজিবের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটা বিচারের নামে প্রহসন চলছে যা হবে সাজানো মৃত্যুদণ্ড। তিনি নির্বিকার। একের পর এক সাক্ষীগণ আসছেন।. পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংসের জন্য দায়ী করে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রসিকিউশন ১০৬ জনের সাক্ষ্য-তালিকা ট্রাইবুনালে পেশ করেন, কিন্তু তার অর্ধেককে বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা হয়নি। যারা কেবলমাত্র সামরিক অফিসে বা পুলিশের নিকট জবানবন্দি দিয়েছিল কেবলমাত্র তাদেরই হাজির করা হয়। ব্রোহী কোর্টের নিকট আবেদন করেন যারা ক্র্যাক ডাউনের পূর্বে ঢাকায় নেগোশিয়েশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন কর্নেলিয়াস, পীরজাদা, এম. এম. আহমদ তাদের হাজির করা হোক। তাদের জেরা করার আবেদন জানান। তখন কোর্ট তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়।[৩]

শেখ মুজিবের গোপন বিচার নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট তার মুখপাত্রের মাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট কমিশন শেখ মুজিবের বিচারের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রাইবুনালে কর্তৃক শেখ মুজিবের সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তান সামরিক জান্তার উপর পশ্চিমাদেশ চাপ সৃষ্টি

করে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বিচারে বিশ্ব জনমতকে প্রাথমিকভাবে উপেক্ষা করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবকে উপেক্ষা করার শক্তি ইয়াহিয়া খানের ছিল না। পাকিস্তান অর্থ, অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়া স্থিতিশীল রাখার নীতি অনুরসরণ করে এবং এই অঞ্চলে ভারসাম্যমূলক পরিস্থিতি যাতে বিনষ্ট না হয় সেই নীতি গ্রহণ করেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ভাবা যুক্তিযুক্ত ছিলো, গোপন বিচারে শেখ মুজিব মৃত্যুদণ্ড হলে তারা যে স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু নিয়ে সমঝোতার যে প্রচেষ্ট চালাচ্ছে তা ভেস্তে যাবে এবং এ অঞ্চলে পরিস্থিতি ভয়ংঙ্কর হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ সৃষ্টি করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানায় "আমরা ব্যক্তিগত আশ্বাস পেয়েছি যে শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না।"[৪]

শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না এই আশ্বাস পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান এবং মুজিবনগর সরকারে মার্কিনপন্থী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। কলকাতায় মার্কিন কনসুলারকে বাংলাদেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটা বেশ গোপন বিষয় ছিল না যে আদর্শগত ও ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দিনের সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের বৈরী সম্পর্ক ছিলো। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে লন্ডনের প্রখ্যাত আইনজীবি শেন ম্যাক ব্রাইট শেখ মুজিবের জীবন বাঁচানোর জন্য আবেদন করবে কিনা এ সম্পর্কে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম খন্দকার মোশতাককে জিজ্ঞেস করলে মোশতাক তাকে বলেন, "তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমরা শেখ মুজিবকে চাও, না স্বাধীনতা চাও? তোমরা দুটো এক সঙ্গে পাবে না।"

একজন বিদ্রোহীর সংগে কথা বলতে পারি না

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে কংগ্রেসম্যানদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলাপ করার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, কতিপয় বিদেশী সার্কেল থেকে এই বিচারে তিনি চাপের মধ্যে আছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে নির্বাহী আইনশাখা থেকে শেখ মুজিবের বিচারে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। শেখ মুজিব সম্পর্কে তার এতদিনকার যে কঠোর অবস্থান ছিল তা নমনীয় হয়ে পড়েছে। অক্টোবর মাসে ১৯ তারিখে ফরাসী পত্রিকা ল'মন্ডে প্রকাশিত ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করা হয়, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলেছেন কিনা তার জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেন, একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোর্ট থেকে তিনি নির্দোষ ঘোষিত না হন। তারপরে অপর এক প্রশ্নে ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করা হলো, শেখ মুজিবের প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে আপনার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে তাকে কি প্রাণদণ্ড থেকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন? উত্তরে ইয়াহিয়া খান বলেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে এ বিষয়ে আমাকে জানতে হবে জনগণের অভিপ্রায় কী। জনগণ যদি ক্ষমা করতে চায় আমি তা হলে মঞ্জুর করবো।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ৮ নভেম্বর ইংলিশ পত্রিকায় মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান বলেন, যদি শেখ মুজিবের দণ্ডাদেশ হয় তা হলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তার সম্পর্কে আমার ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার প্রয়োগ করবো যা একজনের দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে নরক যন্ত্রণা, তবুও জনগণ তার মুক্তি চাইলে আমি তাই করবো। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকা 'দি পাকিস্তান টাইমস' ইয়াহিয়া খানের এই মন্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি বিষয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলেননি বরং মুজিবের ভবিষ্যৎ আইনগতভাবে কী হতে পারে তাই বলেছেন। এটা পাকিস্তানের উদ্বেগের বিষয়, বিদেশীদের নয়। ইয়াহিয়া খানের মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তানের ৪০ জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এক যৌথ বিবৃতিতে অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তিদাবি করেন। এদের মধ্যে ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল আজগর খান, প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

সুবিচারই পাবেন

সেপ্টেম্বর ১৯৭১। কো-অর্ডিনেটর অব ইউএস ডিজাস্টার রিলিফ ফর ইস্ট পাকিস্তান, মরিস জে. উইলিয়ামস রিপোর্টে বলেছেন, 'বিষয়টি যখন পুরোপুরি বিচার বিভাগের হাতে, তখন আশা করা যায় মুজিব সুবিচার পাবেন,' এই মন্তব্য ইয়াহিয়ার। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুজিবের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্বাধীন আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়াহিয়া নিজে বিশ্বাস করেন- মুজিব দোষী। 'দুটো এসেম্বলি, দুটো প্রদেশ, দুটো শাসনতন্ত্র থাকবে সেটা কিন্তু যখন দুটো পতাকা নিয়ে এলো এবং তারা পাকিস্তানের পতাকা ছিঁড়ে ফেললো, তখন তা হলো দুটো দেশের স্বাধীনতা। বাঙালি বন্ধুরা আমাদের বলেছেন, যদি মুজিবকে হত্যা করা হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুদের ঢল নামবে। এই মূল্যায়ন আমরা ইয়াহিয়াকে তার অর্থমন্ত্রী এম. এম. আহমদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি। এটা আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে যে, 'অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর।'[৫]

ইয়াহিয়ার অনাগ্রহ

১০ জুলাই, ১৯৭১ সালে প্রস্তুত রিপোর্টে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের জন্য প্রস্তুত এই সমীক্ষায় রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে মুজিব প্রসঙ্গও আসে। এতে বলা হয়, আমাদের তৃতীয় কৌশল হচ্ছে, ইয়াহিয়াকে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানানো। যদিও ওটা ঠিক যে, এর সঙ্গে জটিল বিষয় জড়িত। তবে আমরা সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রকৃতি নিয়ে কোনো কথা বলতে যাব না। আমরা প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতেই উৎসাহিত করবো। ইয়াহিয়া আশা করছেন যে, তিনি আগামী চার মাসের মধ্যে জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সক্ষম হবেন। কিন্তু তাই বলে তিনি আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি। কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের অসাধারণ জনপ্রিয়া নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় কোনো আগ্রহ দেখাননি। যদিও আমরা ইয়াহিয়াকে একটি

রাজনৈতিক সুরাহায় পৌঁছাতে বলছি। আর যখন ইয়াহিয়াকে এ নিয়ে কিছু বলা ঠিক হবে বলেই মনে করছি, তখন কিন্তু তা আরো সরাসরি ও খোলাখুলি বলাই উত্তম। তাকে বরং সাফ জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, এ ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধের বিপদ কিন্তু বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সমীক্ষায় বলা হয়, যদিও আমরা নিজেদের কোনো সাংবিধানিক সমাধানের ফর্মুলায় পৌঁছাতে জড়াব না। তবে আমরা ইয়াহিয়াকে এই ইঙ্গিত দিতে পারি যে, শুধু আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল, যার রয়েছে সত্যিকারের জনপ্রিয় ম্যান্ডেট। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান সংকটের কোনো টেকসই সুরাহা করতে হলে আওয়ামী লীগের সঙ্গেই করতে হবে। আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয় হবে ইয়াহিয়া যদি সরাসরি মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সচেষ্ট হন। অবশ্য এ কথাটা এখন আমাদের পক্ষে তার কানে তোলো প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টিও কিন্তু সহজে অর্জনযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ ইয়াহিয়া স্বয়ং মনে করছেন, বাঙালিরা রাজনৈতিক সমঝোতার পথে আগের চেয়ে ঢের কম পেয়েও রাজি হবে। এই প্রস্তাবে সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়েছে : এতে আমাদের এই মূল্যায়ন প্রতিফলিত হবে যে, আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি ভায়াবেল রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এটা যদি গৃহীত হয়, তাহলে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা নিশ্চিত করার ভিত্তি পাওয়া যাবে। আর এর অসুবিধা হচ্ছে : ইয়াহিয়া আমাদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কারণ তিনি নিজেই একটি রাজনৈতিক ফর্মুলা ও দিনক্ষণ ঠিক করেছেন এবং তিনি আসলেই বিশ্বাস করেন যে, মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। এছাড়া আমাদের প্রস্তাব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তার পরিণতি আরো খারাপ হতে পারে। ইয়াহিয়ার পরিবর্তে আরো নিষ্ঠুর সামরিক সরকারের উত্থানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[৬]

মুজিবের বিচার ঘোলাটে হবে

২৯ জুন, ১৯৭১ এক রিপোর্টে বলা হয়েছে : ইয়াহিয়াকে আমাদের চূড়ান্তভাবে বলা উচিত, একটা রাজনৈতিক সমাধান বেছে নিন। এজন্য আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের, যারা জঘন্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত তাদের বাদ দিয়ে একটা সমঝোতায় আসা দরকার। ইয়াহিয়া যখন ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তখন এই পটভূমিতে এমন প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয়রা স্বল্পমেয়াদের জন্য একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। আমরা নির্দিষ্টভাবে ইয়াহিয়াকে বলতে পারি, ছয় দফা বা অন্যভাবে হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে দ্রুত একটা সুরাহায় আসতে। দ্বিতীয়ত, মুজিবের বিচারের মাধ্যমে যেন পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলা না হয়। একই সঙ্গে জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে বেসামরিক বা বাঙালি কাউকে গভর্নর পদে নিয়োগ এবং সামরিক আইনের প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য শান্তি কমিটিকে বিলুপ্ত করা।[৭]

বেসামরিক সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগ জিতলে এবং আবারও তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে এবং তারা যদি আবারও (সেনাবাহিনীর ভাষায়) দেশকে বিভক্ত করতে চায়, সেক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে- আমাদের এ প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, "আগের নির্বাচনের কারচুপি, সন্ত্রাস আর অসাধু উপায়ে জয়লাভ করেছিলো আওয়ামী লীগ।" শেখ মুজিবের দল নিয়ম ভঙ্গ করছেন জেনেও সাথে সাথে তিনি কেন নির্বাচন বন্ধ করেননি- এ ব্যাপারে প্রশ্ন করি তাকে।

জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, উন্নত দেশগুলোসহ সব দেশের নির্বাচনেও অসাধু কাজ-কারবার হয়। তবে আওয়ামী লীগের তৎপরতা সম্পর্কে সে সময় সঠিক তথ্য ছিলো না তারা কি করেছিলো। তার বেশিরভাগ প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলো কারণ, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার সাহস লোকজনের ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভোটেই প্রধানত জয়ী হয়েছিলো সে। মুসলিম ভোটাদের শতকরা ২০ ভাগের অধিক কেউ তার দলের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয়নি।[৮]

কোর্ট মার্শাল হবে

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, "মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে খুব শিগগিরই মুজিবের বিচার হবে। তার বিরুদ্ধে মামলাটি তৈরি হবার সঙ্গেই শুরু হবে বিচার।"

আওয়ামী লীগ নেতার বিচার হলে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই তা কার্যকর করা হবে কিনা এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিষয়টি সামরিক বিচার বিভাগের হাতে এবং কবে বিচার শুরু হতে পারে তার সঠিক তারিখও বলতে পারেননি তিনি। ইয়াহিয়া মুজিব সম্পর্কে বলেন, "তার কোর্ট-মার্শাল হবে। অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে কিনা সে কথাও বলতে পারছি না আমি।"

ভারতে আশ্রয় নেওয়া পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের ব্যাপারে তার সরকারের কি ইচ্ছা- এ প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, তাদের সকলকেই ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই আহ্বান ঘরছাড়া মানুষগুলোর কাছে পৌঁছেছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন।

প্রেসিডেন্ট জানান, "৮০ হাজার শরণার্থী ইতোমধ্যেই দেশে ফিরেছে এবং প্রতিদিন ফিরছে প্রায় ১,০০০ উদ্বাস্তু।" তিনি বলেন, উদ্বাস্তুদের দেশে ফেরা ঠেকাতে উঠে-পড়ে লেগেছে ভারত। দেশটির এ ধরনের আচরণের কারণ হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী এই ইস্যুটিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, "ভারত তার নিজস্ব ভূখণ্ডের ভেতর গেরিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে। প্রায় ৩৫ হাজার গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্রয়হীন মানুষগুলোকে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক একটি "নতুন তাসখন্দ" গঠনের প্রস্তাবের খবরটির সত্যতা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জানান, এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কোন তথ্য তিনি পাননি।

তিনি বলেন, "উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে কোন স্থানে যে কোন সময় আমি বৈঠকে বসতে রাজি আছি। বিষয়টিকে রাজনৈতিক নয় বরং একটি মানবিক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু আমাদের সবগুলো আলোচনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে তারা এবং এদিক দিয়ে জাতিসংঘের কার্যকলাপের ওপর আঘাত হেনেছে। পাকিস্তান ভাঙার স্বপ্ন দেখছে তারা এবং এজন্য আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোন আগ্রহ তাদের নেই।" তিনি আরও বলেন, ভারত প্রকাশ্যেই বলেছে "ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানে নয়, শুধুমাত্র মুজিবের বাংলাদেশেই উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে দেবে তারা।"[৯]

দেশদ্রোহিতার অভিযোগসমূহ তদন্ত সমাপ্ত করেছে বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল যা শেখ মুজিবের বিচারের জন্য গঠিত হয়েছে। সে সব তদন্ত রিপোর্টসমূহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বরাবর শীঘ্র পেশ করবে। ১৭ সেপ্টেম্বর উর্দু ভাষায় লিখিত পত্রিকা 'ইমরোজ'- এর রিপোর্ট জানা গেছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিগত মার্চের ২৫ তারিখ আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর হতে বন্দী রয়েছেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত 'ইমরোজ' পত্রিকা বিশ্বস্তসূত্রে উদ্ধৃত করেছে শেখ মুজিবকে বিশেষভাবে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এবং তা দিচ্ছে একজন সরকারী ডাক্তার যিনি প্রতিদিন তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন।

ইমরোজ বলছে, শেখ মুজিবকে দু'জন এটেনডেন্ট দেয়া হয়েছে এবং সকল জাতীয় পত্রিকা তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে (কথাটি সত্য নয়—লেখক)। কিন্তু কাউকে দেখার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। শেখ মুজিবকে প্রতিদিনের যে খাবার যেমন মাছ, ভাত, ডিম সবজী, ফলমূল, ব্রেড, বাটার ও ডাল দেয়া হচ্ছে তাও পত্রিকাটি প্রকাশ করে।

মুজিবের বিচার চলছে

২২ সেপ্টেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, এখনো শেখ মুজিবের বিচার কাজ চলছে। শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে এটাই হলো প্রথম সরকারী মন্তব্য। তিনি বলেছেন বিচার কাজ চলছে বৃটিশ বোর্ডের কার্যবিধি অনুযায়ী। সে জন্য বিচারকার্য প্রক্রিয়াগত কারণে মুলতবী হচ্ছে। মুখপাত্র বলেন বিচার কোন পর্যায়ে রয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। বিচারের ভেনু সম্পর্কে জানা যায়নি। কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়ালপুরে আগস্ট থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

মুজিবুর রহমানের জাতীয় সংসদের সদস্যপদ বহাল রাখা হচ্ছে। পূর্ব বাংলায় নভেম্বর ও ডিসেম্বরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার আসনটি উপ-নির্বাচনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[১০]

২৮ সেপ্টেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনের প্রেস নোট

[বিচারের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ আদালত অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে।]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ঘোষণার জন্য পাকিস্তানের সামরিক প্রধান আইন প্রশাসক শেখ মুজিবের গোপন বিচারের জন্য বিশেষ মিলিটারী বোর্ড গঠন করেছেন।

১১ আগস্ট ৭১ থেকে বিচার আরম্ভ হয়। কোর্ট ঐ দিনই মুলতবী হয় যাতে শেখ মুজিবের বিচার সুষ্ঠু ও আইনানুগ হয় যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিব নিজের মত করে ডিফেন্স কাউন্সিল নিয়োগ করতে পারেন।

৭ সেপ্টেম্বর ৭১ এ. কে. ব্রোহী এবং তিনজন সহকারী মোহাম্মদ গোলাম আলী মেনন, আকবর মীর্জা এবং গোলাম হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং সাক্ষীগণের জেরা শুরু হয়। প্রসিকিউশন এ পর্যন্ত ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে যা দ্বারা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রুজু করা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। শেখ মুজিবের পক্ষে এ. কে. ব্রোহী আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। যথাসময়ে জনগণকে এই বিচার কার্য সম্পর্কে জানানো হবে এবং বিচার কার্যের কী অগ্রগতি হচ্ছে তাও জানানো হবে।

জনসাধারণকে স্বীয় আগ্রহে এই বিচার কাজ সম্পর্কে কোন প্রকার করা মন্তব্য, গুজব বা গোপনীয়তা ভঙ্গ না হয় তার জন্য জনগণকে বিরত থাকতে বলা হয়- যাতে বিচার কাজ বা মানসিকতা যা বিচার কার্যে ক্ষতি করতে না পারে।[১১]

ক্যামেরা ট্রায়াল

১ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ল'মন্ডে পত্রিকার সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। বিখ্যাত পত্রিকা ল'মন্ডে পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেন, শেখ মুজিবের বিচার যথারীতি চলছে। ইয়াহিয়া খান বলেন তার (শেখ মুজিব) জন্য একজন ভালো আইনজীবী নিয়োগের ব্যাপারে আমি আগ্রহী। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি যেখানে জড়িত সেখানে ক্যামেরা ট্রায়াল অভাবিত কিছু নয়। যখন ট্রায়াল শেষ হবে এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুকূল প্রতীয়মান হবে তখন নিকট ভবিষ্যতে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমি প্রকাশ করব। প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এটা সত্যি কিনা যে, আপনার সঙ্গে শেখ মুজিবের পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে আলোচনা চলছে? প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি আবারও বলছি, আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না- যে পর্যন্ত কোর্ট মার্শাল বিচার করে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ না করে। এটা তার উপর বর্তাবে সে পাকিস্তানে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে কিনা তা তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে।"

১৫ সেপ্টেম্বর ৭১ পাকিস্তানের সামরিক ডিটেক্টর জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিগত পাঁচ মাসের নিষ্ঠুর নীরবতা ভঙ্গ করে বলেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচার কাজের জন্য ক্যাঙ্গারু কোর্ট গঠন করা হয়েছে। যদি ইয়াহিয়া খান আইনের প্রতি আন্তরিক হয় তাহলে কেন তিনি শেখ মুজিবের ইচ্ছানুযায়ী আইনজীবী দিচ্ছেন না। পৃথিবীর যে কোনো অংশ থেকে কেন এই আইনজীবী নিয়োগ দিতে দিচ্ছেন না, এটা কি ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নয় কি, আইনে একজন সাধারণ নাগরিকও মৌলিক অধিকার একজন যথাপোযুক্ত আইনজীবী পেয়ে থাকেন, যেখানে শেখ মুজিবকে কেন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? এটা কি ন্যায় বিচারের সঙ্গে প্রহসন নয়?

মৌলিক প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিব কখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন? সমগ্র দেশবাসী যথাযথভাবেই অবগত আছেন যে, ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে ৩০০ এটি আসনের মধ্যে শেখ মুজিব ১৬৭ টি আসে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন যার ভিত্তি ছিলো ছয়দফা কর্মসূচী। ৬ দফা কর্মসূচীকে সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্বাচন-পূর্ব বা নির্বাচন-উত্তর সময়ে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন? পক্ষান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রকাশ্য মন্তব্য করেছিলেন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে ছয় দফাকে কেন একোমেডেট করা যাবে না? আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ১৪ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উলে-খ করেন। এমন কি ঘটনা ঘটলো এই অবস্থার বিপরীতে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাতারাতি পাকিস্তানের শত্রু বানানো হলো। কেন? এই অবস্থায় ডিগবাজী ও স্বেচ্ছাচারীভাবে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ আহূত জাতীয় সংসদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করে। তাকে জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার অধিকার কে দিয়েছিলো? রাজনৈতিকভাবে বা আইনানুগভাবে কে তাকে স্বৈরাচারী এই কু'দেতা অনুষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছিলো? অথবা জনগণের বা জনমতের রায় কি এর পক্ষে ছিলো? ইয়াহিয়া খানের ১ মার্চ সংসদ স্থগিতের ঘোষণা বর্তমানে সংকটের অন্তর্নিহিত কারণ। ঘটনা প্রবাহকে আরো ভয়ানক করে তোলার লক্ষ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-এ্যাডমিরাল এস. এম. আহসানকে সরিয়ে পাঞ্জাবের কসাই টিক্কা খানকে গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ত্রিশ হাজার থেকে আশি হাজার সৈন্য বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জনগণকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলো। বিমানে আনা সেনাবাহিনীর আগমনের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে ভীতিপ্রদ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো। সবকিছু নির্দেশনা প্রমাণ করে নিষ্ঠুর আক্রমণ আসন্ন। সামরিক বাহিনীর উপর আস্থাহীনতা ও তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে জনগণ সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে ২ মার্চ থেকে জঙ্গী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকা, চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী নিষ্ঠুরভাবে কমপক্ষে কয়েশত লোককে হত্যা করে। শেখ মুজিব যখন সামরিক বাহিনী কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ সারা দেশব্যাপী আক্ষেপে ফেটে পড়ছিলো সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান উগ্রপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি। তিনি অবিলম্বে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাষ্ট্রযন্ত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী শ্রেণী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশমত পরিচালিত হচ্ছিলো। ৭ মার্চ জনগণকে কতিপয় নির্দেশ প্রদান করেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলার জন্য ঢাকায় আসেন। এ সময় যা যা গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নির্দেশ দেন ইয়াহিয়া খান তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণা করেন নি কেন?

বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে শেখ মুজিবুর জনগণের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতায় কীভাবে ২৫ মার্চ তারিখ পর্যন্ত ডি-ফ্যাক্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আলোচনার অন্তরালে ভয়ঙ্কর ও আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান তখন শাসনতান্ত্রিক বিষয় চূড়ান্তকরণে ব্যস্ত ছিল।

হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাত্রে আলোচনা ভেঙে দেন। কোনো কথা না বলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং জেনারেল টিক্কা খানকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সর্বাত্মক সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। সকল বিদেশী সাংবাদিকদের আটকে রাখা হয়, তাদের সংবাদ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে কিছু জানতে পারে সামরিক অভিযানের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপ্তি কী ভয়াবহ ছিলো। প্রায় দশ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয় এবং ৭০ লক্ষ লোক তাড়িয়ে প্রতিবেশী ভারতে রিফুজি হিসেবে পাঠানো হয়।

তাহলে শেখ মুজিব কীভাবে 'যুদ্ধ পরিচালনা' করেছেন? ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচন হতে ১৯৭১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত কী ঘটেছিল সকলেই তা দেখতে পারেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সার্বিক সামরিক আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিলো। তাহলে কে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো? যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনী নিরীহ ও অসহায় জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কারণ তাদের একমাত্র অপরাধ ছিলো তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলো। দেশদ্রোহীতার অভিযোগে ইয়াহিয়া খান ও তার সামরিক বাহিনীর বিচার হওয়া উচিত। যদিও শেখ মুজিবকে এখন গোপনীয়ভাবে ক্যামেরা ট্রায়াল করা হচ্ছে কিন্তু সভ্যসমাজ মনে করে ট্রায়াল হওয়া উচিত ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে। জনমত সেভাবেই কথা বলবে। বিশ্বজনমত সামরিক জান্তার এই মানবতা বিরোধী অপরাধকে কোনক্রমেই কার্যকর হতে দেবে না।

শেখ মুজিবের যদি দৈহিক বা যে কোনভাবে ক্ষতি করা হয় তা হলে তা প্রতিশোধবিহীন হবে না। ইয়াহিয়া খানের মনে করা উচিৎ বাঙালিরা এই যুদ্ধকে প্রতিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনে ইয়াহিয়ার চৌদ্দ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ চলবে।

আমাকে বা আমার কলিগদের গ্রেফতার করা হতো

২৪ মে ১৯৭১ করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, ২৬ মার্চ সামরিক বাহিনী এ্যাকশনে না গেলে আমাদের গ্রেফতার করা হতো।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিব সম্পর্কে বলেন, পাকিস্তান সরকার যেরূপ যথাযথ মনে করবে তার সঙ্গে সে রকমই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা বিদেশী সাংবাদিকদের (২৫ মার্চ) তাদের অবস্থান থেকে বের হতে দেই নি এই কারণে যে, বাইরে আসলে তারা বিপদে পড়তে পারে। প্রেসিডেন্ট বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগিদের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর, ঢাকা বিমান বন্দর এবং আমাকে ও আমার কলিগদের যারা এখানে আছি তাদের গ্রেফতার করা। তিনি বলেন, কিন্তু শেখ মুজিব ভুলে গিয়েছিল যে, আমার সেনাবাহিনী অতিদ্রুত আঘাত হানতে এবং যাতায়াত করতে সক্ষম। প্রেসিডেন্ট বলেন, ৬ দফা ছিল পাকিস্তান কনসেপ্ট-এর বিরুদ্ধে। তারপরও শেখ মুজিবের কথায় আমরা বিশ্বাস করেছিলাম হয়তো ৬ দফা নমনীয় করা যাবে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশ নাম থাকার ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি

নেই। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ডতার বাইরে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কোন দিনই তিনি মেনে নিবেন না। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শেখ মুজিবকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মত বড় পদ অফার করেছিলেন। কিন্তু তিনি উৎসাহিত ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট বলেন, শেখ মুজিব দুটো এ্যাসেম্বলি, দুটো শাসনতন্ত্র এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন। শেখ মুজিব তার নিকট পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা দাবি করেছিলেন, যাতে তিনি পূর্বাংশ আইনানুগভাবে পৃথক করতে পারেন। "He (Sheikh Mujib) asked me to hand over power to him in East Pakistan so that he could legalise the separation of the Estern wing." When he did not succeed in that he wanted to do it by violance 'which I stopped'." "যখন তিনি এ বিষয়ে সফল হলেন না তখন ভায়োলেন্সের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে চেয়েছিলেন যা আমি প্রতিরোধ করি"। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পার্লামেন্টারি গ্রুপের সঙ্গে মুজিব যা চাচ্ছিলেন সে বিষয়ে আলাপ করলে তারা একমত হননি। আমি মুজিবকে সম্মত করার ব্যাপারে তাদেরকে মুজিবের নিকট প্রেরণ করি কিন্তু তারা দু'ঘন্টা মধ্যে ফিরে এসে আমাকে বলেন যে, মুজিব তাদের সাথে একমত নন।[১২]

মুজিবের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি

জাতির উদ্দেশে ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বলেন, ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি শেখ মুজিব এবং তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে ঢাকায় বহুবার বৈঠকে মিলিত হয়েছি। যখন তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তাঁর অন্তরালে তিনি এবং তার অনুসারিরা গোপনীয়ভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে আলোচনা চাচ্ছিলেন না বরং আমার কাছ থেকে যে কোনোভাবে একটি "প্রক্লেমেশন" চাচ্ছিলেন যার দ্বারা জাতীয় সংসদকে দুটি গণপরিষদে বিভক্ত করা যায়, একটি কনফেডারেশন জন্ম দেয়া যায় এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সম্পূর্ণভাবে দেশকে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি আশা করেছিলেন একটি পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সৃষ্টি করা। এভাবে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।[১৩]

সশস্ত্র বিদ্রোহের উস্কানী

৫ আগস্ট ১৯৭১। পাকিস্তান টেলিভিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। তিনি বলেন, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দেশের আইনানুযায়ী তাঁর বিচার কার্য চলবে। শেখ মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটবে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের নির্বাচনের দাবি থেকে সরে এসেছিলেন। নির্বাচনে গণম্যান্ডেট পাওয়ার পর তিনি এবং তাঁর লোকজনের মধ্যে একটা কোটারী পূর্বের অবস্থা

থেকে সরে এসে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। অন্য কথায় বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহিতা, প্রকাশ্য বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের উস্কানি দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, শেখ মুজিব কোনোভাবেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি নন। তিনি কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার। রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তার কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু এখন পরিষ্কার যে রাজনৈতিকভাবে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁর বসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো না। সৈনিক হিসেবে তার সাময়িক দায়িত্ব হল জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। প্রেসিডেন্ট বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান যা করেছেন তার জন্য অন্যান্য অপরাধীদের যে ধরনের শাস্তি হয়ে থাকে তিনি সেই রকম শাস্তি ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট বিদেশী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "How would you treat your criminal?"[১৪]

২১ অক্টোবর ১৯৭১

শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯ অক্টোবর প্যারিসের 'লি'মন্ডে' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনরূপ আপোসের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হচ্ছে। পাকিস্তানের সেরা আইনজীবী কর্তৃক তাঁর পক্ষ অবলম্বন এবং গোপনে বিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি সম্মতি দিয়েছি। দেশের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হলে সেক্ষেত্রে এধরনের গোপনে বিচার অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নয়। বিচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে হলে তখন আমি এর সকল বিবরণী খুব শীঘ্রই প্রকাশ করব। দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশে তাঁর এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে, তা সত্য কিনা জিজ্ঞাসিত হলে প্রেসিডেন্ট বলেন : বিচার অনুষ্ঠানের ভার প্রদত্ত সামরিক আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত না হলে আমি একজন বিদ্রোহীর সাথে পুনর্বার আলোচনা করব না। সর্বোপরি তিনি যে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন নি, তা প্রমাণ করার বিষয়টি তাঁর উপরই নির্ভর করছে।[১৫]

৩ নভেম্বর ১৯৭১

মুক্তি দিলে তাঁকে মেরে ফেলবে

নিউইয়র্ক, ২ নভেম্বর (এএফপি)। প্রেসিডেন্ট এ. এম. ইয়াহিয়া খান বলেছেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এবং চীন তার (পাকিস্তান) সশস্ত্র বাহিনীকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে। তিনি বলেছেন, জাতি তার মুক্তি দাবি করলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবেন। নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রতিনিধির সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট এসব কথা বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেন, যুদ্ধ (ভারতের সাথে) যে আসন্ন আপনাকে একথা না বলার কোন কারণ নেই। কেননা তা

আসন্ন। ভারতীয়রা আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরুই করে দিয়েছে। সার্বিক মোকাবিলা হচ্ছে না, কারণ আমরা পাল্টা আঘাত হানছি না। তিনি বলেন, উত্তপ্ত পরিস্থিতির আরো সম্প্রসারণ ঘটুক তা তিনি চান না। তবে একটা এলাকা দখল করে সেখানে ক্রীড়নক বাংলাদেশ সরকারকে বসানোর জন্য ভারত যদি উত্তেজনার প্রসার ঘটায় সেটা হবে যুদ্ধ। আর অবস্থা যদি তাই দাঁড়ায় চীন পাকিস্তানের উপর আক্রমণ সহ্য করবে না। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাবো। পূর্ব পাকিস্তানের দাবি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করছি। ২০ ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র জারী করা হবে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও কর ধার্যের বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। শেখ মুজিব প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, মুজিব যদি এখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান তাঁর লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেলবে। কেননা, তারা তাদের সকল দুর্ভোগের জন্য তাকেই দায়ী করছে। খেয়ালের বশে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি না। তবে জাতি যদি তার মুক্তি চায়- আমি তাকে মুক্তি দেবো।[১৬]

মুজিব এখনো ট্রাম-কার্ড

সিআইএ পরিচালক হেলমস ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ (বাংলাদেশ সময় ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে) ওয়াশিংটনে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে তথ্য দেন যে, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৭ মার্চ দুপুরে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব দিলি-তে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিংকে তলব করেন এবং বলেন, তিনি কিছুক্ষণ আগেই রেডিও পাকিস্তানে শুনলেন, মুজিবকে আটক করা হয়েছে। ৩১ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্ট ক্লিমেন্টে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠক বসে। বৈঠকে কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন- মুজিব কোথায়? জবাবে সিআইএর ডেভিড বি- বলেন, তাকে আটক করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে। সম্ভবত কোয়েটায়। ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান, মুজিবকে হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। ১৩ মে, ১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা চিঠিতে উলে-খ করেন, "সকল রাজনৈতিক দলসহ ভারতীয় জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার পাঠানো যে কোনো বার্তা আমাদের ভরসা দেবে।" ২২ মে, ১৯৭১ করাচিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি মনে করেন, শেখ মুজিব মহা অপরাধ করেছেন। সামরিক আদালতে তার বিচার হবে। তবে তার বিচার হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রদূত উলে-খ করেন, আমি এ পর্যায়ে বললাম, একজন আইনজীবী হিসেবে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছে মুজিব ইতোমধ্যেই 'প্রিজাজ্ড'। তাছাড়া শেখ মুজিবের প্রতি রয়েছে ব্যাপক মাত্রায় আন্তর্জাতিক সহানুভূতি। সুতরাং তাকে দণ্ড দেয়ার মতো একটি বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উচিত হবে, বিশ্ব জনমতকে গুরুত্ব দেয়া। আমার এ কথা শুনে ইয়াহিয়া হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তবে তার অভিব্যক্তি যে নেতিবাচক ছিল তা-ও নয়। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, বিষয়টি ভেবে দেখবেন। ১৪ জুন, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি

কাউন্সিলের হেরাল্ড স্যান্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন কিসিঞ্জারকে ধারণা দেন যে, ভারতীয়রা আশা করে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে ইয়াহিয়ার উচিত হবে মুজিবকে মুক্তি দেয়া। তাদের মতে শুধু এক মুজিবকে ছেড়ে দিলে উদ্বাস্তু প্রত্যাগমনে বিদ্যুৎ গতির প্রভাব পড়বে। ২৮ জুন, ১৯৭১ পাকিস্তান সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বাস্তু ও অভিবাসন-বিষয়ক বিশেষ সহকারী এল. কিলগকে ইয়াহিয়া বলেন, মিসেস গান্ধী মুজিবের সঙ্গে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে বর্তমান সংকটের সৃষ্টি করেছেন। ৭ জুলাই, ১৯৭১ দিলি-তে মুজিবকে বাদ দিয়ে সমাধান-সংক্রান্ত কিসিঞ্জার উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাব ইন্দিরা গান্ধী এড়িয়ে যান। এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং কিসিঞ্জারকে বলেন, ২৮ জুন মুজিবের ব্যাপারে ইয়াহিয়া যে মন্তব্য করেছেন তা পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক নয়। মি. সিং অবশ্য পরে একান্ত বৈঠকে উলে-খ করেন যে, মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করেই সমঝোতায় পৌঁছাতে ভারতের কোনো চাপ নেই। দিলি- শুধু এটুকু দেখতে চায় যে, সমাধানটি বেসামরিক ও অসাম্প্রদায়িক। এটা যেন হিন্দুবিরোধী না হয়। ১২ জুলাই, ১৯৭১ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রণীত পর্যালোচনামূলক এক দলিলে উলে-খ করা হয় যে, আমরা ইয়াহিয়াকে এটা স্পষ্ট করতে পারি যে, আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল, যার জনপ্রিয় ভিত্তি রয়েছে এবং মুজিবই একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতায় বাঙালিদের রাজি করাতে সক্ষম। ২৩ জুলাই ১৯৭১ ওয়াশিংটনে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি যোশেফ সিসকো উলে-খ করেন যে, মুজিবের যাতে বিচার না হয়, সে ব্যাপারে আমরা কতটা কী করতে পারি তা খতিয়ে দেখা উচিত। আমি এ নিয়ে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হিলালীর সঙ্গে কথা বলবো। এর আগের দিন ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস এক টেলিগ্রাম বার্তায় উলে-খ করে যে, আমরা এ মর্মে গুজব শুনছি যে, সামরিক আইন প্রশাসন শেখ মুজিবের গোপন বিচারের তোড়জোড় চালাচ্ছে। উলে-খ্য, এ সময়টাতে কলকাতায় মোশতাক-কাইউমের সঙ্গে মার্কিন মিশনের কথাবার্তা চলছিল মার্কিন নথিপত্র অনুযায়ী এই আলোচনার সব পর্যায়ে উলে-খ করা হয়, যে কোনো আলোচনা ও সমঝোতায় মুজিবকে রাখতেই হবে। ১১ আগস্ট, ১৯৭১ ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা নিক্সনকে লেখা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত বার্তা পৌঁছে দেন। এতে উলে-খ করা হয়, 'ভারতের সরকার, জনসাধারণ, সংবাদপত্র ও পার্লামেন্ট কোনো প্রকারের বিদেশী আইনি সহায়তা ছাড়াই শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রশ্নে ইয়াহিয়ার কথিত বিবৃতিতে দারুণভাবে বিচলিত বোধ করছে। আমাদের আশঙ্কা তথাকথিত এই বিচার শেখ মুজিবের ফাঁসির দণ্ডের প্রচার কার্যেই ব্যবহার করা হবে। এতে পূর্ববাংলার পরিস্থিতি আরো নাজুক হবে। ভারতেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়বেন। কারণ মুজিবের প্রতি রয়েছে আমাদের জনগণ ও সকল রাজনৈতিক দলের তীব্র অনুভূতি। আমরা এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃহত্তর স্বার্থে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর আপনার প্রভাব বিস্তারের জন্য আবেদন জানাই।'

২২ জুলাই সৈয়দ নজরুল ইসলামও নিক্সনের কাছে এক টেলিগ্রাম বার্তায় মুজিবের বিচার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ কামনার আহ্বান জানান। ১১ আগস্ট, ১৯৭১ নিক্সনের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো অভিমত দেন

যে, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমাধানে আমাদের যে কোনো ব-ুপ্রিন্ট নেই তা জানিয়ে দিয়েও আমরা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারি। তবে একটা সুপারিশ আমরা রাখতে পারি যে, পাকিস্তানীরা যেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করে। নিক্সন মন্তব্য করেন, আমরা সাহায্য বন্ধ করিনি। ইয়াহিয়ার সঙ্গেও রয়েছে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। সুতরাং তিনি যদি পুরোপুরি ফাঁদে না পড়েন তাহলে এ কথায় তিনি হয়তো সায় দেবেন। ইয়াহিয়া মনে করেন, ফারল্যান্ড তার বন্ধু। 'মুজিবকে হত্যা করো না'—এমন সুপারিশ ইয়াহিয়ার কাছে ফারল্যান্ড রাখতে পারেন। নিক্সন আরো মন্তব্য করেন, আমাদের উচিত হবে, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে জনসমক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা। তবে ঘরোয়াভাবে আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলতে পারি, মুজিবকে তার হত্যা করা উচিত হবে না। ১৭ আগস্ট ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে জন এন আরউইন উলে-খ করেন যে, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলে তা পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে।

কিসিঞ্জার : আমরা কি জানতে পারি, বিচার নিয়ে কী চলছে?

অ্যাডমিরাল থমাস এইচ মুরার : আশা করা হচ্ছে দুমাস লাগব।

হেলমস : অক্টোবর পর্যন্ত।

আরউইন : ভারতকে আমরা সংযত থাকতে এবং ভয় দেখাতে পারি। ভারতীয়রা যেসব কারণে অগ্রসর হতে পারে তার মধ্যে কিছু সামরিক ঘটনা, একটি দুর্ভিক্ষ অথবা মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

২০ আগস্ট, ১৯৭১ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিতে টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার। ফারল্যান্ড লিখেছেন, 'আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমার সঙ্গে একাকী কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ১৯ আগস্ট ১৯৭১ তার সঙ্গে কথা বলার এমন একটা সুযোগ এলো। আমি তাকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে বললাম- দেখুন, আমি আপনাকে এখন একটা কথা বলতে চাই যা একান্তভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু আমি খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, এই বিষয়টির সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে কার্যত মানবিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের সহায়তা যার সঙ্গে আমার সরকার সম্পৃক্ত রয়েছে, তাকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও এর সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যারও সম্পর্ক রয়েছে, যা কিনা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক চেহারা পেয়েছে। আমি ইয়াহিয়াকে বললাম, বিশ্বের সব না হলেও অধিকাংশ জাতি অধীর আগ্রহে এবং উদ্বেগের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে। আর সবাই না হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কিন্তু সেই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করছে এবং তারা সে কারণে উদ্বিগ্ন।

১১ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ওয়াশিংটনের নিযুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত হিলালীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে যে উদ্বেগ তা তিনি তাকে অবহিত করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। হিলালী বলেছেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উদ্বেগ সম্পর্কে ইসলামাবাদের কাছে রিপোর্ট করবেন। এই বিষয়টি ২৪ আগস্ট নিক্সনকে দেয়া কিসিঞ্জারের এক স্মারকে

উলে-খিত হয়েছে। ফারল্যান্ডের বর্ণনায়, আমি বিষয়টির ইতি টানলাম এই বলে যে, একজন বন্ধু হিসেবে আপনাকে এ কথাটা না জানিয়ে পারলাম না; আমার সুপারিশ হচ্ছে, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন না। এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হলে, আমার বিশ্বাস, এটা তার সরকারের যেমন, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, তিনি আমাকে এবং আমার সরকারের উচ্চ পর্যায়কে আশ্বস্ত করতে চান। তিনি ইঙ্গিত দেন, এ প্রসঙ্গে আমার উদ্বেগের ভিত্তি নেই। তার কথায়, মুজিবের বিচার যাতে সুষ্ঠু হয়, সেজন্য ভাবনার কারণ নেই। তিনি পাকিস্তানের যোগ্যতম আইনজীবী এ কে ব্রোহীকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে পেয়েছেন। মিলিটারি ট্রাইবুনালকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুজিবের বিচার অবশ্যই সর্বোচ্চ সতকর্তার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। কোনো প্রকার পক্ষপাত অথবা আগাম ধারণার বশবর্তী হলে চলবে না এবং রায় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো হোক না কেন, তার রেকর্ড অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ হতে হবে। ইয়াহিয়া আরো উলে-খ করেন যে, যে অভিযোগে বিচারকার্য চলছে তাতে মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনাই বেশি। তবে এ ব্যাপারে তার একটি পরিকল্পনা আছে। মুজিবের যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে তার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার একটি আবেদন জানানো হবে। আর সেক্ষেত্রে তিনি আবেদন মঞ্জুর করবেন। ইয়াহিয়া বলেন, আমি যখন মুজিবের তরফে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনটি পাবো তখন সিদ্ধান্ত নেবো না। ভাবনা-চিন্তার কথা বলে কাটিয়ে দেবো কয়েক মাস। বেসামরিক সরকার বসানোর আগ পর্যন্ত আমি এভাবেই কালক্ষেপণ করতে চাই। আর যখন মুজিবকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রশ্নটি বেসামরিক সরকারের এজেন্ডা হবে তখন তার মৃত্যুদণ্ড লাভের তেমন কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

আমি প্রেসিডেন্টের কথা শুনে এ প্রসঙ্গে যবনিকাপাত ঘটালাম এই বলে যে, আপনি যা বলেছেন, সেটা ভালোই। তবে এই সমস্যার সমাধানে আপনি অধিকতর বিবেচনা করবেন বলে আমি আশা করি। জবাবে ইয়াহিয়া বলেন আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি কারো মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করতে যাচ্ছি না, যদিও তিনি একজন বিশ্বাসঘাতকও হয়ে থাকেন। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের বিচার প্রশ্নে ফারল্যান্ড আবারও কথা বললেন। ফারল্যান্ড সংবাদপত্রের রিপোর্টের বরাত দিয়ে জানতে চান যে, মুজিবের বিচার শেষ হয়েছে কি না? ট্রাইবুনাল কি ইয়াহিয়ার কাছে সুপারিশ পেশ করেছে? ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছেন, বিচার চলছে। তবে তার ইচ্ছা রয়েছে, এই বিচারের পূর্ণ বিবরণ তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে বিচার অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ফারল্যান্ড জানতে চান, বিচারের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তিনি কি মুজিবকে ট্রাম কার্ড হিসেবে আগের মতোই গণ্য করার কথা বিবেচনায় রেখেছেন? ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দেন, এই সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি ভেবে দেখবেন। তবে তিনি এ কথা উলে-খ করেন যে, মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সাক্ষ্যপ্রমাণ এতই অকাট্য যে, তাকে মুক্তি দেয়া হলে পশ্চিম পাকিস্তনে তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়ানক।

৩১ আগস্ট মুজিবের বিচার প্রশ্নে আরেকটি নির্দিষ্ট টেলিগ্রাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয় 'ভারতীয়রা যেহেতু মুজিবের বিচার প্রশ্নে আমাদের কাছ থেকে লিখিত কোনো উত্তর চাইতে পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত কিটিং প্রেসিডেন্টের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব কাউলকে একটা মৌখিক বক্তব্য জানিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্রদূত এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন : 'প্রেসিডেন্ট মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বার্তা গ্রহণ করেছেন এবং যত্নের সঙ্গে তা বিবেচনায় নিয়েছেন। মুজিবের বিচার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আগ্রহ রয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স মুজিবের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রশ্নে আমাদের উদ্বেগ পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতের যে কোনো উপযুক্ত সুযোগ উপলক্ষে আমরা আমাদের এই উদ্বেগ জানানো অব্যাহত রাখতে চাই, এটা শুধু মানবিক কারণে নয়, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, মুজিবের বিচার এবং তার সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ'।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললেন, সিনেটর কেনেডি আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তার আশঙ্কা মুজিবরকে সম্ভবত ইতোমধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। আপনাদের কী মনে হয় এটা সম্ভব?

সিসকো : ইয়াহিয়া রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে নির্দিষ্টভাবে বলেছেন, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না।

হেলমস : মুজিব মৃত এই গুজবের স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই।

কিসিঞ্জার : আমি এটা কেনেডিকে বলেছি এবং তিনি জানতে চেয়েছেন, তার কোনো ছবি কেন ছাপা হচ্ছে না। আমরা কি আসলেই নিশ্চিত যে মুজিব বেঁচে আছেন?

উইলিয়ামস : এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, তিনি বেঁচে থাকবেন না, আর তারা একটা বিচারের কথা ঘোষণা করবে, আরো বলবে মুজিবের জন্য খ্যাতিমান আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।

কিসিঞ্জার : আমি কিন্তু কল্পনাও করতে পানি না যে মুজিব মৃত।

উইলিয়ামস : তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলো মুজিবের বিচার করা হবে। মৃত মুজিবের চেয়ে তাদের কাছে জীবিত মুজিবের অনেক মূল্য।

৭ অক্টোবর, ১৯৭১ স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে সিআইএ পরিচালক হেলমস বলেন, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করেছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্র বলেছে, মুজিবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া এই দণ্ড সমুন্নত, হ্রাস কিংবা ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে আসলেই কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তা এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে। জনসন মন্তব্য করেন, মুজিবুর এখনো সমঝোতার চাবি। ইয়াহিয়া যদি তাকে মুক্তি দেন এবং তার সঙ্গেই যদি একটা আপোসে আসেন... কিসিঞ্জার তার কথা লুফে নিয়ে দ্রুত বললেন- আমি মনে করি এটা অসম্ভব। এমন কিছুর জন্য ইয়াহিয়াকে শতকরা একশ ভাগ বদলাতে হবে। গত জুলাইতে আমি তাকে যা দেখলাম!

জনসন : আমি একমত যে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি।

ভ্যান হোলেন : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সম্প্রতি ইয়াহিয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, তিনি মুজিবের সঙ্গে একটি ডিল করবেন এবং মজার ব্যাপার হলো এ কথা শুনে ইয়াহিয়া তার স্বাভাবিক নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। এটা হয়তো ইঙ্গিতপূর্ণ যে, তারা মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার পরিকল্পনা করেছেন। তবে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ না পেলে এটা ভীষণভাবে অনুমান নির্ভরই থেকে যাবে।

হেলমস : মিসেস গান্ধী তার একটি দীর্ঘ তালিকা সোভিয়েতের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তিনি তাদের বলেছেন, মুজিবের জন্য সহায়ক একটি উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করতে। লক্ষ্যণীয় পরবর্তী পদক্ষেপে সোভিয়েত সেই পথ বের করেছিলো।

তৃতীয় অধ্যায়

পালাবে কোথায়? রুদ্ধ হবে সব পথ

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়

১৩ আগস্ট ১৯৭১।

৩০ জুলাই জয়বাংলা পত্রিকায় শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গ উলে-খ করে বলে, "তাকে বিচার করার অধিকার তাদের নেই। জবরদস্তি করে এই প্রহসন করলে বাংলাদেশের মানুষ তাতে বরদাস্ত করবে না।"

এ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব এবং অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করে।

একই পত্রিকার ২৭ আগস্ট সংখ্যায় ইয়াহিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে ইয়াহিয়ার বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, "শেখ মুজিবকে রেহাই দেয়া হবে না। পরবর্তীকালে একই কণ্ঠ ঘোষণা করেছে বিচারে শেখ মুজিবের প্রাণদণ্ড হতে পারে।"

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "বিশ্ব জনতার আদালতে শেখ মুজিব একটি মাত্র অপরাধ করেছেন এবং তা হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির সাথে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, ছয় দফার সাথে বেঈমানী করে প্রধানমন্ত্রী পদকে বড় করে দেখেননি। এই অপরাধে যদি শেখ মুজিবের বিচার হয় তাহলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকেও বিচারের কাঠগড়ায় উঠতে হবে। কারণ শেখ মুজিব আজ ব্যক্তি নন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নাম শেখ মুজিব। মুজিব মানে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কণ্ঠ, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির আবেগ। ক্ষমতাদর্পী সেনারা একটি জাতিকে কি নিশ্চিহ্ন করতে পারবে?"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ২৪ বছরে শেখ মুজিবের উপর জেল, জুলুম নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরে বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে আটক মুজিবের মুক্তি প্রসঙ্গে ১৬ আগস্ট 'বাংলাদেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "অতীতের নিয়মতান্ত্রিক অন্দোলনের ফলে আমরা নেতাকে ফিরিয়ে এনেছি। এবারে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অস্ত্রের হুংকারে নেতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের চোখের জলকে করতে হবে বারুদ। দুর্জয় বাংলার মাটি থেকে দুর্বৃত্তদের উৎখাত ও বন্দী করে আমরা বিনিময়ে ছিনিয়ে আনবো পরম প্রিয় নেতাকে।" সম্পাদকীয়র শেষে পত্রিকাটির পক্ষ থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা ব্যক্ত করে বলা হয়, "এই কথা সত্য যে নেতার সামান্যতম ক্ষতি সাধিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে।"

শেখ মুজিবের জীবনরক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন শিরোনামে বাংলাদেশ পত্রিকার ১৬ আগস্ট সংখ্যায় বলা হয়, "আপনি

পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান, যেন তারা তাদের এবং আমাদের দেশকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলার মত কোনো কাজ না করেন। পাক সরকার শেখ মুজিবের কোনো ক্ষতি করলে তার ফল মারাত্মক হবে।"

একই বিষয়ে ২৫ জুলাই 'রণাঙ্গন' পত্রিকায় শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে ইয়াহিয়ার চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়, "বঙ্গবন্ধুর বিচার করে মুক্তিফৌজের শক্তিকে আবেগ আপ্লুত করে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে সে।"

পত্রিকাটি সম্পাদকীয়তে আরো উলে-খ করে, "বিশ্ব জনমতকেও আমরা জানিয়ে দিচ্ছি যদি ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর বিচার করতে চায় তাহলে বাংলার মুক্তিফৌজ এমন জবাব দেবে যাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।"

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র বলে পরিচিত মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকার ২৫ জুলাই সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির এক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, "শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার কোনো অধিকার ইয়াহিয়া চক্রের নাই। পার্টির এক সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়।

সোনার বাংলা পত্রিকার আগস্ট মাসে প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি' শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে ভারতসহ পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ প্রকাশ করে তার মুক্তি দাবি করা হয়।

১২ অক্টোবর বাংলার বাণী পত্রিকার বৈদেশিক বার্তা পরিবেশকের বরাত দিয়ে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়, "বৃটেনের শ্রমিক দলীয় জাতীয় কর্মপরিষদ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে অবিলম্বে পাক সামরিক উৎপীড়নের অবসান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানানো হয়।"[১]

চোখের অশ্রু বারুদ হয়ে আগুন ছড়াবে

বঙ্গবন্ধুর বিচার করবে, একথা প্রচার করেছে ইসলামাবাদের খুনী চক্র। কিন্তু এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ইতিহাসের পথ রোধ করে যারা ক্ষমতার দাপটে উন্মাদ হয়ে ওঠে, বাংলার সরল প্রাণ মানুষ তাদের শায়েস্তা করেছে। আর তাদেরই অধিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু আজ বন্দীদশায় কাল কাটাচ্ছেন জঙ্গীশাহীর কারান্তরালে। কিন্তু তাঁকে বিচার করবার অধিকার তাদের নেই। জবরদস্তি করে এ প্রহসন করলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে বরদাশ্ত্ করবে না। এ উদ্ধত আচরণের সমুচিত জবাব দেবে বাংলার মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশ একটি সত্য। পৃথিবীর মানচিত্রে এ এক সার্বভৌম নব-রাষ্ট্রের নাম। ইতিহাসে এ নাম সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্তের অক্ষরে লেখা চিরভাস্বর। এই দেশের প্রতিটি মানুষের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেশদ্রোহীর অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়, এমন ধৃষ্টতা কার? 'পাকিস্তান' নামের যে দেশটি আজ মৃত, তারই নরপতি ইয়াহিয়া যদি এই দুঃসাহস নিয়ে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে বোকা বানাতে চায় আর বাংলার সার্বিক মুক্তির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামকে করতে চায় দুর্বল তবে জবাবের দিন সমাগত।

জঙ্গী পাক সরকারের হাতে মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানকে জল-াদ অধিপতি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক আদালতে বিচারের হুমকি সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আশু মুক্তির জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, গণচীন, ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের নিকট পৃথক পৃথক তারবার্তা প্রেরণ করে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতিসংঘের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিবৃতিতে বলেন যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার ন্যায় ও আইন সঙ্গত অধিকার আজ জঙ্গী সরকারের নেই।[২]

দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিনিধি

অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার উত্তরণ করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম বৈঠক জুলাই মাসের ৫ ও ৬ তারিখে মুজিবনগরে (শিলিগুড়ি—লেখক) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের লিপ্ত হয়ে বুকের তাজা রক্ত বইয়ে দিয়েছে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে, জাতীয়তাবাদের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সংগ্রামী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ, বিশ্বমানবতা যখন বিবেকের দংশনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সারা বিশ্ব যখন বাংলার নেতৃত্ব, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দিকে এক বিরাট উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তেমনি এক মুহূর্তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কার্যকরী সংসদের ৩৯ জন সদস্য এবং উভয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে ৩৭৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৩৫ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও ২৩৯ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত অথবা গ্রেফতার হয়েছেন এবং কয়েকজন আত্মসমর্পণও করেছেন। আর কেউ কেউ নিজ নিজ এলাকায় থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে হাজির হতে পারেন নি। অবশ্য আরও বেশ কয়েকজন সদস্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই বৈঠক কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করার উদ্দেশে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছিলো। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে, আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের উপর সকল রকম অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে

সর্বস্বান্ত করেছে। আর সর্বশেষে আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচন বাতিল হবে না বলে একটা মস্ত বড় প্রলোভনের টোপ ছেড়েছিলো। কিন্তু এই বৈঠক প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইয়াহিয়ার প্রলোভনের টোপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই যে সংগ্রামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার চিহ্ন আঁকা রয়েছে তাদের চোখে মুখে। তাঁরা এসেছেন রণক্ষেত্রের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সারা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের দুর্জয় সংকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁদের চোখ মুখ চূড়ান্ত বিজয়ের আলোয় উদ্ভাসিত।

এই বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য, ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। ভাবীকালের ঐতিহাসিকেরা যেদিন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখবেন, সেদিন এই মুজিবনগর বৈঠকের গুরুত্ব তার যথার্থ প্রেক্ষিত নিয়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ-সদস্যেরা একটা যুক্ত বৈঠক করেছেন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে হাজির নেই। হানাদার বর্বর ইয়াহিয়া-চক্রের হাতে আজ তিনি বন্দী। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থামেনি, স্বাধীনতার সংগ্রাম পথভ্রষ্ট হয়নি, আওয়ামী লীগের একজন কর্মী অথবা নেতা নীতিভ্রষ্ট হননি, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বরং তারা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মুক্তি সংগ্রাম আরও জোরদার ও সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভের দিনও ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। আর এই সংগ্রাম ও সাফল্যের নিরিখেই এ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিবনগর বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করতে হবে।[৩]

স্বাধীনতা দাবি করে মুজিব অন্যায় করেননি

১৪ জুলাই।

কানাডা সরকারী দলের নেতা জর্জ ল্যাচেনসন শরণার্থীদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আর দেশে ফিরে যাবে না?" "হ্যাঁ যাবো, যদি মুজিব আমাদের ডাক দেয়। সবার মুখে একই উত্তর।" আবেগাপ্লুত কানাডার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা মি. এন্ড্রু ব্রেউইন, কনজারভেটিভ দলের নেতা মি. হীত ম্যাকোয়ারি ও লিবারাল পার্টির নেতা মি. জর্জ ল্যাচেনস বলে ওঠেন : পাকিস্তানে গিয়ে আমাদের প্রধান কাজ হবে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি তোলা।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেউ যদি স্বাধীনতার দাবি করে তাহলে সে কিছু অন্যায় করেনি। কানাডার এমন গণতান্ত্রিক দল আছে যারা কুইবেকের স্বাধীনতার দাবি তুলেছে। তাদের বিচ্ছিন্নতাকামী বলে তো জেলে পোরা হয়নি। কিংবা তাদের দেশদ্রোহী বানিয়ে পৃথিবীর সামনে হেয় করবারও কোন চেষ্টা হয়নি।[৪]

স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান

ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানান হয়।[৫]

কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, চরম অত্যাচার চালিয়েও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমন করতে না পেরে ইয়াহিয়া খান এখন বাঙালির প্রিয় নেতা মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে উদ্যত। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং শেখ মুজিবুরের মুক্তি দাবি করছে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়া খানকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

জেগে ওঠো বিশ্ব

১৬ আগস্ট ১৯৭১।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যামেরা ট্রায়াল বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়। "Wake Up World." নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার দল সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৭টি আসন পেয়ে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ইয়াহিয়া খানও ঘোষণা করেন মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। যা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এরপর কি ঘটল?

১. ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা তার জন্য সম্পূর্ণ দাবি।
২. নিরীহ বাঙালি জাতির উপর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ।
৩. হাজার হাজার লোককে হত্যা আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, তাদের বিতাড়িত করে।
৪. কয়েক কোটি ছিন্নমূল মানুষ নিজ দেশে পরবাসী।
৫. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

তাছাড়াও সামরিক জান্তা যুদ্ধ ঘোষণার কথিত অভিযোগ এবং সেই অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্যামেরা ট্রায়ালের ঘোষণা দেয়। এটা শুধু একজন নেতার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচার প্রহসন নয়, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে বিচার। একে কি গণতান্ত্রিকভাবে আইনানুগ বিচার বলা যাবে?

পৃথিবী কি এহেন জঘন্য অপরাধ চেয়ে চেয়ে দেখবে?
এখন সময় এসেছে পদক্ষেপে নেবার।

আগস্ট মাসে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে লন্ডনে মিটিং, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ আগস্ট লন্ডনের বিভিন্ন সম্পাদকদের এ.এল.ও.বি. সংগঠন থেকে

পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত। পত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার, বঙ্গবন্ধুর উপর পাকিস্তান সামরিক জান্তার নির্মম অত্যাচার, গণহত্যার এবং শেখ মুজিবকে হত্যা করে কীভাবে তাকে কবর দেয়া হবে তার বিবরণ প্রকাশ করে। সামরিক ঘোষণায় বলা হয়, রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তাকে হত্যা করা হবে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মীয় আইনশাসন মোতাবেক তাকে দাফন করা হয়নি- কেননা সে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী। ১১০° ডিগ্রী গরমে তার দেহ পচন ধরায় অবিলম্বে তাঁকে পুতে ফেলা হয়েছে কোনো এক নির্জন জায়গায়।[৬] এটি ছিলো নিছক গুজব। কিন্তু সেই গুজবের প্রতিক্রিয়া কী ছিলো দেখা যাক : 'বন্দী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে', সি. আই. এ. প্রধান উইলিয়াম সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের মিটিং-এ বলেছিলেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে বা অবিলম্বে হত্যা করা হবে।

কিসিঞ্জার বলেন, আমি ভাবতেই পারি না মুজিব মৃত।

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউম মুজিব জীবিত কিনা তা জানার জন্য ইসলামাবাদে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফারল্যান্ড যিনি ইয়াহিয়া খানের বন্ধু তাকে নির্দেশ দেয়া হয় মুজিব জীবিত কিনা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তা জানতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তার আশংকা করে ২৪ টি রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পত্র লিখে বন্দী মুজিবের জীবন বাঁচাতে প্রভাব খাটানোর অনুরোধ জানান। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বন্দী শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইয়াহিয়া খানকে সর্তক করে দেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে অবিলম্বে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সামরিক জান্তার মধ্যে এ নিয়ে মতভেদের কারণে এবং বিশ্বজনমতের চাপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রহসনের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। ফলে মুজিবের প্রাণদণ্ড বিলম্বিত হয়।

মুজিব কোন ব্যক্তির নাম নয়

২৭ আগস্ট ১৯৭১।

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার বিচার করার কোন এখতিয়ার ইয়াহিয়ার নেই। কিসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কী অধিকার ইয়াহিয়ার আছে? তাকে এ অধিকার কে দিয়েছে? আমার আইনজীবীর প্রয়োজন নেই। মি. ব্রোহী মামলায় কার পথ অবলম্বন করবেন? শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কি অভিযোগের জবাব তিনি দেবেন এবং কার কোর্টে? শেখ মুজিব একটি মাত্র অপরাধ করেছেন এবং তা হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির সাথে তিনি বিশ্বাঘাতকতা করেন নি। ছয় দফার সাথে বেঈমানী করে প্রধানমন্ত্রীর পদকে বড় করে দেখেন নি। জনতার রক্ত আর অশ্রু গঙ্গার সাথে নিজেকে একাত্ম করে দিতে সূক্ষ্মতর বিলম্ব করেন নি। এই অপরাধে যদি শেখ সাহেবের বিচার হয় তা'হলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকেও বিচারের কাঠগড়ায় উঠাতে হবে। কারণ শেখ মুজিব আজ ব্যক্তি নয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নাম শেখ মুজিব।[৭]

মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাংবাদিক পীড়ন

২৫ জুলাই।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা ঢাকার সাংবাদিকদিগকে পীড়ন করছে। বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, বার্তা পরিবেশক, আলোকচিত্র শিল্পী প্রমুখদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সংক্রান্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর আদায় করা হচ্ছে। কতগুলো দালাল সংবাদপত্র এ ব্যাপারে সোৎসাহে সহযোগিতাও করছে।[৮]

রাজনৈতিক সমাধানে প্রয়োজন বন্দী মুজিবকে

৫ অক্টোবর।

প্রাভদায় প্রকাশিত আফ্রো-এশিয়ান সংহতি কমিটির এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারকে বিচারের নামে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাভদায় একই সঙ্গে বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধান দাবি করা হয়।[৯]

সাক্ষীদের তালিম দেয়া হচ্ছে

৫ অক্টোবর ১৯৭১।

মৃত পাকিস্তানকে কবর খুঁড়ে এতে প্রাণ সঞ্চার করতে বাঙালি জাতি রাজি হবে না জেনেই ইয়াহিয়া খান পুনরায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শাস্তি দেওয়ার সংবাদে বিশ্বজনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এর নিরসনে পাকিস্তানে জঙ্গী শাহি কূটনৈতিক মিশনগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেছে। সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য ঢাকা হতে চারজন সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক ও দুইজন ব্যাংক কর্মকর্তা এবং কতিপয় বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারিদের পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তালিম দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সামরিক ট্রাইবুনালের এক ঘোষণায় বলা হয়, এপর্যন্ত মোট বিশজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিচার এখনো চলছে। ঘোষণায় বলা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ক্যামেরা ট্রায়াল পুনরায় শুরু হয়েছে। আরো বলা হয়, জনাব এ. কে. ব্রোহী ও দু'জন সহকারী সর্ব জনাব গোলাম আলী ও গোলাম হোসেন শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করছেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে জনাব ব্রোহী রাওয়ালপিন্ডী ফিরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর এই বিচার পুনরায় শুরু হয়। ঘোষণা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১১ আগস্ট হতে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার মুলতবি ছিল। এই সময় জাতিসংঘে জঙ্গী শাহীর প্রতিনিধি আগা শাহী বলেছেন, বিচার চলছে। আভাস দেয়া হয় তিনি লায়ালপুর জেলে আটক আছেন।[১০]

পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

কিন্তু আজ এই শুভদিনেও যে কোন বাঙালির চিত্ত বেদনায় বিপন্ন। বাংলার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও শত্রুর কারাগারে। তার

কারামুক্তি আর শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলার জয়জয়ন্তী ত্বরান্বিত করার জন্যই আজ প্রচণ্ডতম শক্তিতে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে- রুদ্ধ করে দিতে হবে শত্রুর পলায়নের সকল পথ।[১১]

আপোস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

সভায় শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এই বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বের সকল শক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[১২]

সামরিক চক্রে ফাটল

১৩ নভেম্বর ১৯৭১

আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙন দেখা দিতে পারে বলে লন্ডনস্থ পাক সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছেন। ঐ মহলের খবরে প্রকাশ পাক সামরিক সরকারের প্রাক্তন বৈদেশিক দপ্তরের সচিব মুহ. ইউছুফ, ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব আহম্মদ এবং জেনারেল টিক্কা খানের চাপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে পিকিং দৌত্য করতে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সিন্ধুর গভর্ণর গুল রহমান এবং পাঞ্জাবের গভর্ণর মেজর জেনারেল আতিকুর রহমান ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। ফলে পর্দার আড়ালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ভুট্টোর পিকিং সরকারের সমর্থন সংগ্রহের জন্য সদ্য সমাপ্ত চীন সফরের ফলাফল সম্বন্ধে দুই মহলের অবস্থান দুই মেরুতে।

জনাব ভুট্টো বলেছেন তাঁর সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের গভর্ণর মনে করছেন ভুট্টো খালি হাতে চীন থেকে ফিরে এসেছেন। তারা আরও বলেছেন, বৃটেন ভারতের প্রতি যেমন প্রকাশ্য সমর্থন জানাচ্ছে তার ভগ্নাংশ পর্যন্ত চীন সরকার পাকিস্তানের প্রতি জানাচ্ছে না।

পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্র সাহায্যের জন্য চীনের প্রতিনিধিদের নিকট জনাব ভুট্টো যে করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে চীনের সরকারী প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ভুট্টোকে নাকি বলা হয়েছে যে, অস্ত্র সরবরাহ পশ্চিম পাকিস্তানে না দিয়ে চীন পূর্ববঙ্গে দিতে ইচ্ছুক। ওয়াকিবহাল মহল চীনের উপরোক্ত অভিমত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মূল চীনে চিয়াং কাইশেককে প্রদত্ত আমেরিকান অস্ত্র যেমন মাও সেতুং দখল করে বিপ-বী কৌশল প্রয়োগ করে চিয়াং কাইশেককেই উৎখাত করেছিলেন তেমনি পূর্ববঙ্গে চীন যদি অস্ত্র সরবরাহ করে তবে সে অস্ত্র শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌঁছবে এবং ইয়াহিয়া সরকারের উচ্ছেদের জন্যই ব্যবহৃত হবে। চীনের এই সিদ্ধান্তের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইয়াহিয়া বেশ সতর্ক হয়েছিলেন।

অন্যদিকে আবদুল গফ্ফার খাঁনের পুত্র ওয়ালি খানের জাতীয় আওয়ামী দল উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এবং বেলুচিস্তানে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঐ দল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। সিন্ধু ও পাঞ্জাব দুটো প্রদেশে ভুট্টো আওয়ামী দলের প্রভাব সর্বজনবিদিত। ফলে সামগ্রিকভাবে ইয়াহিয়া সরকারের অভ্যন্তরে এক ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সে ঝড় শীঘ্রই উঠবে এবং নিঃসঙ্গ ইয়াহিয়া তার শিকার হতে বাধ্য।[১৩]

প্রয়োজন শেখ মুজিবের

১৮ নভেম্বর ১৯৭১

সবশেষে শ্রীমতী গান্ধী যে-দেশ সফর করেন তা হলো পশ্চিম জার্মানী। এই পশ্চিম জার্মানীতেই শ্রীমতি গান্ধীর সফর সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের বক্তব্য হলো, পূর্ব বাংলা সমস্যাটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তার সমাধানও তাকেই করতে হবে।

কিন্তু এই বাংলাদেশ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে চরম উত্তেজনা। এই উত্তেজনা উপশমকল্পে ব্রান্ট তাঁর সীমিত ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেও রাজী হয়েছে।

পূর্ব বাংলার সংকট নিরসনে শেখ মুজিবের মুক্তিকে প্রাথমিক করণীয় হিসেবে বিবেচনা করে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার প্রয়োজন বলে চ্যান্সেলার ব্রান্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এ উদ্দেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি চিঠি দেবেন বলেও তিনি সাংবাদিকদের বলেন।[১৪]

হানাদারদের ফিরে যাওয়ার সকল পথ আটকে দিতে হবে

২৫ নভেম্বর ১৯৭১।

ভারতকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাকাপাকিভাবে ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য কোন একটি দেশের প্রস্তাব উলে-খ করে তাজউদ্দিন বলেন, 'এর দ্বারা পর্বত প্রমাণ অবিচার অন্যায়কে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতের গণহত্যা ও ব্যাপক বাস্তুত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে'।

তাদেরকে হুঁশিয়ার করে তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "শরণার্থীরা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাতবদল করা যাবে"। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, শরণার্থীরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জন্মগত অধিকার নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন, সেদিন প্রত্যাসন্ন। তাজউদ্দিন আহমদ প্রশ্ন করেন, উপমহাদেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? তার দেশের কূটনীতিক ও আইন সভার সদস্যরা অবগত নন এমন কি তথ্য জানতে চান? ব্যাপক গণহত্যাকে যারা নিন্দা করেন নি, তারা তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল লাভ করতে চান, তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন 'তাতে আমাদের সংকল্পের ব্যত্যয় হবে না, সে সংকল্প হল দেশকে শত্রু মুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা লাভের দিনটি আজ নিকটতর হয়েছে। তাই আজ শত্রু সংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সাথে সাথে শহীদের রক্তের মর্যাদার উপযুক্ত সমাজ গঠনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব'।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। আর তখনই ইয়াহিয়া ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবে বলে তিনি মনে করেন।[১৫]

তোমার আসন শূন্য আজি

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

"রাজধানী ঢাকা শহরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যখন আপন গৌরবে উড্ডীন, তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়কে বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

যে মানুষটির মুখের একটি কথায় তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পদ্মার উচ্ছ্বাসের মত কেঁপে কেঁপে উঠতো, তিনি আজ বাংলার সবুজ, নরোম, মায়ের মতো স্নিগ্ধ মাটি থেকে হাজার মাইল দূরে, রুক্ষ, উষর বান্ধবহীন নির্জন নি:সঙ্গ পরিবেশে বর্বর পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট চক্রের কারাগারে বন্দী। তাই স্বাধীনতার কোন উৎসবই আজ আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে না যতক্ষণ বঙ্গবন্ধুকে আমাদের ভেতর ফিরে না পাবো।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এটাই প্রমাণ করলো, বেয়নেট দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আজকের দিনে আমদের মন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে উদগ্রীব। আমি আশা করব ইয়াহিয়া খান পরাজয় মেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে দেবেন।"—সৈয়দ নজরুল ইসলাম[১৬]

নিক্সন ও হীথের বৈঠক : মুজিবের মুক্তি প্রসঙ্গ

২১ ডিসেম্বর

বারমুডা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথের ভারত-পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় স্টেট সেক্রেটারী স্যার আলেক ডগলাস হিউমসহ বৃটিশ পক্ষের ১২ জন এবং সেক্রেটারী রজার্স, হেনরী কিসিঞ্জারসহ ৯ জন উচ্চপদস্থ নীতি নির্ধারকগণ যোগদান করেন। সভায় পাক-ভারত পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টি চলে আসে। বৃটিশ সেক্রেটারী ডগলাস হিউম বলেন যে, ভুট্টো রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিকে যে ব্যবহার করবে না এ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। ভুট্টো পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ চাপিয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। তবে সেক্ষেত্রে যথাসময়ে সে মুজিবকে মুক্তি দেবার সম্ভাবনা খুঁজে বের করবে। বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও কূটনৈতিক

যোগাযোগ স্থাপনে দু'দেশের মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, "We must give Bhutto time to achieve a settelment before we more difinitively on Bangladesh."[১৭]

প্রতিপাদ্য মুজিবের মুক্তি

৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ স্পিভাকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মুজিবের মুক্তি। এই টেলিগ্রামে বলা হয়, বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বর্তমান ভূমিকাকে সামাদ আজাদ বৈরিতাপূর্ণ এবং সে কারণেই বাংলাদেশ ব্যথিত বলে বর্ণনা করেন। সামাদ বলেন, এই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশাসনিক জটিলতা ও রাজনৈতিক মত ভিন্নতার সমস্যা ছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বাহিনীর হাতে থাকা অস্ত্র উদ্ধার এবং তাদের কোনো কোনো অংশের রাজনৈতিক প্রভাব নিরসনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সর্বোপরি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশো পুনর্গঠন ও সরকার পরিচালনার মতো দুরূহ কাজ সম্পাদনে বাঙালিদের জাতীয় চেতনার পুনর্জীবনে শেখ মুজিবের উপস্থিতির অনিবার্যতা স্পষ্ট করেন। সামাদ বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, এটা হবে খুবই কার্যকর যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও পাকিস্তানের ওপর তাদের প্রভাব কাজে লাগায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে আবেদন জানায় তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি বিরাজমান 'সন্দেহ ও বৈরিতার' অবসানে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, আমরা মনে করি পাকিস্তানের সঙ্গে এক ধরণের সম্পর্ক তো আমাদের বজায় থাকবে। বহু বিষয় রয়েছে যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সর্বোপরি 'বাংলাদেশ উপমাহাদেশের অংশ হিসেবে তার অবস্থানের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব থেকে পালাতে পারে না।[১৮]

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধু : চক্রান্তের দাবাখেলা

বাংলাদেশ সরকারের জন্য যে-দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে তাঁর সমর্থকদের মার্কিনিদের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। মুজিবনগর সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে এই ঘটনা জানাজানি হবার পর খন্দকার মোশতাককে তার কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়। এ বক্তব্য কেবিনেট সচিব হোসেন তৌফিক ইমাম ও খন্দকার আসাদুজ্জামানের। এ প্রসঙ্গে হোসেন তৌফিক ইমাম বলেন, "বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিদল বিদেশে যাবার কথা ছিল, তার নেতৃত্ব দেবার কথা স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের। এরা রওয়ানা হবার বেশ কিছুদিন আগেই আমরা বিভিন্ন গোপন সূত্রে খবর পেলাম যে খন্দকার মোশতাক এবং যে প্রতিনিধি আমাদের এখান থেকে যাচ্ছেন এবং পাকিস্তান থেকে যে দল যাবে তার নেতৃত্ব দেবেন শাহ আজিজুর রহমান। তারা ওখানে গিয়ে মিলিত হবেন এবং একটি আপোস ফর্মুলা করে একটা ফেডারেশন জাতীয় কিছু করবেন। এটি কিন্তু তখনই একবারে মূলোচ্ছেদ করা হয়। খন্দকার মোশতাককে আর যেতে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশ থেকে কোন প্রতিনিধি দল গেলেও মীমাংসার আর কোন প্রশ্নও ওঠে নি। কারণ আমরা জানতাম যে এখানে যুদ্ধ ছাড়া এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

খন্দকার মোশতাকের অনুপস্থিতিতে ভিন্নভাবে এ বিষয়টি কখনো মন্ত্রিপরিষদে আলাপ হয়নি। আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে শুনেছি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শুনেছি এরকম ষড়যন্ত্র হতে যাচ্ছিল এবং এটিকে এভাবে ঠেকানো হল। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা কখনো হয়নি।[১]

খন্দকার আসাদুজ্জামান বলেন, "খন্দকার মোশতাক এবং তার সাথে মাহবুব আলম চাষী, এই দুজন সম্পর্কে তখন নানান আলাপ-আলোচনা, নানান গুজব চলছিল। খন্দকার মোশতাক-এর ভাবসাব, গতিবিধি কথাবার্তা একটু সন্দেহজনক ছিল। আমরা তখন এদের সম্পর্কে একটু সতর্কতা অবলম্বন করছিলাম। ভারতীয় সরকারও এই সম্পর্কে অনেকটা জেনে গিয়েছিলেন। মোশতাক সাহেব-এর পরিকল্পনা ছিল যে বিদেশ সফরের নাম করে কোনভাবে যদি তিনি ঐ জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারতেন, তবে পাকিস্তানীদের সাথে সমঝোতা করার একটা উদ্যোগ তিনি নিতেন। সেটা শেষ পর্যন্ত তিনি করতে পারেননি। কারণ মুজিবনগর সরকার এটা বুঝতে পেরে খন্দকার মোশতাক যেন বিদেশ যেতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এবং তার সাথে তার যারা সহযোগী নেতৃবৃন্দ

ছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যাঁরা আরও ছিলেন, তাঁদের যে স্বাধীন বাংলার ধারণা আর মোশতাক সাহেবের স্বাধীন বাংলার ধারণা এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।[২]

৩. মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল থেকে জানা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কুমিল-া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, যেহেত পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণতিতে বহু মানুষ মারা যাবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে, তিনি খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের সাথে আলোচনার জন্যে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করতে চান। এ প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য একটি দিক ছিল যে, যে সমাধান হোক না কেন শেখ মুজিবকে অবশ্যই এর সঙ্গে জড়িত রাখতে হবে। এ ধরনের একটি আলোচনার প্রস্তাব মার্কিনীদের হাত হয়ে ইয়াহিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং তিনি আলোচনা করতে রাজি হয়েছিলেন।[৩] পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দিলি-তে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন আপোস করা হবে না।[৪] এক পর্যায়ে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দূতাবাসের এক কর্মকর্তার আলাপ হয় এবং সেখানে খন্দকার মোশতাক বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা।[৫] আমীর-উল ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে খন্দকার মোশতাক তাঁকে বলেছিলেন, "হয় স্বাধীনতা, না হয় শেখ মুজিব, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। তিনি এটা শুনে খুব মর্মাহত হন।" এ সম্পর্কে একটি লিফলেট বিলি করা হয়েছিলো। সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই লিফলেটের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী একটি চক্র সরকার ও দলের অভ্যন্তরে সক্রিয় ছিলো।[৬]

জহিরুল কাইয়ুম বামবিরোধী বা মার্কিনঘেঁষা। খন্দকার মোশতাক এদের নেতা।" দলিল মতে মার্কিনীদের সাথে আলাপকালে কাইয়ুম বলেছেন যে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বামদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বামরাই ক্ষমতায় আসতে পারে। এমন ভাবনা অনেকেরই ছিল এবং মুজিব বাহিনীর একটা অংশ বাম ভাবনা প্রভাবিত ছিলো। এটা তারা মুজিববাহিনীর বাম অংশকে বুঝিয়েছিলেন। তাছাড়া চীনাপন্থী বামরাও বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় ছিলো। যদিও তারা প্রতিপক্ষ অবস্থায় ছিলো না, দীর্ঘ যুদ্ধ হলে কে ক্ষমতায় থাকবে এটা নিয়ে দুর্ভাবনা হতে পারে ডানপন্থীদের। মার্কিনীরা বামদের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলো। বাম শক্তি সম্পর্কে মার্কিন সরকারি মহলে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ ছিলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাকের সাথে আলাপের পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আলাপ করতে আগ্রহী হয়। তাজউদ্দিন আহমদ মার্কিনিদের সাথে যোগাযোগ করতে রাজি হননি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ করে বলেন, মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। মার্কিন দলিলেও শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে কোন সমঝোতা বা আলাপ প্রস্তাবের উলে-খ নেই।[৭]

ভারত যদি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন হবে না। রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টি পাকিস্তানকে জানানোর

জন্য রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ডকে ওয়াশিংটন বলেছিলো, তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথাটি উত্থাপন করেন। আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে, কথাটি উত্থাপিত হলে ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া ছিলো ইতিবাচক এবং তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে তার সরকারের বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি তিনি ফারল্যান্ডের অনুরোধ গ্রহণপূর্বক মুজিব নগর সরকারের সঙ্গে গোপনে আলোচনায় সম্মত হন।[৮]

২৩ সেপ্টেম্বর জহুরুল কাইয়ুম একজন সংবাদ বাহককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল এর নিকট প্রেরণ করে বলেন; ভারত সরকার এই যোগাযোগ সম্পর্কে জেনেছে এবং এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ হোসেন আলী কলকাতার মার্কিন কনসালের নিকট বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উপরে শেখ মুজিবের মুক্তি ও অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থগিত হয়ে যায়।[৯]

২৭ সেপ্টেম্বর জো সিসকো সরাসরি ভারতের রাষ্ট্রদূত মি. ঝা-এর সঙ্গে প্রস্তাব করেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে শর্তহীনভাবে আলোচনা করা। যা নেতিবাচক সাড়া পায়। ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতাস্থ কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, এসব আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রভাব বিস্তার না করে, মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে এবং যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। ১৬ অক্টোবর জহুরুল কাইয়ুম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠকে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, ভারত এতে আপত্তি জানিয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা ভেস্তে যায়।[১০]

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি দু'জনের বক্তব্যের ব্যবধান থেকে এটা উপলব্ধি হয় যে, সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ প্রকট। প্রধানমন্ত্রী যেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনাকে বাতিল করে শুধুমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অন্তরায় ছিল।

৫ ও ৬ জুলাই ১৯৭১ শিলিগুড়ির সভায়ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নেন এম এন.এ.এম.পি. এ বৃন্দ। এরপরই মূলত যুদ্ধক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও সামরিক বিজয়ের উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ৩০ জুন স্বাধীন বাংলা বেতারে তিনি বলেন, "Freedom fighters would give a befitting reply on the battle field to Gen. Yaya Khan's audacity".[১১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতার বিষয়ে জনাব জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন কনসালকে বলেন যে, "He and many others is the Awami League would walkout from the Bangladesh Government rather than 'Sell out to India.' Furthermore in his anti-Indian vituperation he added, 'We do not want the Indian army in our country any more than we want the Pak army."[১২] ভারতে

অবস্থান করে এবং ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পাবার পরেও আওয়ামী লীগের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির এ ধরনের বক্তব্য অন্তর্দলীয় কোন্দলকে উস্কে দেয়া ছাড়াও শত্রুপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কারও কোন সংশয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু।[১৩] এসত্ত্বেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা খন্দকার মোশতাক বা তাঁর প্রতিনিধি কেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তা অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জহিরুল কাইয়ুম কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের এক দূতাবাস কর্মকর্তাকে দেয়া বক্তব্যে এমন ধারণা পাওয়া যায়। কাইয়ুম বলেন যে,[১৪] পাকিস্তানের সাথে একটা আপোসরফা করার ব্যাপারে মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে কাইউম যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯ আগস্ট মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে অন্য এক বৈঠকে কাইয়ুম বলেন যে, "Mujib's life is more valuable than independence."[১৫] কিন্তু তখন বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধভাবে দুটো আদায়ের ব্যাপারেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। জহিরুল কাইয়ুম এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে, "If Mujib is alive there is hope for compromise, if he is killed there is no hope."[১৬]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা পলোঅফ-এর সাথে ৯০ মিনিট ব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকের সময় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হোসেন আলীকে ঘরের বাইরে রাখা হয়। বৈঠককালে মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেন যে, "I know Yahya, I know him to be a good man and I think he knows that I am a good man."[১৭] ইয়াহিয়া খানের প্রতি মোশতাকের এ উচ্চ ধারণা স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রকে জটিল করে তোলে।

১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর মোশতাকের প্রতিনিধি জহিরুল কাইয়ুম আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল অফিসের এক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি ডি.পি. ধরের সাথে মোশতাকের আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গও স্থান পায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মোশতাকের যোগাযোগকে ডি.পি. ধর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উলে-খ করেন। কিন্তু মোশতাক সব অভিযোগ অস্বীকার করেন বলে কাইয়ুমের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। জহিরুল কাইয়ুমের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন কনসাল অফিস উলে-খ করে যে, "He (Zahirul Qaiyum) and his group in Awami League did not intend to be dictated to by GOI (Government of India) and in addition he had threatened to walkout on BDG (Bangladesh Government) along with some 43 supporters and go to Pakistan rather than 'Sell out' to India."[১৮] জহিরুল কাইয়ুমের এ বক্তব্যে আরও পরিষ্কার হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সংশি-ষ্টতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের সহায়তা ছাড়া

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখন পর্যন্ত ছিল অবাস্তব। ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আদর্শগত মিল থাকায় মুজিবনগর সরকার ভারতের সাহায্য কামানা করে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক, কাইয়ুম ও অন্যান্য কিছু নেতা ভারতে অবস্থান করে ভারতীয় সহায়তার বিরোধিতা করেন। এটা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ বিরোধিতার শামিল বলে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনে করা হয়। এ সমস্ত কারণে সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

খন্দকার মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার যুক্তরাষ্ট্র গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[১৯] যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাককে লন্ডন বা প্যারিসে গিয়ে পাকিস্তানের সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেয়।[২০] মোশতাক পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি চাইতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তান সম্পৃক্ততার বিষয়টি মুজিবনগর সরকারের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে মোশতাক জনাব মাহবুবুল আলম চাষীকে নিয়োগ দেন। এ নিয়োগ মোশতাকের পছন্দের। কিন্তু মাহবুবুল আলম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে কট্টর পাকিস্তানপন্থী ছিলেন।[২১] পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোশতাক মাহবুবুল আলম চাষীকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এ জন্য পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুল ফতেহকে পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ দেন। খন্দকার মোশতাক অত্যন্ত চতুরতায় তাঁর মিশনকে সফল করতে অনুগত ব্যক্তিদেরকে তিনি মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগে অনেকটা সফলকামও হন। কুমিল-া অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. তাহের উদ্দিন ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে উলে-খযোগ্য। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বহি-প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পান। এ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুল মান্নান এম.এন.এ.।[২২] ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে আব্দুল মান্নান সরকারি কাজে কলকাতার বাইরে গেলে তাহের উদ্দিন ঠাকুর বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন। তাহের ঠাকুর বেতার স্টুডিওতেই অবস্থান করতেন। আব্দুল মান্নান কলকাতায় ফিরে এসে তার এ কর্মকাণ্ড পছন্দ করেননি। তখন ঠাকুর পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে মোশতাকের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন।[২৩] এর কিছু দিন পরই বেতারকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ দিনের এ ধর্মঘট এক 'গোপন মহলের' প্রচেষ্টায় হয়েছিলো বলে এম.আর. আখতার মুকুল উলে-খ করেছেন।[২৪] এই "গোপন মহল" কারা তা সহজেই বোধগম্য। তাহের ঠাকুর স্টুডিও থেকে চলে গিয়ে পার্ক সার্কাসে অবস্থান নিলেও তিনি সুকৌশলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ নিজেদের জীবন দিয়ে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল সেখানে ধর্মঘট করার মত অনভিপ্রেত ও হঠকারী কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকেই বিপদগ্রস্ত করার নামান্তর।

উপর্যুক্ত কারণে তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৬ ডিসেম্বরের পরে খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে

সরিয়ে দিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নূরুল কাদেরের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের অনেক কাজই প্রশ্নাতীত ছিল না। এমনকি তাদের কর্মকা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মত অবস্থায়ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর নজর এড়ায়নি। বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সময়মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তা না হলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো বর্তমানে অন্যভাবে লেখা হত।[২৫]

মুজিবকে বাদ দিয়ে সংলাপ!

২ অক্টোবর, ১৯৭১

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ এক টেলিগ্রাম বার্তায় ইসলামাবাদ, নয়াদিলি- ও কলকাতার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয় ১. দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠককালে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো বাংলাদেশ-পাকিস্তান এর আগে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝায়ের সঙ্গে তার আলোচনার কথা অবহিত করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ঝায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে সিসকো বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানর্কে উৎসাহিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মন্তব্য করেন, দেখুন সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের কোনো প্রভাব নেই। তাদের রয়েছে তহবিল সংগ্রহের স্বাধীন উৎস। তারা বরং আমরা কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছি, সে কারণে আমাদের উপর নাখোশ। সিং অবশ্য একই সঙ্গে বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, ভারত সংলাপ চায় না। ২. মি. রজার্স ভারতকে সংলাপের উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তবে শর্ত দেন যে, ভারত যেন মুজিবের অংশগ্রহণ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি না করে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায় সে নিয়ে আলোচনায় মুজিবকে জড়াতে চায় না। শরণ সিং বলেন, বাংলাদেশী লোকজনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রভাব বেশি। তাই সংলাপের ব্যাপারে তাদেরই উদ্যোগ নেয়া উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহার টানেন এই বলে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব সব কিছুই করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। ৩. ১লা অক্টোবরে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শরণ সিং রাজনৈতিক সমাধানে গুরুত্বারোপ করেন, একটি রাজনৈতিক নিস্পত্তির বিকল্প নেই। ভারতের কাছে কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের ফর্মুলা নেই। কিন্তু ভারত এটা মনে করে যে, একটি সমাধানে পৌঁছাতে পাকিস্তানের ওপর প্রয়োজনীয় প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের সামর্থ রয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স বলেন, এটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়, সুতরাং সমাধানের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ভারতের এক ভ্রান্তি। সিসকো ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংলাপ শুরুর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, গেরিলাদের মধ্যে উগ্রপন্থিদের প্রভাবশালী হওয়ার ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগ যথার্থ।

একই বৈঠকে সিসকো প্রশ্ন রাখেন, মুজিবকে বাদ দিয়ে এ ধরনের একটি আলোচনা করা সম্ভব হলে, তা কি যৌথভাবে ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে না? ৪. শরণ সিং উত্তর দেন- বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব নেই। বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থের যোগান পাচ্ছে। বিদেশ থেকেও তাদের সংগ্রহ ভালো। উপরন্তু আমরা তাদের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ভারতকে সন্দেহের চোখেও দেখছে। তাদের আশংকা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে আলোচনা শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে ভারত তাদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে কী না। আসলে ভারত সরকার সংলাপের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কথা হলো, সেজন্য মুজিব গুরুত্বপূর্ণ। ৫. রজার্স বলেন, মুজিবের নিচের পর্যায়ে আলোচনা শুরুর অর্থ এই নয় যে, তাকে পরিত্যক্ত করা। আলোচনা শুরু করার অর্থ হচ্ছে- কোন পথে সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব তা খতিয়ে দেখা। শরণ সিং উত্তর দেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ রয়েছে। যেহেতু তাদের বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে, তাই তাদেরই উচিত সংলাপ শুরুর উদ্যোগ নেয়া। এ কথার পিঠে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য পুনরুলে-খ করেন যে, ভারতই ব্যাপকভাবে প্রভাব খাটাতে সক্ষম। ৬. ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি সেন এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব করছি। সিসকো উত্তরে বলেন, আলোচনা শুরুর জন্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কিন্তু কোনো অভাব নেই। এমনকি 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীও' রয়েছেন। সিসকো অবশ্য উভয় পক্ষের নিম্নপর্যায়ে আলোচনা শুরুর ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব দেননি। সিসকো বলেন, শরণ সিং যেভাবে বললেন যে, বাংলাদেশের ওপরে ভারতের তেমন কোনো প্রভাব নেই, তা তিনি মানতে অপারগ।

১৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কাইউম বলেছেন, মোশতাক এবং পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন মন্ত্রিসভা জানতে চেয়েছে, এ ধরনের বৈঠকের উদ্দেশ্য কি? মোশতাক কাইউমকে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা খতিয়ে দেখতে যে, কেন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। জবাবে পালিটিক্যাল অফিসার বলেছেন, তার ওপর নির্দেশ এসেছে, তিনি যেন বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান জানতে মোশতাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এর একটা নিহিত অর্থ হচ্ছে এ ধরনের আলোচনাকালে পলিটিক্যাল অফিসার হয়তো কিছু বিষয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করবেন।

১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১০ নম্বর টেলিগ্রামে এই বিবরণ দিয়ে বলা হয়- কাইউম বলেছেন, তিনি নিজেও এ ধরনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানে আগ্রহী। কিন্তু মোশতাক যদি একান্তই রাজি না হন, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার সুপারিশ করবেন।

১৬ সেপ্টেম্বর পলিটিক্যাল অফিসার কাইউমের সঙ্গে আবার দেখা করেন। কাইউম এদিন বলেন, একটি ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোশতাকের মন

থেকে সন্দেহ ঘোচেনি। তিনি শুধুই জানতে চাইছেন, এই ধরনের বৈঠক করে ফায়দা কী হবে? ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১৩ নম্বর টেলিগ্রামে এ বিষয়ে আরো তথ্য দেয়া হয় যে, পলিটিক্যাল অফিসার এ পর্যায়ে কাইউমকে বলেন, আসলে মোশতাক যা কিছুই বলুন না কেন তা-ই তিনি শুনতে প্রস্তুত।

৭ অক্টোবর ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্টাফ একটি পর্যালোচনামূলক সারসংক্ষেপ তৈরি করে। কিসিঞ্জাররের কাছে এটি পাঠানো হয় ৭ অক্টোবরে। এই নথির প্রচ্ছদ থেকে ধারণা মেলে, এটি তৈরি করেছেন স্যামুয়েল হসকিনসন এবং রিচার্ড কেনেডি। এই নথির শুরুতেই যেসব জিনিস যুক্তরাষ্ট্রের জন্য করণীয় তার তিনটি দিকনির্দেশ করা হয়। ক. উভয় পক্ষে নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা প্রহসন ও গেরিলা তৎপরতা হ্রাস। খ. বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সংলাপের সূচনা। গ. উদ্বাস্তু প্রবাহ হ্রাস এবং তাদের দেশে ফিরতে উৎসাহিত করা। এসব ইস্যু সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী ও ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে চিঠির খসড়াও প্রস্তুত করা হয়। এই নথিতে 'সমঝোতায় অগ্রগতি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সংকটের সুরাহা করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কলকাতায় বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে এই নথিতে সে কারণে সুপারিশ করা হয় যে, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে কী করে একটি সংলাপ শুরু করা যায় সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আমাদের সামনে সম্ভাব্য দুটো চ্যানেল রয়েছে। একটি হলো ভারত সরকার এবং অন্যটি হলো কলকাতা ও অন্যত্র অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট বিশ্বাস করে, সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতিবাচক মনোভাব দেখাতেই রাজি হবেন। কিন্তু সমস্যা হলো আমরা যা জানি তা হলো, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ কেবল স্বাধীনতা এবং মুজিবের মুক্তির ভিত্তিতে সমঝোতায় আগ্রহী। ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট মনে করে ভারত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে একটি সংলাপের ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটাতে তখনই রাজি থাকবে যখন তারা বুঝতে পারবে ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটাতে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা এ ধরনের একটি সংলাপের মাঝামাঝি অবস্থান নেবো কি নেবো না। আরব-ইসরায়েল সংঘাতের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু একটা সমাধানে পৌঁছতে আশাবাদী হতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে জয়ী হতে দেবো না

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে একজন বৃটিশ এম.পি. ভারতে বাংলাদেশ শরণার্থীদের ৯৫০টি শিবিরকে ৯৫০টি গাজা ব-দ্বীপ বলে অভিহিত করেন। এবং বলেন এ ৯৫০টি শরণার্থী শিবির পাক-ভারত যুদ্ধের ৯৫০টি সাম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। উক্ত বৃটিশ এম. পি. হচ্ছেন বৃটিশ চাকুরী-বিনিয়োগ দফতরের উপমন্ত্রী মি. কে বেকার। তিনি বলেন, প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে দেড় লাখ লোককে রেশনের জন্য সীমাহীন লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখার চেয়ে মানুষের চোখের পক্ষে বিরক্তিকর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। এটা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ক্র্যাকডাউনের পর। শেখ মুজিবকে বন্দী, গণহত্যার কারণে।

নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি এইচ. সি. টেম্পেন্টন বরেন, প্রধানমন্ত্রী মি. কিথ হলিওক ইতোমধ্যেই ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যা চায় তা মেনে নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্মেলনে একাধিক বক্তা বাংলাদেশ পাকিস্তানী জল-াদ বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কঠোর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে সপ্তদশ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সমিতির সপ্তাহব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

সাবেক কমনওয়েলথ সচিব মি. আর্থার বটমলী ইয়াহিয়া খানকে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বলেছেন যে, একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে বলেন জননেতাদের কারাগারে রেখে দুনিয়ার কোন সমস্যার যে সমাধান করা যায় না বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে ইয়াহিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতা নন। অথচ তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সমস্যার।

বৃটেনের স্যার রোনাল্ড রাসেল বলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত উদ্ধাস্তুদের ফেরৎ পাঠাতে পারবে না। তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

গায়নার প্রতিনিধি মি. নেভিল জেমস বলেন যে পাকিস্তানকে নিন্দা করার অধিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর আছে, কারণ পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে অবদমিত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক রেখে নীতি ও ন্যায় ধর্মের সকল বিধিলঙ্ঘন করেছে। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সভার এই অধিবেশনের পাকিস্তানের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নেই। কেননা পাকিস্তানের কোন পার্লামেন্ট নেই। ঐ একই কারণে নাইজেরিয়া ও উগান্ডার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বন্দী শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার

রাশিয়া

সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে তার পরিণাম মারাত্মক হবে। তাই অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করছেন তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়ার সরকার পাকিস্তানকে একটি নোট দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি. উইলিয়াম ম্যাকমোহন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিযে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী ও সিনেটর চালর্স পার্সি বলেন- শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে। বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশ হলে পরিস্থিতির বিস্কোরণ ঘটবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

বৃটিশ সংবাদপত্র

বৃটিশ সংবাদপত্র ইয়র্কশায়ার পোস্ট মন্তব্য করেছে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার সম্পর্কে সারা বিশ্বের যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যে ধিক্কার তুলেছে তার প্রতি জঙ্গীশাহী কর্ণপাত করলে সুবিবেচনারই পরিচয় দিতেন। পত্রিকাটিতে তীব্র প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে- শেখ যদি মানুষ হিসেবে খুব ভয়ঙ্কর ও খারাপ হয় তবে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করতে সামরিক কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত কেন?

ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান সামরিক জান্তার প্রতি এই মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে "শুধু বাংলাদেশ নয়, তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বে গিয়ে পড়বে।"

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নই আসল সমস্যা : সিনেটর মাস্কি

Release of Sheikh Mujibur Rahman by the West Pakistan authorities and the establishment of a provisional East Bengal Leadership group consisting of East Bangali representative elected to the Constituent Assembly in December, 1970, and other appropriate representatives.

নয়াদিল-ীতে বাংলাদেশ সম্মেলনে বিশ্বনেতৃবৃন্দের আবেদন

২৫ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের ২৫টি রাষ্ট্রের ৬৫ জন প্রতিনিধি নয়াদিল-ীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৮-২০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ও জঘন্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ইয়াহিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের আহ্বান জানান হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ করে বলা হয় যে, সমসাময়িক মানব ইহিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড আর সংঘটিত হয় নি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃতীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের গণজাগৃতির উদ্যোগতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের যোগদানকারী বিভিন্ন রাস্ট্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ প্রশ্নে সরাসরি সাহায্য দান করতে হবে- শুধুমাত্র সুন্দর প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে সম্মেলনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না।

ইন্দোনেশিয়ার সাবেক পররাষ্টমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ রোয়েম আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জাতিসংঘের রয়েছে।

সম্মেলনে বে-সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন চট্টগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ. আর. মলি-ক।

তুমুল করতালির মধ্যে কায়রোর 'আল আহরাম' পত্রিকার সম্পাদক ড. মাসুদ বলেন, বাংলাদেশ পাকিস্তানী সামরিক নজিরবিহীন নিষ্ঠুর কার্যক্রমে বিশ্ববিবেক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেন।

যুগোশে-ভ শান্তি লীগের মি. ঝোবরেমেভিক বলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে বাংলাদেশ ট্রাজেডির কোন নজির নেই।

'আফগান মিল-াত'-এর সম্পাদক জনাব কিউ, হাদাদ, আফ্রো-এশীয় সংহতি কাউন্সিলের নাইজেরীয় শাখার সদস্য মি. গনি ফাওয়াহিনমি, টোকিওর অধ্যাপক নারা, সালভাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার ইসমাইল কুইলেম, অটোয়ার বিশ্ব কাউন্সিলের চেয়াম্যান মি. নিয়েলমেল, অসলোর মিসেস মিগরিড এবং বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল ড. হোমার জগক সম্মেলনের বক্তৃতা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট জননেতা সাদিক আলী, আচার্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপানলী, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, অধ্যাপক রাঙ্গা এবং শাহ নওয়াজ খান সম্মেলনে যোগদান করেন।

বার্নার্ড শেরিডান অ্যান্ড কোম্পানির পত্র

মহোদয়, শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে এই মর্মে পাকিস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ আমাদেরকে প্রবুদ্ধ করেছে আপনার পত্রিকার কলাম- এর সাহায্য

নিতে, যাতে করে আপনার পাঠকরা সবিস্তারে জানতে পারে শেখের পক্ষে, তাঁর সুবিচার নিশ্চিতকল্পে, আইনবিদরা কী প্রচেষ্টা নিয়েছে।

যদিও শেখ মুজিবরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এই বছরের মার্চের শেষদিকে, নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের পর, তাঁকে আইনগত পরামর্শলাভের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবী হিসেবে আমরা সরকারি মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা নিই। জুনের শুরুতে আমরা লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশনে যাই এবং তাদের অনুরোধে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে আনুষ্ঠানিক পত্র দেই। দুঃখজনকভাবে আমরা এই অনুরোধপত্রের কোনো জবাব অথবা প্রাপ্তিস্বীকার, কিছুই পাইনি। মিস্টার শন ম্যাকব্রাইডের সফরসঙ্গী, এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য, স্বয়ং পাকিস্তানে উপস্থিত হয়ে যে অনুরোধ করেছিলেন, তারও কোনো জবাব মেলেনি।

ঐ সফরের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে বলা যে, শেখ মুজিবরকে নিজের পছন্দমতো আইনজীবীর পরামর্শ নিতে দেয়া উচিত, প্রথম সুযোগেই তাঁকে অভিযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা উচিত এবং যে-কোনো বিচার হওয়া উচিত বেসামরিক ট্রাইবুন্যালে প্রকাশ্য আদালতে। এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাঁর পক্ষ হয়ে আমাদের আবেদন কারো কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি মিস্টার ম্যাকব্রাইডের কাছে একেবারে হালে ২৬ জুলাই তারিখেও, যা বলেছেন তা থেকে দেখা যায়, আমাদের মক্কেলের বিরুদ্ধে না কোনো অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, না তাঁকে নিজ পছন্দসই কোনো আইনজীবীর সহায়তা নিতে দেয়া হয়েছে, তা সেই আইনজীবী বিদেশী বা পাকিস্তানী যেই হোক না কেন। আমরা একথাও যোগ করতে পারি যে, আমাদের মক্কেল কোথায় আছেন সেটা জানতেও মিস্টার ম্যাকব্রাইড সমর্থ হননি।

এটা আমদের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করছে যে, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের ন্যূনতম মান, যা আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম, সেই অনুসারে সুবিচারের সুযোগ শেখ মুজিবকে দেয়া হবে না।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা আশা করবো, এমনকি বিলম্ব হলেও, পাকিস্তান সরকারকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে বাধ্য করা হবে। আপনার বিশ্বস্ত, বার্নার্ড শেরিডান অ্যান্ড কোং।[১]

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই

৯ নভেম্বর ১৯৭১

পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তারা গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অনুরোধ করেছিলেন।

যারা ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করেন, রাজনৈতিক নেতা, আইজীবী, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, ছাত্রনেতা ও সমাজসেবী।

গত ৪ নভেম্বর লাহোরে ঐ যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া তিনদিনের সফরে ঐ দিনই রাওয়ালপিন্ডি হতে লাহোর গিয়েছিলেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা বলেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হবার মতো সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনই এই সঙ্কট দূর করার সবচাইতে ভাল উপায়।

তারা বলেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হলে তা ন্যায় বিচারের প্রাথমিক অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় উলে-খযোগ্য নামগুলি পার্টির প্রধান এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাকিস্তান সোসালিস্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমস এর প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী খান। স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশই বামপন্থী বলে পরিচিত। লাহোরে পাক প্রেসিডেন্টর কাছে এই ধরণের আবেদন এই প্রথম। লাহোরকে পাকিস্তানের মুজিব বিরোধী সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলিয়া মনে করা হয়।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, সুইডেনে বিপুল সংখ্যক পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে নিজেদের প্রভাব কার্যকরি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। ২৮০ জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত এই আবেদন পত্রটি গত ৫ নভেম্বর সুইডেনস্থ মার্কিন দূতাবাসে অর্পণ করা হয়।

মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে জয়ী হতে দেবো না

৮ আগস্ট ১৯৭১

৭ আগস্ট- শনিবার মুজিব দিবসে ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশে শত-সহস্র কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু মুজিবরের মুক্তি এবং মানবতাবিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচারের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশাল এই জনসমাবেশের অনুষ্ঠানসূচী ছিল ছোট্ট। মুজিবের মুক্তি-দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পাঠ করেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। ৭ আগস্টের পুণ্যদিনে সমবেত শ্রেণী-মত-ভাষা নির্বিশেষে সর্বরূপের শিল্প সাহিত্যের স্রষ্টা, কর্মী ও অনুরাগীবৃন্দের এই সমাবেশ বিশ্বের সমগ্র জনগণ আর ছোট-বড় সমস্ত শক্তির দরবারে এই ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দাবিটি পৌঁছে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের নরহন্তা শাসকদের গুমঘর থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত করে না আনলে ভবিষ্যতের কাছে আজকের জগৎ কখনও মুখ দেখানে পারবে না- তাই আমরা চাই মুজিবুর রহমানের প্রাণহননে উদ্যত পাকিস্তানী জল-াদদের হাত বিশ্ব মানবের হস্তক্ষেপে স্তব্ধ হোক, অভিশাপে পাথর হোক, আমরা চাই অবিলম্বে নিঃশর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি। এই বলে আমরা সারা দুনিয়াকে হুঁশিরার করতে চাই যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সঙ্গে

আলোচনার ছলনা করে যে বিশ্বাস হন্তার দল সারা বাংলাদেশকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে, লেলিহান আগুনে পুড়িয়ে দিতে কোটি কোটি মানুষকে দেশছাড়া, গৃহহারা, স্বজনহারা, নিঃসম্বল করতে একটুও দ্বিধা করেনি- তারা মুজিবর রহমানের প্রাণ যে-কোন মুহূর্তে, যে কোনো ছুতোয় হরণ করতে পারে। যার পৈশাচিকতাকে বল্গাহীন করে মানুষ নামে কলঙ্ক করেছে তাদের বিশ্বাস করা পাপ। এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকচক্র আর তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘৃণ্য রাজনৈতিক কুচক্রীর দল মানবতাকে হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী। এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের শাসকেরা তাদের হীন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে শুধু বাংলাদেশকেই বলি দেয়নি, সেই সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকেও চোখ বেঁধে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। আমরা আশা করি, পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-শুভ বুদ্ধিমান সমস্ত মানুষ যেভাবেই হোক তাদের শাসকচক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য স্বদেশবাসীর চোখ খুলে দেওয়া এবং মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াবেন। এই সমাবেশ একবাক্যে দাবি করছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তি এবং মানবতা বিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচার। শিল্প সাহিত্য জগতের এই সমাবেশ এদেশের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শহরের ও গ্রামের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে বাঁচাবার জন্যে যে যেখানে আছেন এগিয়ে আসুন। মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে আমরা কিছুতেই কোনখানেই জয় হতে দেবো না। জীবনের আর নতুন সৃষ্টির জয় হবেই। সংগীত পরিবেশন করেন দ্বিজেন মুখার্জী, অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখ শিল্পীরা। ধ্বনিত হলো 'মুজিবের বিনা শর্তে মুক্তি চাই', 'বিচারের নামে প্রহসন মানি না।'

Copy of Press Release of International Commission of Jurists, Geneva, Date April 14, 1971, regarding ICJ's opposition to special tribunals in Pakistan the International Commission of Jurists yesterday sent a telegram to President Yahya Khan of Pakistan in the following terms: "Further my telegram 2nd April International Commission of Jurists deplores reported intention establish special Military Tribunals to try Awami League Leaders. Respecifull urge proceedings before normal civilian courts will alone satisfy International opinion that rule of law is observed".

MACDERMOT,

Secretary- General.

The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of the tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier then to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the independence the respect for legal principles of a properly constituted court of legally trined judges. If Sheik Mujibur Rahman or other Awami League Leaders have committed any offence under the law of Pakistan, there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country.

The above telegram is a follow-up to a telegram sent to the President on April 2, reading as follows :-
"International Commission of Jurists deeply anxious about tragic events East Pakistan. Request all possible steps to reduce deatch toll and urge moderation and respect for Law in treatment of political prisoners".
MACDERMOT,
Secretary-General.

মুজিবের মুক্তির দাবিতে সোভিয়েত-ভারত যৌথ বিবৃতি

১০ অক্টোবর ১৯৭১

জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত ইয়াহিয়া চক্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগঠিত করছে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে বলেছেন, "আমাদের সহানুভূতি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের প্রতি, উৎপীড়কের প্রতি নয়"। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুক্তির যে দাবি যুক্ত বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় রাজনৈতিক সমাধান

১২ অক্টোবর ১৯৭১

বৃটেনের শ্রমিক দলীয় জাতীয় কর্মপরিষদ বাংলাদেশের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছে এবং জাতিসংঘকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সামরিক হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তানকে নিন্দা করার জন্য শ্রমিক দল আহ্বান জানাচ্ছে।

জাতীয় কর্মপরিষদের নামে প্রচারিত বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জাতিসংঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে এই রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশে অবিলম্বে পাক-সামরিক উৎপীড়নের অবসান এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিটি পেশকালে মিসেস হার্ট বলেছেন যে বাংলাদেশের এই ঘটনায় সারা এশিয়া মহাদেশে ভয়ঙ্কর বিপদের সূচনা করিয়েছে।

এই সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মন্ত্রী মি. পিটার শোর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দী মুজিবকে ঘিরে চতুর্ভূজ চিত্র

বন্দী মুজিবকে নিয়ে সারাবিশ্ব আলোড়িত, উচ্চকিত এবং উৎকণ্ঠিত।

২৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে বলেছিলেন, শেখ মুজিব দেশদ্রোহী, স্বাধীনতার শত্রু এবং তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এবার তাঁকে ছাড়া হবে না, তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করার পর তার এই দম্ভোক্তি দিন দিন ফিকে হয়ে যায় এবং পর্যাক্রমিকভাবে আমরা লক্ষ করবো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করছে বন্দী মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নটি কীভাবে বিশ্ব পরিসরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন গোপন দলিল পত্রে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মার্কিন ছাড়কৃত এই দলিলপত্রের পর্যবেক্ষণ বিশে-ষকদের এভাবে বিস্মিত করে যে, মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি শেখ মুজিব নিঃসঙ্গ কারাগারে বন্দী থাকলেও ওয়াশিংটন, মস্কো, দিল-ী ও পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীদের সামনে তিনি এমনভাবে উপস্থিত ছিলেন তাকে ব্যতিত দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিল পত্রের পৃষ্ঠাগুলোয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তান, ভারত, বৃটেন এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শীর্ষ পর্যায়ে মাথা ঘামাতে হয়। এই অংশে শুধুমাত্র বন্দী মুজিবকে ঘিরে বিশ্বনেতৃত্বের ভাবনা, কৌশল এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও উপস্থাপন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা তুলে ধরা হলো।

৩১ মার্চ : পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিচার্ড এম. নিক্সন বরাবর লিখিত এক পত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়ে অনমনীয় মনোভাবের দিকটি তুলে ধরে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করার অভিযোগ উত্থাপন করেন। শুধু তাই নয় ইয়াহিয়া খান উক্ত পত্রে বলেন, আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে আলোচনার জন্য ঢাকায় গমন করি এবং বৈঠক করি। এসব আলোচনায় আমার প্রতীতি হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কোনভাবেই সমঝোতার পথে আসবে না। শেষ বৈঠকে তারা এমন ইঙ্গিত দেন যে, কোন সাংবিধানিক ফর্মুলা তারা মানবেন না **যদি না তাদের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা না হয়। তাদের উত্থাপিত প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত অর্থ** হল অখণ্ড পাকিস্তানের বিভক্তি। যা আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না। যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবন স্বাভাবিক করার স্বার্থে আমাকে রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পত্রে তিনি উলে-খ করেন, আমরা যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যাচ্ছি সেই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের

ঘটনাবলি নিয়ে এমন বিবৃতি প্রদান করেন যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ভারতের নেতৃবৃন্দ যেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে সে বিষয়ে প্রভাব বিস্তারে সহায়তা কামনা করেন।[১]

৩১ মার্চ : হেনরি এ. কিসিঞ্জার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সি.আই.এ. প্রতিনিধি মি. বি-কে হেনরি কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন, শেখ মুজিবুর রহমান এখন কোথায়? বি- বলেন, পাকিস্তান তাকে গ্রেফতার করেছে। সম্ভবত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় আটক আছেন। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন তাঁকে কি হত্যা করা হবে? বি- বলেন, আমরা যে ধরনের রিপোর্ট পাচ্ছি তারা সম্ভবত তাই করবেন। (এখানে একটি লাইন বিলুপ্ত)। সবচেয়ে ভাল হয় তাঁকে যদি ভবিষ্যতে সুবিধাজনক সময়ে ব্যবহারের জন্য গ্রেফতার করে রাখা হয়। সি.আই.এ. প্রধান লে. জে. আর. ই. কুশান বলেন, ইয়াহিয়া তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। সম্ভবত আগেই তাঁকে গুলি করা হয়েছে অথবা অসাবধানতাবশত তাকে গুলি করা হবে।[২]

ইয়াহিয়ার পত্র হীথের প্রতি

৭০ সনে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর আমি পাকিস্তানের উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকেই প্রথম অবগত করছি। আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্ট ছিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। যে কারণে আমি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম এই আলোচনার মধ্য দিয়েই জাতীয় পরিষদ ও একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমরা একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে পারবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্যি হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের সংস্কাংরপন্থী বিদ্রোহমূলক অনড় অবস্থানের কারণে সে রকম কোন সমাধানের আশা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে প্রদেশে হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতা ক্রমশ সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি সর্বোচ্চ সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি সাংবিধানিক অসুবিধা দূর করার জন্য সাধারণভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে পৌঁছার জন্য। যে কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার করার লক্ষ্যে আমি পূর্ব পাকিস্তানের ছুটে গিয়েছি। এমনকি আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছি তখনও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাদের অসহযোগিতামূলক বিবৃতি দান অব্যাহত রেখেছিল যাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তারা কোও ধরনের আপোস করতে প্রস্তুত নন। ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের আলোচনার পর আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে, কোন ধরনের সাংবিধানিক ফর্মুলা মানতে তারা মোটেও রাজি নয় যা দ্বারা একটি অখণ্ড পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা সম্ভব। যথারীতি আওয়ামী লীগ একটি চূড়ান্ত শর্ত আরোপ করে এবং যার সরলার্থ হচ্ছে দেশের বিভাজন। যেহেতু জনগণ দেশকে বিভাজন করার জন্য তাদের ম্যান্ডেট দেয়নি এবং দেশের অখণ্ডতা বিপন্ন, সেহেতু সেকথা চিন্তা করেই সরকার বাধ্য হয়েই কঠোর ব্যবস্থা

গ্রহণ করে যাতে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা পায়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরে এসেছে। কিছু বাইরের সূত্র বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম যেসব বিরূপতথ্য প্রচার করছে তা সত্যকে স্পর্শও করে না এবং এটা ইচ্ছাকৃতভাবে পৃথিবীর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই করা হচ্ছে।

আমরা যখন দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় জাতীয়ভাবে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ভারতের আচরণ আমাদের দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে বিবৃতি প্রদান করে যাচ্ছে যা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্পষ্ট নাক গলানোর শামিল। এভাবে ভারত একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে যাচ্ছে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সরাসরি গোচরে আসা উচিত।

আরও উদ্বেগজনক খবর হচ্ছে ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর প্রায় ছয় ডিভিশন সৈন্য জড়ো করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে আর্টিলারি রেজিমেন্ট ও প্যারাস্যুট ব্রিগেডস্ যা পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা অথবা তিন সপ্তাহ পূর্বে অনুপস্থিত নির্বাচনের কারণে প্রয়োজন হয়েছে বলা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি আমাদের নিরাপত্তার উপর সরাসরি হুমকি।

আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার বার্তার জন্য যা আপনার হাই কমিশনার আমাকে হস্তান্তর করেছেন এবং আপনার বিবৃতিকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি; সেই সঙ্গে আপনার ফরেন সেক্রেটারিকে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করার সাধুবাদ জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে আপনি নিবেদিত প্রাণ জানি বলেই আমি আশা করবো যে, আপনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার ব্যাপারটি সর্বোচ্চ প্রয়োজন বিবেচনা করবেন যাতে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরূপ না হয় এবং এর সংশোধনাতীত পরিণতি ঠেকানো সম্ভব হয়। আপনার বিশ্বস্ত, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান[৩] (দি রাইট অনারেবল এডওয়ার্ড হীথ এমপি প্রাইম মিনিস্টার এ্যান্ড ফার্স্ট লর্ড অব দি ট্রেজারি এ্যান্ড মিনিস্টার ফর সিভিল সার্ভিস। ১০ ডাউনিং স্ট্রীট, এস ডবি-উ ১।)

৩১ মার্চ : মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে মিয়ানওয়ালী জেলে যুদ্ধ শুরু হলে তাকে সরিয়ে নেয়া হয়। এখানে প্রশ্ন উঠে ইয়াহিয়া খান ঠাণ্ডা মাথায় পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্বের দাবি অনুসারে কেন আলোচনায় বসেনি? এক. গৃহযুদ্ধ নিয়ে ইয়াহিয়া খানের ব্যস্ততা দুই. বিশ্ব জনমতকে সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা তিন. সামরিক চক্রের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা চার. ভুট্টোর কূটকৌশলে নাস্তানাবুদ পাঁচ. অর্থনৈতিক চরম সংকট ছয়. সাহায্য বন্ধ সাত. ভারতের আক্রমণ প্রতিহত করতে সদাসর্বদা ব্যতিব্যস্ত আট. পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ নয়. প্রথমেই শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা দশ. সামরিক ও কূটনৈতিক ফ্রন্টে ক্রমাগত ব্যর্থতা। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল ওমরের অভিমত হলো: "As far as Mujib was concerned the President's mind was completely

closed. Peerzada, who was dealing with the case, would not allow anybody to meet Mujib except Brohi (Who was his defence counsel). The suggestion that Yahya wanted to negotiate with Mujib through Brohi is not correct. If they had ever thought at all of any understanding with Mujib to save the situation and wanted serious negotiations with him. The President would have turned to me. But once or twice when I put some questions regarding Mujib, Peerzada said, 'Don't interfere in this'."[৪]

৩ এপ্রিল : হেনরি কিসিঞ্জার শেখ মুজিবের বিচারকে জিঘাংসামূলক আচরণ উলে-খ করে বলেন এটা হচ্ছে এমন একটি মানুষের বিরুদ্ধে যিনি বেপোরোয়া। ৫৮জন কংগ্রেস প্রতিনিধি ও ১১জন সিনেটর শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সেক্রেটারী অব স্টেট রজার্স পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতকে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। কিন্তু নিক্সন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের উপরে গুরুত্বর চাপ সৃষ্টির বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এটা আশ্চর্যজনক বিষয় যে নিক্সনের মত একজন কঠোর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আচরণ মিসেস গান্ধীর পক্ষে অভাবনীয় ছিল যে তিনি সাহায্য বন্ধের হুমকি দেন যেটা ছিল ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিষয়।[৫]

শেখ মুজিবের নিরাপত্তা দিন

৭ এপ্রিল ১৯৭১। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ইয়াহিয়া খানকে বলেন, শেখ মুজিবের নিরাপত্তা দিন। "তিনি বলেন, আমি জানি একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য আপনি যথাসাধ্য করেছেন এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, পরিস্থিতি যে দিকে মোড় নিয়েছে তাতে আপনি যারপরনাই উদ্বিগ্ন। যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আপনি বর্তমানে যাচ্ছেন তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু সকল পাকিস্তানীর কল্যাণের জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব এই রক্তপাত ও শক্তি প্রয়োগ বন্ধ হওয়া ও আলোচনায় বসা উচিত- এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আমি এটাও মনে করি যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাদের প্রতি জনগণের বিপুল আস্থা রয়েছে, তাদেরও আলোচনায় অংশ নেওয়া উচিত। ৩১ মার্চ আপনার হাই কমিশনার আমাকে বলেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান জেল হাজতে নিরাপদ রয়েছেন। আপনার ব্যক্তিগত ও পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে আমি কি আপনাকে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, এই সঙ্কটকালে আপনি যদি জনসম্মুখে তাঁর এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করেন তাহলে আন্তর্জাতিকভাবেও আপনি প্রশংসিত হবে।"

"তিনি বলেন, এই গোপনীয় ও ব্যক্তিগত বার্তায় আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা **দিচ্ছি যে, আমি নিজেও মনে করি যে, এটি পাকিস্তানের একান্তই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।** গত জানুয়ারি মাসে আমার ইসলামাবাদ সফরের পর থেকে আমাদের মধ্যে খোলাখুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং আমি আশা করবো যে, আপনিও আমাকে সব ব্যাপারে সম-উদারতা ও সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে জানাতে দ্বিধা করবেন না। বিশেষ করে বর্তমানে পরিস্থিতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের

বর্তমান বিবাদ বন্ধে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমানে বিবাদ বন্ধে আপনি কি ভাবছেন এবং কী করে এর একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি সে সম্পর্কে জানাতে ভুলবেন না। আপনি আমার উষ্ণ অভিভাদন গ্রহণ করুন। এডওয়ার্ড হীথ।[৬]

৯ এপ্রিল : ওয়াশিংটন হেনরি কিসিঞ্জার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সি. আই. এ. প্রধান কুশান বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম পাকিস্তানী সৈন্যরা দখল করলেও গ্রামাঞ্চলে বাঙালিদের দখলে রয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয়। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে জেলে আছে কিন্তু অন্য নেতারা সামনে চলে এসেছে। শুকনো মৌসুমের পরে তারা যখন গ্রাম-গঞ্জ প-াবিত হবে তখন তারা আরও শক্তিশালী হবে। স্টেট ডিমার্টমেন্টের প্রতিনিধি মি. সিসকো কিসিঞ্জারের উত্তরে বলেন, ইয়াহিয়া খান ছয় দফা মেনে নিতে চেয়েছিলেন একথা যদি সত্য হয় তাহলে কার্যকর স্বত্তশাসন দিতে পারতেন কিন্তু বড় বেশি দেরী হয়ে গিয়েছিল।[৭] ৯ এপ্রিল : অন্য এক মিটিং-এ বি- বলেন, মুজিবুর রহমানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল বামপন্থীরা। মধ্যপন্থী নেতৃত্ব হয় মৃত, না হয় জেলে। কিসিঞ্জার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর বক্তব্য অনুসারে ছয় দফা মেনে নিতে রাজি ছিলেন তাহলে তিনি সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে কেন?[৮]

শেখ মুজিবের ছবি প্রকাশ করা হবে

৯ এপ্রিল ১৯৭১

ক. তিনি তার আলোচনা ও মুজিবের সঙ্গে কতোদূর পর্যন্ত তিনি পৌঁছতে পেরেছেন সে সম্পর্কে কিছুটা বলতে শুরু করেন। মুজিব তার ছয়-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে। তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি দিতে চেয়েছিলেন যা পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে হয়তো মোটেও গ্রহণযোগ্য হতো না, কিন্তু তার প্রস্তাব চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। আলোচনা চলাকালে এটা বলা অত্যন্ত কঠিন ছিল যে, মুজিব আসলেই কী চায়। শেষ পর্যন্ত ২৩ তারিখে (পাকিস্তান দিবস) সম্পূর্ণ অশোভন এক কাজ করা হয়; কোন সরকারই এরকম অরাজকতা সহ্য করতে পারে না এবং যে কারণে 'এ্যাকশন' নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এখন তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যতো শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক পরিস্থিতির ফিরিয়ে আনা এবং সেটা অনেকটা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র বাইরের শত্রুর হস্তক্ষেপ ও ভারত থেকে আগত অস্ত্র দিয়েই কোন কোন জায়গায় লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

খ. আমি বলেছি, প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় শেখ মুজিবের নিরাপত্তা বিষয়ে জোরারোপ করা হয়েছে। তিনি বললেন, শেখ মুজিবকে নিরাপদেই রাখা হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই আমরা বহু প্রমাণ সংগ্রহ করেছি যাতে ভারত যে তাঁকে সহযোগিতা করে আসছিলো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি ফিল্ড মার্শাল আউয়ুব খানের সঙ্গে আলাপকালে তাঁকে এই বিপজ্জনক ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলাম, আগরতলা মামলা মুজিবকে

জাতীয় বীরপুরুষে পরিণত করবে। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তিনি এই বিপজ্জনক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তাঁকে জাতীয় বীরপুরুষ বানাতে তাঁর কোন আগ্রহই নেই, কিন্তু তিনি তা এড়াতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এটা স্পষ্টই জানালেন যে, মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসার তাঁর কোন সদিচ্ছাই ছিল না।[৯]

১৯ এপ্রিল : কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সি.আই.এ. প্রধান শেখ মুজিবকে প্রধান করে সরকার গঠনে কথা বলেন। ভারত আপাত দৃষ্টিতে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করছে। রাশিয়া এই মুহূর্তে স্বীকৃতির বিরুদ্ধে।[১০]

মুজিবের নিরাপত্তা

১৩ মে ১৯৭১

সকল রাজনৈতিক দলসহ ভারতের জনসাধারণ পাকিস্তান সরকারের ঘোষণানুযায়ী সেখানে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনি যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার বিশ্বস্ত, ইন্দিরা গান্ধী। নয়া দিলি-।[১১]

রাজনৈতিক সমঝোতা

২০ মে ১৯৭১

"আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছি।"

"তিনি বলেন, আপনি এই পরিস্থিতিতে আপনার ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আমার উপদেশ চেয়েছেন। এই পরিস্থিতে আপনার সরকার যে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে তাতে আমি অভিভূত। আমি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং সামরিক হস্তক্ষেপ বা সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ যাই-ই হোক না কেন, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত। এই যুদ্ধাবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার অর্থ হচ্ছে উগ্রবাদীদের স্বার্থ হাসিলের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। অবিলম্বে সামরিকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা এবং আন্তর্জাতিক রিলিফ বিতরণের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে রাজি করানোর জন্য আমদের সকলের চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র ভীতি ও ক্ষুধা দূর করার মাধ্যমেই একটি সন্তোষজনক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।" আপনার বিশ্বস্ত, এডওয়ার্ড হীথ।[১২]

২২ মে : মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনায় ফারল্যান্ড বলেন, যে গোলাগুলি বন্ধ করা উচিত এবং সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা ঘোষণা করা উচিত। তিনি বলেছেন প্রকৃত স্বাভাবিকতা ফেরত আসতে খুবই সামান্য আশা রয়েছে। এখানে প্রশ্ন রয়েছে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করেন। শেখ মুজিবের অবর্তমানে কে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করবেন।

ইয়াহিয়া খানকে আমি বলেছি, সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ বর্তমান অবস্থায় যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি পরবর্তীতে কী করবেন। ইয়াহিয়া খান বললেন, তিনি অক্টোবর পর্যন্ত দেখবেন।[১৩]

ইন্দো-পাক রিলেশনস : পর্যালোচনা

২৬ মে ১৯৭১

ক. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন যে, আসছে তিন সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ৭% নির্বাচনী এলাকায় পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কারণ এসব এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কোন নির্বাচন হবে না। সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে প্রাদেশিক ও জাতীয় এ্যাসেম্বলি বসবে এবং একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। সংবিধানটি সামরিক প্রশাসক তৈরি করবেন যাতে 'ছয়-দফা' দাবিসমূহের সারমর্ম থাকবে। জাতীয় পরিষদ একে পরিবর্তন করতে পারবে, তবে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হবে না। যাখন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্টের কাছে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চায় তখন প্রেসিডেন্ট খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পরে প্রেসিডেন্ট বলেন, যে বড় ধরনের অন্যায় করেছে এবং তাকে এ জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ফারল্যান্ড জানতে চান, শেখ মুজিবকে সুবিচারের সুযোগ দেওয়া কি সম্ভব? কেননা এরকমটাই সবাই বলছেন এবং এ নিয়ে লেখালেখিও হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আবারও বলেন যে, তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে চান। পেশওয়ারে যে বাড়িটি তিনি তৈরি করছেন তা দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।[১৪] ৩ জুন : ভারতের রাষ্ট্রদূত ও হেনরি কিসিঞ্জার এর মধ্যে আলোচনায় দেখা যায় রাষ্ট্রদূত কিটিং বলেন, পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত জুড়ে দেয়া যেতে পারে। ১. পূর্ব পাকিস্তানের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা ২. শরণার্থীদের ভারতে আগমন বন্ধ করা এবং ৩. রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়া। অবশ্য তিনি এও বলেন, কিভাবে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়া যাবে তা তিনি জানেন না। ড. কিসিঞ্জারও বলেন রাজনৈতি সমাধান কিভাবে অর্জন করা যাবে তা তিনি জানেন না। রাষ্টদূত বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা শেখ মুজিবের বিষয়ে অনমনীয় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তিনি হলেন দেবতা তুল্য। এছাড়াও আরোও দুটি কারণ রয়েছে শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে সৎপ্রতিবেশিমুলক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। দ্বিতীয় ভারত উদ্বিগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে গভীর সম্পর্কে নিয়ে।[১৫] ১৭ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব দি স্টেট মি. রজার্স সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. শরণ সিং-এর একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ শরণ সিং-এর সাথে ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ঝা. মিনিস্টার রাজগোত্র এবং বহিঃপ্রচার বিভাগের ডাইরেক্টর এস. কে. সিং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারীর সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রদূত কিটিং, সহকারী সেক্রেটারী সিসকো স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভ্যান হোলেন ও সিনডার। আলোচনার এক পর্যায়ে শরণ সিং শেখ মুজিব কর্তৃক ৬ দফা ভিত্তিক নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়ে এবং শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আওয়ামী লীগের পরিচালিত কার্যক্রম এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে

'বিচ্ছিন্নতাবাদী' অভিহিত করে ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযান পরিচালনা বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে। শরণ সিং বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সংকট রাজনৈতিকভাবে সমাধান সম্ভব যদি বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন আওয়ামী লীগের ভিতরে বিভক্তি না এনে শেখ মুজিবের প্রতিনিধিত্বে একটি পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী বলেন, "We are prepared to play responsible helpful role but we have no simple, easy solution."

মুজিবের অবস্থান আগের চেয়েও শক্তিশালী

২১ জুন ১৯৭১, ১০ ডাউনিং স্ট্রিট উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মি. পি জে এস মুন।

প্রধানমন্ত্রী মি. শরণ সিং-এর কাছে জানতে চান যে, কেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা বেরিয়ে আসছে এবং এটা কতোটা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য হচ্ছে? উত্তরে মি. শরণ সিং বলেন, শরণার্থীদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হচ্ছে। এই চাপ আসছে কিছুটা পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালিদের কাজ থেকে এবং বাকিটা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষই, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মুসলামান সমর্থকরা শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ করেছে: কিন্তু বর্তমানে যারা আসছে তাদের বেশিরভাগই হিন্দু এবং এটা এখন নিশ্চিত যে, হিন্দুরাই এখন সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যদিও ভারত সরকার বিষয়টিকে ভারতীয় অনুভূতিতে আঘাত হিসেবে ব্যবহার করছে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বারবারই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। মি. শরণ সিং কি মনে করেন যে, রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মন থেকেও ভয় দূর করতে সক্ষম হবে? মি. শরণ সিং বলেন, আজ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কোন বক্তব্য থেকেই শরণার্থীদের মধ্যে তেমন কোন আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়নি।

মি. শরণ সিং বলেন, ভারত মনে করে যে, একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারীরাই এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে এবং সেটা আওয়ামী লীগের দ্বারাই সম্ভব। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ বাঙালির মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। ভারত সরকার কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান সম্পর্কে কিছু বলতে আগ্রহী নয়; তবে তারা মনে করে যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না এবং আওয়ামী লীগকে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা আবশ্যক।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের অবস্থান কি আগের মতোই শক্ত রয়েছে? মি. শরণ সিং বলেন, এটা শুধু আগের মতো শক্তিশালীই নং বরং আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে জনগণের কখনই বিচ্ছিন্নতা জন্মায়নি, কারণ তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোন সুযোগ কখনও তাঁকে দেওয়া হয়নি, ফলে জনসম্পৃক্ততা কখনওই কমেনি বা থেমে যায়নি। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের লোকজন সম্পর্কে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শরণ সিং বলেন, এখানে কয়েকজন ভালো নেতা রয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মুজিবের প্রয়োজন অপরিসীম এবং তার সঙ্গে কথা বলা এখন খুব প্রয়োজনীয়। মি. শরণ সিং একথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, ভারত সরকার একজন

ব্যক্তি হিসেবে মুজিবের জন্য উদ্বিগ্ন নয়, বরং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যই মুজিবের একান্ত প্রয়োজন বলে ভারত মনে করে। তারা মনে করে যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগের আগ পর্যন্ত তিনি কখনও ইয়হিয়ার কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেননি, তিনি তার ছয়-দফার ভিত্তিতেই আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবি এসেছে। কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্যদের নিয়ে পূর্ব পাকস্তানে একটি বিকল্প-সরকার গঠনে ইয়াহিয়ার পদক্ষেপের কোন ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে মি. শরণ সিং মনে করেন না। তারা সব সময়ই দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মি. শরণ সিং বলেন, পাকিস্তান সরকার যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ অব্যাহত রাখে, তাহলে পাকিস্তানের বিভক্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। মি. শরণ সিং তাঁর বক্তব্য শেষ করেন ভীতির কথা দিয়ে। তিনি বলেন, এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে উগ্রপন্থীরা পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে এবং তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের আলোচনার কোন উদ্যোগও দেখছেন না। এরকম কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা যাতে না ঘটে সে কথা মনে রেখে ব্রিটেন ও ভারতকে নিজের স্বার্থেই সেদিকে নজর রাখতে হবে। আমরা উভয়েই ওই অঞ্চলে বিশেষ করে গোটা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি দেখতে আগ্রহী।[১৭]

২২ জুন : প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাক্ষরিত ২৪ এপ্রিল লিখিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের একটি আবেদন স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে। উক্ত আবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে উলে-খিত ছিল। উক্ত চিঠিটি বার্লিন পোস্ট অফিস থেকে ২৬ মে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এক. এই পত্র স্বীকৃতি তারা দেবে না, তবে তা দুই. রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত করা হবে। তিন. জিজ্ঞাসিত হলে বলা হবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি ব্যাপারে তারা কোন অনুরোধ পাননি। চার. বলা হবে বার্লিন থেকে যে পত্র পাওয়া গেছে তা কোন্ ঠিকানায় উত্তর দেওয়া হবে তা লেখা হয়নি। পাঁচ. আমরা মনে করি পূর্ব পাকিস্তান অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ।[১৮]

উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে সতর্কতা

২২ জুন ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের হাইকমিশনারের কাছে জানতে চান যে, ২৮ জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ভাষণ দেবেন সে সম্পর্কে তার কিছু জানা আছে কি না। হাইকমিশনার বলেন, এ ব্যাপারে অফিসিয়াল কোন তথ্য তাঁর কাছে নেই, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এ দিন প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঘোষণা দেবেন এবং অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতর থেকে একটি রাজনৈতিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা থাকতে পারে। এ সময় এক প্রশ্নের উত্তরে হাইকমিশনার বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনায় বসার কোন প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তবে কতিপয় আওয়ামী লীগ

নেতা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন বলে তিনি জানেন। তবে তিনি জানেন না যে, এই নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিকভাবে কতোটা গ্রহণযোগ্য। হাই কমিশনার এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন যে, তারা যা ভয় পাচ্ছেন পরিস্থিতি যাতে সে দিকে এগিয়ে না যায় সে জন্য বৃটিশ সরকার যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে।

প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের চিঠির উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েল সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রীর মনে করেন যে, শরণার্থীরা ভারতের অভ্যন্তরে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে তার থেকে ভারতের বিপদের সম্ভাবনা কতোটা ভয়াবহ এবং এর ফলে উগ্রপন্থীদের বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়টিকেই আমাদের এখন বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত।[১৯] ২৮ জুন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সহকারি কিলে-াগ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শরণার্থী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনার একপর্যায়ে ইয়াহিয়া খান বলেন যখন পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে তখনই প্রতিভাত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি যোগাযোগ রয়েছে। ইয়াহিয়া খান কিলে-াগকে বলেন, তিনি শরণার্থী ক্যাম্প দেখেছেন কিন্তু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প দেখেননি।[২০]

পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ

২৮ জুন ১৯৭১

ক. শেখ মুজিব প্রথমে বলেছিলেন যে, ছয়-দফা নিয়ে আলোচনা সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অনঢ় ভূমিকা পরিস্থিতি বিরূপ করে তোলে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ নাকচ করে দেন এবং আগে থেকেই তিনি কৌশলের মাধ্যমে এবং তা সম্ভব না হলে বলপ্রয়োগ করে দেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। ১৫ মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলাকালে তিনি এবং তাঁর অনুচররা এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই গোপনে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। তারা জিন্নার সৃষ্ট পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছে, তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দের কারণে প্রেসিডেন্টের সকল প্রচেষ্টা বিফলে গেছে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই প্রেসিডেন্টকে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছে।[২১]

৭ জুলাই : নয়াদিল-ীতে হেনরী কিসিঞ্জার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে শেখ মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কী না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান বিষয়টি সমাধান করবে, এটা ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নয়, ভারত শরণার্থী সমস্যা ব্যতীত জড়িত নয়।[২২] ৮ জুলাই : কিসিঞ্জার বলেন, এক সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বন্দী মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সেটেলমেন্টে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ভারত তাকে চাপ দেয়নি।[২৩]

২২ জুলাই : বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করে শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।[২৪]

২৩ জুলাই : কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউগ্রুপের একটি মিটিং হয়। মিটিং এ স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ডিফেন্স, জেসিএস, সিআইএ, এইড গ্রুপ এবং অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ আলোচনার এক পর্যায়ে কিসিঞ্জার তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে বলেন, ইয়াহিয়া ও তার গ্রুপ কখনো জয়লাভ করতে পারবে না এবং সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক সমন্বয় করতে অসমর্থ। তারা অনুগত এবং গোয়ার সৈনিক। তাদের প্রকৃত বুদ্ধিজাত সমস্যা এই যে পূর্ব পাকিস্তান কেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকতে চায় না, তারা এটা বুঝতে অক্ষম। আরউইন বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আপনাকে বলেছেন, কোন সমস্যা সমাধানে তারা কোন চাপ দেবে না কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রদূত ঝা আমাকে বলেছেন আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিসকো বলেন, আমরা ইয়াহিয়া খানকে আওয়ামী লীগের দিকে ঠেলা দিতে পারি। আমরা তাকে বলতে পারি তা হল, "We can to see that he (Yahya) doesn't try Mujib. I will weigh in with Hialy (পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত) on that."[২৫]

৩০ জুলাই : হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মি. আরউইন বলেন আমরা পলিটিক্যাল এ্যাকোমোডেশনের কথা বলতে পারি। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন পলিটিক্যাল এ্যাকোমোডেশন বলতে আমরা কি বুঝবো? পলিটিক্যাল এ্যাকোমোডেশন বলতে ভারত বিবেচনা করে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভক্তি। ভ্যান হোলেন বলেন, আমাদের একটি বিশেষজ্ঞ সেল থাকা দরকার যার মাধ্যমে আমরা প্রতিষ্ঠানিক কর্ম সম্পাদন করতে পারি। ইয়াহিয়ার উচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত হওয়া। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন, অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গতিশীল হলে ভারত তার সীমান্ত সংঘর্ষ নামিয়ে আনবে। ভারত বলেছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলোচনা করা উচিত।[২৬]

মুজিবের বিচারে গভীর উদ্বেগ

১০ আগস্ট ১৯৭১

ক. আজ দুপুরে যখন আমার (জাতিসংঘে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত) সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবের (উ থান্ট) সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি শেখ মুজিবের বিচার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, আমরা ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি কি না? আমি বলেছি, আপনি ইতোমধ্যেই বিষয়টি লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার মি. সালমান আলীকে জানিয়েছেন। উ থান্ট বললেন, প্রায় এক সপ্তাহখানেক আগে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোন উত্তর না পাওয়ায় আজ একটি বিবৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ইতোমধ্যেই আমেরিকান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। আমি তাঁর কাছে জানতে

চেয়েছি যে, মি. তানকু'র (জাতিসংঘ প্রতিনিধি) সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলাপের কোন অগ্রগতি হয়েছে কি না। উত্তরে উ থান্ট আমাকে জানালেন যে, তাদের আলোচনার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছুই তাঁর জানা নেই।

খ. সেক্রেটারি জেনারেল ভেবে পাচ্ছেন না তাঁর এখন কি করা উচিত। তবে তিনি মনে করেন যে, প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মাধ্যমেই ইয়াহিয়াকে নিবৃত্ত করা সম্ভব।[২৭]

শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ করুন

১১ আগস্ট : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মীকান্ত ঝা-এর মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি শেখ মুজিবের গোপন সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের বিষয়ে উলে-খ করেন যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐদিনে হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনাকালে যোশেফ সিসকো বলেন, আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলতে পারি, শেখ মুজিবকে যেন বধ না করেন।[২৮]

ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেবে

"বিদেশী আইনজীবীদের কোন প্রকার সহায়তা ছাড়াই সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরুর করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ঘোষণা দিয়েছেন তা ভারত সরকার, জনগণ ও সংবাদ-মাধ্যমকে নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়া শেখ মুজিবকে হত্যা করার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটা পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেবে, কেননা আমাদের জনগণ ও সকল রাজনৈতিক দল বিষয়টিকে কোন ভাবেই মেনে নেবে না। তাই আমরা এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। এই অঞ্চলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

আপনার বিশ্বস্ত, ইন্দিরা গান্ধী।[২৯]

ইয়াহিয়া রাক্ষস নন

১২ আগস্ট ১৯৭১

ক. শেখ মুজিবকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য তা প্রয়োগ করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে। শরণ সিং-এর দিলি- বক্তৃতার মতো বক্তব্য ভালোর পরিবর্তে আরও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে, যদিও আমরা জানিনা যে, এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে ভারত কেন বিরত থাকছে না।

খ. বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে সম্ভবত আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত দেশ। ইন্দো-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্তমান অবস্থায় কেবল বৃটিশ সরকার কর্তৃক কোন আবেদনে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। যদি আমেরিকা রাজি হয় তাহলে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালানো যেতে

পারে, যদিও এ ব্যাপারে বৃটেনের জড়িত হওয়া সম্পর্কে এখানকার মার্কিন দূতাবাস উৎসাহী নয়। ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন চাপকেও অগ্রাহ্য করা হবে এবং বোধগম্য কারণেই চীনকে আমরা এর থেকে বাইরে রাখতে পারি। কমনওয়েলথভুক্ত অন্য দুটি বড় রাষ্ট্র কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

গ. কোন তৃতীয় দেশের মাধ্যমে আমেরিকা ও আমাদের মিলিত চাপ ফলপ্রসূ হতে পারে। এক্ষেত্রে তৃতীয় দেশ হিসেবে ইরানকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেয়া যায়, কারণ প্রেসিডেন্ট এখনও পর্যন্ত শাহ্-র কথা শুনতে রাজী আছেন যদিও মিসেস গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের ব্যাপারে তিনি (শাহ্) মধ্যস্থতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তুরস্ককেও আমরা একটি সম্ভাব্য দেশ হিসেবে ধরতে পারি, একই কথা প্রযোজ্য মালয়েশিয়া এবং কয়েকটি প্রধান আরব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। আবুধাবির শেখ জাঈদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। যদিও 'রাষ্ট্রদ্রোহী'র শাস্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তিনি হয়তো পাকিস্তানের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে যে উ থান্ট ভারত কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে কাজ করছেন। তাই উ থান্টের এমন কিছুই করা উচিত হবে না, যাতে মনে হতে পারে ভারতের চাপ তাঁকে প্রভাবিত করছে।

ঘ. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর বৃটেনে পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ যেমন নেভিল ম্যাক্সওয়েল, মিসেস জিল নাইট এবং প্রফেসর রাশব্রুক উইলিয়ামের মতো ব্যক্তিবর্গের চাপও এই মুহূর্তে কাজে আসতে পারে, তবে এটা যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ এর পেছনে যে কোন সম্মিলিত উদ্যোগ নেই, সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং এটাও যাতে মনে না হয় যে, এসব ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন।

ঙ. আমরা যতটুকু জেনেছি তাতে বিচার পর্ব (শেখ মুজিবুর রহমানের) ১০ দিন ধরে চলবে এবং মনে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করা হবে না। তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করতে হলে তা সম্মিলিতভাবে এবং ক্রমান্বয়ে করতে হবে। একবারেই আমাদের সমস্ত গোলাবারুদ নিঃশেষ করা উচিত হবে না।

চ. পাকিস্তানী হাই কমিশনার মি. সালমান আলীর সঙ্গে আপনার আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে চাইছি যে, যে বা যারাই শেখ মুজিবকে রক্ষা করতে চান তাঁদের সকলকেই ইয়াহিয়ার সহজাত ধারণার কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর রূঢ় নীতির জন্য কিছু সমালোচক তাঁকে রাক্ষস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তা নন।[৩০]

শেখ মুজিবের বিচারে আমরাও উদ্বিগ্ন

১৪ আগস্ট ১৯৭১

"শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কে পাঠানো আপনার বার্তাটি ভারতীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে আমার হস্তগত হয়েছে।

শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে আপনার মতো আমিও সমভাবে উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যেই আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো আমার বার্তায় যতো দ্রুত সম্ভব

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলেছি। শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ড দান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের উদ্দেশে স্যার আলেক ডগলাস হিউমও লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। হাই কমিশনার আমাদের এই উদ্বেগের কথা তাঁর সরকারকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তুলে ধরেছি। তথাপি কোন প্রকার অবিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ না করেন তা নিশ্চিত করার জন্য আরও কি করা যেতে পারে, তা আমরা বিবেচনা করে দেখছি। শুভেচ্ছা সহ, এডওয়ার্ড হীথ।"[৩১]

বিচার প্রহসন মুজিব হত্যার চক্রান্ত

১৬ আগস্ট ১৯৭১

গতকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বে ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে আবেদন জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন, যেন তাঁরা শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে সামরিক আদালতে বিচার ব্যবস্থা এবং তাকে কোনরকম বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিষিদ্ধ করার যে ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করেছেন, তাতে ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, প্রেস এবং সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

"আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে এই তথাকথিত বিচার প্রহসনের আড়ালে শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে। এই হত্যার সংঘটিত হলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারতের সমস্ত্র রাজনৈতিক দল ও জনগণের মনোভাব কঠোর হওয়ার ফলে এদেশেও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সেই কারণেই আমাদের উদ্বেগ এত গভীর। তাই আপনার কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে, এই অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাতে এ ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, তার জন্য আপনি তার উপর আপনার প্রভাব কাজে লাগান।"

শেখ মুজিব তাঁর দেশের জনগণের এক অবিসংবাদিত নেতা, বিপুলভাবে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর সাফল্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির মধ্যে হয়ত সবচেয়ে চমকপ্রদ। আমাদের দেশের জনমত, প্রেস, সংসদ এবং সরকার সবারই দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী কার্যকলাপের ফলে আমদের দেশ সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে। পাক সরকার শেখ মুজিবের প্রাণনাশ করলে বা তাঁর কোন ক্ষতি করলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাতে এই সমস্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।

"আমরা আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান, যেন তাঁরা তাঁদের এবং আমাদের দেশকে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ফেলার মত কোন কাজ না করেন। পাক সরকার শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করলে তার ফল মারাত্মক হবে।"

১০ আগস্ট শ্রীমতী গান্ধী আবেদনটি পাঠিয়েছেন নিম্নোক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আরব সাধারণতন্ত্র, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ-াভিয়া, হল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি দেশে।[৩২]

১৭ আগস্ট : ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং-এ হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরউইন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করেছে, যার ফলে ভারতে আরো শরণার্থীদের ঢেউ এসে লাগবে। পলিটিক্যাল এ্যাকোমোডেশনে ব্যর্থ হলে এবং শেখ মুজিব রহমানকে হত্যা করা হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আমরা ভারতকে জরুরীভাবে বলতে পারি তাদের হুমকি বন্ধ রাখার জন্য। না হলে ভারত সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষ ঘটলে, দুর্ভিক্ষ অথবা শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে সবদিক থেকেই বিপদ ঘনীভূত হবে। সেজন্য আমরা ভারতকে বলতে পারি আক্রমণ না করার জন্য। দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারি, জাতিসংঘকে কাজে লাগাতে পারি এবং টেড কেনেডিকে নিয়োজিত করতে পারি।[৩৩]

১৭ আগস্ট : সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন মৌখিকভাবে তার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান যিনি পাকিস্তানের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ তার বিচারে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং শেখ মুজিবের যদি দণ্ডাদেশ দেয়া হয় তাহলে পাকিস্তানকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হবে।[৩৪]

১৯ আগস্ট : শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বন্দী শেখ মুজিবের ভাগ্য নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তা পড়েছেন বলে চিহ্নিত করা আছে। চিঠিতে শ্রীমতি গান্ধী যে মূল বিষয়গুলো অবতারণা করেছেন তার মূল কথা হল : এক. পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের আপত্তি নেই। তবে তিনি মনে করেন এটা কোন ফলদায়ক কিছুই আনবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি পূর্ব বঙ্গে একটি বেসামরিক সরকার স্থাপন করে শরণার্থীদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে ভারত হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। দুই. ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিন. পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং সভার শেষে দেশে ফিরে এলে পূর্ব পাকিস্তানে আরো বেশি অত্যাচারের মাত্রা যা নাজিদের নৃশংসতা ছাড়িয়ে গেছে যাতে শরণার্থীরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসছে। চার. যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে নতুন করে অস্ত্র প্রেরণ উপমহাদেশের জন্য একটি দুঃখের অধ্যায়।[৩৫]

মুজিবের বেঁচে থাকার ঘোষণা জরুরী

১৯ আগস্ট

ক. গত ১৫ জুলাই লন্ডনে যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নিয়ে আমার উদ্বেগের কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম এবং আপনিও আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার ও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য অত্যন্ত বড় ধরনের ভুল কাজ হবে।

খ. বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানগণ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ক্ষমাশীল হওয়ার উপদেশ দিয়ে বেশ কিছু চিঠি লিখেছেন। আমি তাঁর মনোভাব বুঝতে পারছি না। মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের দায়বদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই অবিলম্বে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আরো চাপ প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে বলে আমি মনে করি।

গ. আমি মনে করি, আপনার মতো একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং পাকিস্তানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে যদি উপদেশ আসে তাহলে সেটা কার্যকর হবে এবং আপনি যদি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে মুজিব যে বেঁচে আছে এমন কোন কথাও আদায় করতে পারেন, তাহলে তা পাকিস্তান ও বিশ্ব-শান্তির জন্য অত্যন্ত বড় কাজ হবে। আমি জেনেছি যে, আসছে সেপ্টেম্বরে ইসলামি সম্মেলনে যোগ দিতে আপনি কাবুল যাচ্ছেন। এ সময় যদি আপনি এ বিষয়টি সকলের গোচরে আনেন এবং পুনরায় পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের বিষয়ে আলোচনা করেন তাহলে সত্যিই ভালো হয়।

ঘ. আমি আমার এই ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে উত্তর আশা করবো এবং আপনি যদি এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য আমাকে অতি শীঘ্র জানান তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো। ডগলাস-হিউম।[৩৬]

মৃত্যুদণ্ড হবে

২০ আগস্ট : পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেন। ফারল্যান্ড তাকে বলেন, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র শেখ মুজিবের ক্যামেরা ট্রায়াল সম্পর্কে গভীর আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, আপনার বন্ধু হিসেবে আমি গভীরভাবে একথা আপনাকে পরামর্শ দেব যে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করবেন না। তিনি বলেন আমার মতে এটা হবে তার সরকার এবং তার জন্য ভাল। এর উত্তরে তিনি শেখ মুজিবের বিচারে সবচেয়ে ভাল আইনজীবী এ.কে. ব্রোহীকে নিয়োগ দিয়েছেন, সামরিক ট্রাইবুনালকে বলেছেন সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড সমূহ গোটাটাই রক্ষা করতে। ইয়াহিয়া খান বলেন যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে তাতে সম্ভবত তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে। তবে তার একটি পরিকল্পনা রয়েছে যে মৃত্যু দণ্ডাদেশ হলে শেখের পক্ষ হতে যদি ক্ষমা প্রদর্শনের পিটিশন পেশ করা হয় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করনে। কিন্তু তিনি তা কয়েক মাসের জন্য তা রেখে দেবেন এবং বেসামরিক সরকার আসলে তারা তা দেখবেন। যদি মুজিবের ক্ষমা পিটিশন বেসামরিক সরকারের জন্য সমস্যার সৃষ্টি না করে তাহলে নূন্যতম সম্ভাবনা নেই মুজিবকে হত্যা করার। ফারল্যান্ড তাকে বলেন, আপনি যা বললেন তা থেকে পরিষ্কার যে আপনি এর সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য। ইয়াহিয়া উত্তরে বলেন, আমার বা আপনার উদ্বেগের কারণ নেই কেননা আমি কোন মানুষকে হত্যা করতে চাই না এমনকি সে যদি একজন বিশ্বাসঘাতকও হয়। ইয়াহিয়া খান বলেন, ২১ সেপ্টেম্বর থেকে মুজিবের বিচার পুনরায় শুরু হবে। ফারল্যান্ড তাকে বলেন যে, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিচার শেষ হয়েছে এবং তা আপনার সুপারিশের জন্য পেশ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া খান বলেন,

বিচার চলছে। বিচার শেষ হবার পর তিনি বিচার সম্পর্কিত কাগজপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন যাতে জনগণ বুঝতে পারে বিচার কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করেন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ও আলোচনায় মুজিবকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করছেন কিনা। ইয়াহিয়া খান ইঙ্গিত দেন এটা আমার বিবেচনার ভিতরে আছে কিন্তু আমার অসুবিধাটা হচ্ছে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দেশদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ড আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে পশ্চিম পাকিস্তানে এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে যে তার প্রতিক্রিয়া মুজিবের মুক্তি অসম্ভব করে তুলবে।[৩৭]

মুজিব মৃত চিন্তা করতে পারছি না

৮ সেপ্টেম্বর : হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে স্পেশাল এ্যাকশনস্ গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এই মর্মে সিনেটর কেনেডি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার বলেন, আমি চিন্তাও করতে পারি না শেখ মুজিব মৃত। এইড গ্রুপের মি. উইলিয়াম বলেন, সম্ভবত মাত্র ১৬জন আওয়ামী লীগ এম.এন.এ. ঢাকা আছেন। ত্রাণ কার্য পরিচালনায় অসুবিধা রয়েছে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন, মুজিবের বিচার হবে। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলা আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিসকো বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতায় আমরা বাংলাদেশকে অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাখার চেষ্টা করছি। আমরা যে গোপনে বাংলাদেশের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে আলোচনা করছি এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান আমাদের উদ্যোগকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। আরউইন বলেন, এসব কিছুই নির্ভর করছে মুজিবের সঙ্গে তারা কি আচরণ করে তার উপর।[৩৮]

মুজিব ব্যতীত কোন আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না

২ অক্টোবর : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. শরণ সিং ও যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী রজার্সের ভিতরে এক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিরসনে শরণ সিং বলেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা গোপনে যাই আলোচনা করুক না কেন মুজিব ব্যতীত কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। রজার্স বলেন, আলোচনা অর্থ এই নয় যে আমরা শেখ মুজিবকে পরিত্যাগ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মি. সেন বলেন, নিচুপর্যায়ে যে আলোচনা হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। বাংলাদেশ সরকারের উপরে ভারত সরকারের প্রভাব কম। সিসকো বলেন, পাকিস্তান সরকার আলোচনা করতে আগ্রহী। সেক্রেটারী রজার্স আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলেন, পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের সাথে আলোচনায় আগ্রহী হলে আমাদের যা করণীয় আমরা তা করবো। তিনি এই ব্যাপারে ভারতের সাহায্য কামনা করেন।[৩৯]

আলোচনার শর্ত শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা

৭ অক্টোবর : স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গৃহিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। এ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান কোলকাতায় বাংলাদেশ

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি বাইরে রেখেছেন। রাজনৈতিক পর্যালোচনায় পরামর্শ দেয়া হয় বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের আলোচনা শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু লক্ষ করা যেতে গেছে যে, ইয়াহিয়া খান সবসময় হোঁচট খেয়েছেন এই ভেবে যে বাংলাদেশ নেতৃত্ব আলোচনায় শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে।[৪০]

মূল চাবিকাঠি শেখ মুজিব

৭ অক্টোবর : হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং-এর এক সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইউ. এ. জনসন বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখেছি এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছি। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোরাজুরি করা হচ্ছে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন এটি কি তাদের প্রারম্ভিক কথা? জনসন বলেন, হ্যাঁ এটা তাদের প্রথামিক অবস্থান কিন্তু মূল চাবিকাঠি শেখ মুজিবুর রহমান। ইয়াহিয়া খান যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং তার সাথে আলোচনায় বসেন... (কিছু অংশ বিলুপ্ত)। ভ্যান হোলেন বলেন, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সম্প্রতি ইয়াহিয়া খানকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার কথা বলেন, যা চমকপ্রদ তা হলো এই প্রস্তাবে তিনি কোন নেতিবাচক মনোভাব দেখান নি। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় কিন্তু এখনো অনুমানের পর্যায়ে রয়েছে। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনায় আমার অভিমত হলো তারা পাকিস্তানকে শক্তভাবে আঘাত করতে চায় যাতে সব সমস্যা সমাধান হয়। তিনি বলেন, ভারত যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি তাহলে শেখ মুজিবের মুক্তিসহ বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন সবকিছুই শতকরা ৯০ ভাগ অর্জন করা সম্ভব।[৪১]

৮ অক্টোবর : ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা-এর সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জারের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঝা হেনরি কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেন তার এমন অবস্থান রয়েছে কিনা যেখান থেকে তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা যায় এসম্পর্কে পাকিস্তানকে আবেদন করতে পারেন কিনা। ঝা তাকে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দিনে দিনে বাম দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, কোলকাতায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে এবং যতই দিন যাবে তা উগ্রপন্থীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে উন্মুক্ত হবে। কিসিঞ্জার সম্মতি দিয়ে বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমঝোতা হওয়া উচিৎ কিন্তু একতরফাভাবে কিছু না করার জন্য সতর্ক করে দেন।[৪২]

সমঝোতার জটিল ইস্যু শেখ মুজিব

১১ অক্টোবর : করাচি থেকে কনসোল জেনারেল কর্তৃক পাঠানো এক টেলিগ্রাম হতে জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনায় সবচেয়ে জটিল ইস্যু

হলো শেখ মুজিবের ভূমিকা। ইয়াহিয়া খান বলেন, তার স্বাধীনতার কার্যক্রমের একটা সীমা আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন নেতাই শেখ মুজিবের মুক্তি এবং তার সঙ্গে আলোচনাকে স্বাগত জানায় না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ নেতা নুরুল আমিনও না। ইয়াহিয়া বলেন, তিনি যদি শেখ মুজিবকে ক্ষমা করেন তাহলে বিপুল জনগণ প্রশ্ন করবে তাহলে এত দুঃখজনক ঘটনা ও বেদনা সংঘটিত হলো কেন? তারা তখন বলবে ইয়াহিয়া খান কেন ক্ষমতায় বসে আছে? তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতলোভী নন কিন্তু তাকে সমস্যা সমাধানে কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে যা দেশ সম্মুখিন। ইয়াহিয়া বলেন, তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন তিনি স্বাভাবিক প্রকৃতির লোক। শেখ মুজিবের উপর তার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই, কিন্তু তিনি সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলি অস্বীকার করতে পারেন না।[৪৩]

শেখ মুজিবকে ছাড়া যাচ্ছে না

১৫ অক্টোবর : আড়াই হাজার বছর ইরানের রাজতন্ত্র পূর্তি উপলক্ষে ইরানের বাদশা ইয়াহিয়া খান এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি-র মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। ইয়াহিয়া খান কোন্ অবস্থায় সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। পদগর্নি সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, এই ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার সরকারের আছে, কিন্তু সাত কোটি মানুষের নেতাকে শেখ মুজিবকে কোন্ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পদগর্নি বলেন, আমরা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে এবং পাকিস্তানের বিভক্তি চাই না। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেন। ইয়াহিয়া বলেন, এটা অসম্ভব। কারণ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ করেছেন।[৪৪]

নিষ্পত্তিতে শেখ মুজিবের ভূমিকা

২২ অক্টোবর : ভারত পাকিস্তান অবস্থা সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান অবহেলিত হওয়ার কারণে ভারত-পাকিস্তান উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে পরামর্শ দিয়েছে অবিলম্বে ইয়াহিয়া খানকে একটি সমাধানে উপনীত হতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেহেতু বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত আছেন সে জন্য পূর্বে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় উদ্যোগী হতে পারেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা বলেছেন, আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার নিষ্পত্তি করতে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে এই মর্মে পরামর্শ দেয়া হয় যে তিনি যেন এই প্রশ্নটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট উত্থাপন করতে পারেন কিনা যে শেখ মুজিব এই নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।[৪৫]

মুজিব তার প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন

২ নভেম্বর : মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড-এর রিপোর্টে জানা যায় ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের নেতা নুরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত যিনি অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানে ছিলেন) ও তার গ্রুপের সঙ্গে শেষ মুজিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কিভাবে কার্যকর যোগাযোগ করা যায় তা উদ্ভাবন করবেন। ইয়াহিয়া খান ফারল্যান্ডকে বলেন, "Mujib be allowed to designate the representative." ঐ দিনেই ইয়াহিয়া খান অস্ট্রেলিয়ান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের শরণার্থীদের জন্য ভারতের যে সমস্যা উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেন শেখ মুজিব হলেন সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু, প্রশ্নাতীতভাবে মুজিবের ভাগ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এবং অবশেষে তাঁকে ভবিষ্যৎ পূর্ব পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।[৪৬]

৩ নভেম্বর : শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ মুজিবের বিচারের কাগজপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না। ইয়াহিয়া খান আলোচনা সমাপ্ত করেন এই বলে যে, তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যারা গঠনমূলক কাজ করার অবস্থানে আছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন।[৪৭]

মুজিবের সঙ্গে সমঝোতার নিশ্চয়তা চায় ভারত

৫ নভেম্বর

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠক হয় ৫ নভেম্বর, ১৯৭১। রজার্স বৈঠকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান। ইন্দিরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির কারণে ভারতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন। এই হুমকি কেবল ভারতের সীমান্তে পাক-সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে নয়, এটা ব্যাপকভিত্তিক উদ্বাস্তু স্রোত এবং এটা যাতে আরো তীব্র হয়, যে লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়ন থেকে উদ্ভূত। এটা ভারতের ওপর অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করেনি, এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এটা এমনকি ভারতীয় স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। ইন্দিরা উলে-খ করেন যে, এই সংকট তার ওপর এক বিরাট চাপ বয়ে এনেছে। এমনকি তার মন্ত্রিসভার মধ্যেও এই অনুভূতি রয়েছে যে, দুর্বল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। ইন্দিরা স্মৃতিচারণ করে বলেন, যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা আমারও রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তগুলোতে তিনি লন্ডনে ছিলেন। সুতরাং তিনি অনুধাবন করতে পারেন কোন সংঘাতের বৃহত্তর প্রভাব কী হতে পারে। কিন্তু ভারতকে সংঘাতের দিকে ধাপের পর ধাপ ঠেলে দেয়া হয়েছে। তার অধিকাংশ সহকর্মী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও এই অভিমত দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়া

উচিত নয়। তিনি বলেন, তিনি যদি এই সফর বাতিল করতেন তাহলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতো। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সফর তিনি সম্পন্ন করবেন। তিনি তার সেনাবাহিনীকে বলে এসেছেন, যদি হতাহতের ঘটনা ঘটে তাহলে যেন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কিন্তু এ কথা পার্লামেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তিনি দিলি-তে প্রতিদিন বার্তা পাঠাচ্ছেন। ইন্দিরা বলেন, পার্লামেন্টে যদিও তার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু এই ইস্যুতে সবকিছুই তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে নেই। রজার্স জবাবে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত যে, উত্তেজনার প্রশমন ঘটাতে হবে। যদি পাক-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে তাহলে তা হবে বিশ্বের জন্য এক ট্রাজেডি। আমরা ভারতের সমস্যা বুঝি। এ সমস্যা আসলে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট। আমরা সত্যিই কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই। আশা করি, তাতে ভারতের সম্মতি থাকবে। প্রথমত, পাকিস্তানকে আমরা অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করে দেব। পাকিস্তানের জন্য ১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের অস্ত্র এখন নিউইয়র্কের ডকে পড়ে আছে। তাদের অস্ত্র দেয়ার কথা আমরা ভাবছি না। এ বিষয়ে আমরা আগামী সপ্তাহে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে এবং পরে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা এই অবস্থান গ্রহণ করছি যে, ভারত ও পাকিস্তানকে একপাল-য় ওজন দেয়া সঠিক হবে না। সত্যি বলতে কী, এটা আমরা কখনো করিও নি। আর এটা বিবেচনায় নিয়ে আমরা ইয়াহিয়াকে বলেছি, তার পক্ষে একতরফা সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে কি না? তিনি বলেছেন, তিনি এটা করবেন। তৃতীয়ত, আমরা এটাও স্বীকার করি যে, এটা নেহাৎ কোনো সামরিক সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমরা ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সক্রিয় আলোচনায় নিয়োজিত রয়েছি। ইয়াহিয়া এই মর্মে সম্মতি জানিয়েছেন যে, মুজিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া বাংলাদেশের কোনো নেতার সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। আমরা মনে করি, এটা একটা উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত। এ রকমের আলোচনার প্রক্রিয়ার সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়া যাতে শুরু হয়, সে লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আপনাকে এতক্ষণ যা বললাম, তা-ই শুধু আমরা করতে পারি। আমরা ইয়াহিয়াকে এটা বলতে পারি না যে মুজিবকে মুক্তি দিন। এটা বললেও কাজ হবে না। আমরা আশা করি, ইয়াহিয়া যদি সত্যি একতরফভাবে সৈন্য প্রত্যাহার কার্যকর করেন তাহলে ভারত যেন সমরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বিবেচনা করে। ইন্দিরা জবাবে বলেন, ইয়াহিয়া হয়তো পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ পূর্ব পাকিস্তানের। হাকসার এই সময় ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায় পাকিস্তান সরকার সীমান্তে নিয়মিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। আর এটা স্পষ্টভাবেই বিধির লঙ্ঘন। এই সৈন্যবাহিনী ক্রমাগতভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে। কাউল উলে-খ করেন, পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো সীমান্তের কাছাকাছি এবং সে কারণেই তাদের পক্ষে অধিকতর সহজে প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব। রজার্স ও সিসকো ইঙ্গিত দেন যে, সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে আমরা কিন্তু ইয়াহিয়ার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যাই নি। তবে আপনারা যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা বোধগম্য। আমরা আশা করি, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কাছে

সহযোগিতা পাবেন। উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হয়। সিসকো ইতি টানেন এই বলে, আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি ভারতীয়দের যদি তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাহলে অন্যান্য সংশি-ষ্ট বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে কাউল অবশ্য উলে-খ করেন যে, রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটলে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সংকট বুঝি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। রজার্স উলে-খ করেন, আসন্ন যুদ্ধের হুমকির মুখে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছা কঠিন। যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব না-ও হতে পারে। উপরন্তু রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া যুদ্ধের সূচনা ঘটতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ইয়াহিয়া আসলেই রাজনৈতিক সমাধান চান কি না? রজার্স ও সিসকো উলে-খ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস, ইয়াহিয়া এ ধরনের একটি সমাধানে সত্যিই আন্তরিক। এ সময় ইয়াহিয়ার তরফে যে সমাধানের কোনো ইচ্ছা নেই এটা বোঝাতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল পূর্ব পকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিস্তারিত উলে-খ করেন। তারা প্রশ্ন রাখেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের হাতে কি এমন প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা সম্ভব ইয়াহিয়া সত্যিই রাজনৈতিক সমাধান চান? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, আমরা আপনাদের এটা স্পষ্ট করে বলতে পারি, এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই যা করার তা সম্পন্ন করেছে। হাকসার এই সময় উলে-খ করেন, এটা কিন্তু এখন কোনো বিরোধ নয় যে, যার দুই পক্ষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়া অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। বরং এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য এ বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার দাবি রাখে। এল. কে. ঝা বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এমন কেউ আছেন, যিনি বলবেন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আরে বেশি কিছু করা উচিত। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উলে-খ করেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশ্বের বহু স্থানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরা এটা বুঝতে পারছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ভারতের ঘাড়ে বিপদ চেপেছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ এড়াতে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করছে। এই আলোচনার বিবরণী ৮ নভেম্বর, ১৯৭১ এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে ভারতের মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স স্বাক্ষরিত এই টেলিগ্রামের শেষ পরিচ্ছেদে উলে-খ করা হয়- প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে কাউল সিসকোকে বলেন, ভারত সরকার যদি এ মর্মে নিশ্চয়তা পায় যে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং মুজিব কোনো প্রকারের চাপ ছাড়াই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য একজনকে নিয়োগ করেছেন, তাহলে তেমন প্রস্তাবের প্রতি ভারত তার সতর্ক সমর্থন ব্যক্ত করতে পারে।[৪৮]

ভারতের দাবি শেখ মুজিবের মুক্তি

১২ নভেম্বর : ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশনস্ গ্রুপের বৈঠক হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিসকো বলেন, ভারত বারবার

এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি দাবি করে আসছে সেটি হলো শেখ মুজিবের মুক্তি। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা করতে পারেন। কিসিঞ্জার বলেন, তারা বলেছিল ইয়াহিয়া খান প্রথমে আওয়ামী নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং অবশ্যই তিনি মুজিবকে হত্যা করবেন না এবং আলোচনায় একটি এগ্রিমেন্ট হবার পর ইয়াহিয়া খান অবশ্যই শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন। সিসকো বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব ছিলো খুবই স্পর্শকাতর। যদি ইন্দিরা গান্ধী তার বাধাগুলো অপসারণ করে তাহলে এটা হবে আনন্দের সমঝোতা। কিসিঞ্জার সিসকোকে জিজ্ঞেস করেন প্রস্তাবগুলো কি ছিলো? সিসকো উত্তরে বলেন, তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সবচেয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলো শেখ মুজিব কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলোচনার ইচ্ছাকে।[৪৯]

জাতি মনে করে না মুজিবকে মুক্তি দেয়া উচিৎ

১৮ নভেম্বর ১৯৭১

ক. আজ ১৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট যাবত বৃটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার আলাপ হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বার্তাটি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন। এরপর তিনি বৃটিশ প্রেস প্রসঙ্গে কথা বলেন। সংবাদপত্রগুলি স্বাধীন এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এর মধ্যে ভুলটা তখনই হয় যখন পাকিস্তানের অবস্থান ব্যাখ্যা করা ছাড়া ভারতে তৈরি হওয়া সংবাদই তারা প্রচার করে থাকে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে তিনি লন্ডনে অবস্থানরত রাষ্ট্রদ্রোহীদের বক্তব্য ও পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। যদি তিনি যুক্তরাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তাঁর দেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন, তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টি কেমন লাগবে? আমি বলেছি, আমাদের কোন অভিযোগ নেই কারণ বাক-স্বাধীনতাকে আমরা সব সময় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সে জন্য আমরা কারো সমালোচনা করি না। প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তান এরকম ভূমিকা পালনকারীকে বন্ধু ভাবতে পারে না, যদিও পাকিস্তানের সঙ্গে বৃটেনের ২০০ বছরের সম্পর্ক রয়েছে; পাকিস্তান বৃটেনের ভাষা গ্রহণ করা এবং বহু বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি না, এটা দুই পক্ষের বন্ধুত্বের জন্য ভালো নয় বলে তিনি মনে করেন।

খ. এরপর তিনি 'নিউজউইক'-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে কিভাবে তাকে 'ভুল ভাবে' উপস্থাপন করা হয়েছে তা তুলে ধরে। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন ১. যদি তিনি মুজিবকে মুক্তি দেন তাহলে মুজিবের গলা কাটা যেতে পারে। ২. কিন্তু তিনি জাতির মতামতের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। জাতি মনে করে না যে, মুজিবকে মুক্তি দেওয়া উচিত। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ভুল তথ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু 'নিউজউইক'-এর সঙ্গে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন।

গ. আমি তাঁকে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভয়াবহ আশঙ্কা সম্পর্কে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর বেঁধে দেওয়া সময়সূচি যে জনগণের কাছে গৃহীত

হয়েছে সে কথাই বললেন। আমি বলেছি, পূর্ব পাকিস্তানে যাদের নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়েছে তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত প্রতিনিধি নয় বলে বহির্বিশ্ব বিশ্বাস করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট কঠোরভাবে উচ্চারণ করলেন যে, এরকমটি তারা বিশ্বাস করতে চান বলেই বিশ্বাস করবেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার পর্যায়ে মুজিবই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করে প্রথম থেকেই বহির্বিশ্ব মারাত্মক ভুল করেছে। সে তো তা নয়; দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণ আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ও নূরুল আমিনের দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত। আমার মনে হয় পুনর্নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই জনগণের মতামত পরিস্ফুটিত হবে। তিনি পরিস্থিতি এই পর্যায়ে আসতে দিতেন না, যদিও তারপরও তিনি বলেন, 'অপেক্ষা করুন, দেখবেন পূর্ব পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। এই পদটি মুজিবেরই হতে পারতো যদি সে চরম বোকামি না করতো।'[৫০]

বিদ্রোহী বাংলাদেশ নেতাদের সঙ্গে বসতে সম্মত

১৯ নভেম্বর : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হেনরি কিসিঞ্জারকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন তিনি বিদ্রোহী বাংলাদেশ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে সম্মত আছেন। তিনি তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের আসা ও যাবার জন্য "White Flag." অনুমোদন দেবেন কিন্তু গুরুতর অভিযোগের সঙ্গে যে সমস্ত প্রতিনিধি যুক্ত তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, মুজিব নেগোসিয়েশনের মূল চাবিকাঠি নন বরং ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রয়েছে "তালা ও চাবি" উভয়ই (both the key and the lock).[৫১]

মুজিবের মুক্তি পরে হতে পারে

২৩ নভেম্বর

ক) পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সুলতান খান কিসিঞ্জারকে বলেছেন যে, ২৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। এ সময় কিংবা তার পরে পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বায়ত্তশাসন দাবি করে তাহলে তাতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হবে না। এ জন্য মুজিবকে মুক্তি দেওয়া আবশ্যক কিনা আমি জানতে চাইলে কিসিঞ্জার বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে এটা পরে হতে পারে এবং এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ভারত ঝামেলার সৃষ্টি করছে। মিসেস গান্ধীর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে একথাই বোঝা গেছে যে, ইয়াহিয়া ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলে তিনি খুশি হবেন এবং এর ফলে ভারতের উদ্দেশ্যকেই সফল করা হবে বলে কিসিঞ্জার মনে করেন।[৫২]

ভাল হতো যদি মুজিবের সঙ্গে কথা হতো

২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী হীথ : আমি মনে করি যে, পাকিস্তান ইচ্ছে করলেই ভালো অবস্থান পেতে পারতো যদি আমরা প্রেসিডেন্টকে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে ও অতীত ভুলে যেতে রাজি করাতে পারতাম। লোকজনকে কারাগারে পাঠিয়ে, পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদেরকে প্রেসিডেন্ট বানানোসহ অন্য অনেক কিছু করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা

সম্ভবত আমাদের রয়েছে। আমরা হয়তো কিছু পরিমাণে বিশ্বনিন্দুক হয়ে পড়েছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, যদি তিনি চাইতেন তাহলে তিনি পরিস্থিতিকে সফলভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।[৫৩]

মিসেস গান্ধীর জন্য সমঝোতা হয়নি

২৭ নভেম্বর : সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ইয়াহিয়াকে বলেন, আপনি সাহসের সঙ্গে ১৯৭০ সনে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করেন। তিনি একথাও বলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অখণ্ড পাকিস্তান শাসিত হোক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অভিমত প্রকাশ করেন। অক্টোবরের প্রথম দিকে নিক্সন ভারতের সঙ্গে এবং আসন্ন শ্রীমতি গান্ধীর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার চেষ্টা করেছিলেন ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের কিন্তু মিসেস গান্ধীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হয়নি।[৫৪]

মুজিবের ট্রায়াল শেষ হয়েছে

২৮ নভেম্বর : রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, মুজিবের আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীর সঙ্গে আগামীকাল তার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেবেন। ইয়াহিয়া খান বলেন, মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষীর ট্রায়াল শেষ হয়েছে, এবং কয়েকদিনের জন্য মামলা মুলতবি করা হয়েছে এ জন্য যে ব্রোহী বিবাদী পক্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ফারল্যান্ড বলেন, তিনি গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়েছেন ব্রোহী রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ইয়াহিয়া খান ও মুজিবের ভিতরে যাওয়া আসা করছেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫৫]

বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে পারেন না

২৮ নভেম্বর ১৯৭১

২৭ নভেম্বর- বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। পাক প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়ে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী অটলের মারফত মুখেই চালান করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি শলাপরামর্শের জন্য দিলি-তে এসেছিলেন। শ্রী অটলের মারফত মুখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা ঈদের বাণী পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর এই বাণী তারই উত্তর। জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী পাক প্রেসিডেন্টের ঈদের স্বাগত বাণীর প্রত্যুত্তরে পাল্টা অভিনন্দন জানিয়েছেন। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, একথা সত্য নয় যে প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খাঁনের সঙ্গে অভিনন্দন বাণী বিনিময় করেননি।

মুখপাত্রটি স্বীকার করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে রাজী, তবে বাংলাদেশ তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

বাংলাদেশের জনসাধারণকে তিনি কোন সমাধানে রাজী হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর কোন অধিকারই নেই।[৫৬]

পূর্ববঙ্গ হারানোর বেদনা পুষিয়ে নিতে পারবে

২৯ নভেম্বর ১৯৭১

ইয়াহিয়া খান হয়তো উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক বিজয়ের সুযোগ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের একটি সম্মানজনক সমাধান সম্ভব হবে না, বরং বাংলায় একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী ও তাদের ভারতীয় সমর্থকদের চরম ক্ষতিগ্রস্ত করাই উচিত হবে। এই চিন্তা-ভাবনা থেকেই হয়তো তিনি মনে করছেন যে, ভারত যতোই পূর্ব দিকে ঝুঁকবে ততোই মঙ্গল এবং ভারতকে উত্তরে চীন ও পশ্চিম বাংলাসহ নাগাল্যান্ডকে রক্ষা করতে হলেও সেদিকেই ঝুঁকতে হবে। যদি ভারতকে এভাবে কাবু করা যায়, তাহলে পশ্চিমে উভয় পক্ষের সৈন্যদের সমতা আনা সম্ভব হবে এবং যদি পূর্বে সংঘর্ষ চরম হয়, তাহলে পাকিস্তান চীনকে দিয়ে হিমালয় অঞ্চলে ভারতকে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য করতে পারবে যাতে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আঘাত হানতে পারে এবং কাশ্মীরের দখল নিতে পারে। রাওয়ালপিন্ডির জেনারেলরা তখন পূর্ব বাংলা হারানোর দুঃখকে পুষিয়ে দিতে পারবেন। তারা সব সময় পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সম-অংশতো মনেই করে না, বরং শত্রু এবং দখল করা এলাকা বলেই মনে করে। এগুলো সবই কল্পনা প্রসূত দৃশ্যপট। গত কয়েক সপ্তাহে পাকিস্তান যে ধৈর্য দেখিয়েছে তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের টেলিফোনালাপের প্রতিলিপি পড়ার পর মনে হয়েছে, প্রেসিডেন্টও এর জন্য কিছু কাজ করেছেন। যদি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য চীনের প্রতিশ্রুতিই শেষ ভরসা এবং চীন যদি ইয়াহিয়াকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি তুলে নেয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিশ্রুতি ভুট্টোকে দিয়েছে।[৫৭]

ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনা : শর্ত সোভিয়েতের

১ ডিসেম্বর : জাতিসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রস্তাবে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের স্তবকটি বিলুপ্ত করেছে, যুদ্ধ বিরতির স্তবকটি নমনীয় করছে এবং পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। ভারত যতদূর সম্ভব সাহায্য নিয়ে আরো এগিয়ে যাবে এবং সেনাপ্রত্যাহার ও যুদ্ধ বিরতি অগ্রাহ্য করে ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ভিতরে আলোচনার জন্য নিরাপত্তার পরিষদের সম্ভাব্য শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন। এই শেষ অংশটি নিরাপত্তা পরিষদের আমাদের নিকটতম বন্ধুদেরও সহানুভূতির সঙ্গে সমর্থন পাবে। সংক্ষেপে "The Thrust of the Council will be a cool-off of the military activity in exchange form getting Yahya-Mujib negotiations started."[৫৮]

একটাই শর্ত শেখ মুজিবের মুক্তি

৫ ডিসেম্বর : কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে কিছু উপস্থাপন করা হলে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করবে, আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব আসলে চীন সেখানে ভেটো প্রয়োগ করবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, এর ভিতর কিভাবে সমন্বয় করা যায়, ভারত বর্তমান কোন পথ ধরেছে। কিসিঞ্জার বলেন, তাদের পরামর্শ হল যা তারা সর্বদাই বলে আসছে তা হলো শেখ মুজিবের মুক্তি।[৫৯]

মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে কি না

১৭ ডিসেম্বর : নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, তিনি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা তা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জিজ্ঞেস করেন কিন্তু তিনি বলেন এ বিষয়ে তিনি জোর দিচ্ছেন না।[৬০]

২২ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ২২ ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গমন করেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার অভিমত প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়া খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেখানে তিনি ৩৫ মিনিট অবস্থান করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা দিয়েছে তা তিনি ভুলবেন না। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, তিনি যদিও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট তার পরেও অতি শীঘ্র রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি না করলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি করবেন যা পশ্চিম পাকিস্তানের স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে করতে হবে। তিনি উলে-খ করেন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিবেন। ভুট্টো ফারল্যান্ডকে জানান মুজিবুর রহমানকে জেলখানা হতে মুক্তি দিয়ে তাকে রেস্টহাউজে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে। ফারল্যান্ড বলেন, তিনি খুবই আনন্দিত হবেন যথা সময়ে যদি এই শুভকাজ সম্পাদিত হয়।[৬১]

সপ্তম অধ্যায়

মুজিব-ভুট্টো একান্ত গোপন সংলাপ

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে তীব্র ও চূড়ান্ত লড়াই। ২-৩ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে যৌথ কমান্ড গড়ে উঠলো। যৌথ বাহিনী দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে বেপরোয়াভাবে ঢুকে পড়ে। সীমান্ত ঘাঁটিগুলো কামান ও বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত। যতটা সম্ভব যৌথবাহিনী কৌশলে পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো বাইপাস করে ঢাকা অভিমুখে চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসে। চারদিনের মাথায় বিমানযুদ্ধ শেষ। মুক্ত আকাশ। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী শক্তিশালী রণতরী অতলান্ত সাগরে তলিয়ে গেছে। মুক্ত সমুদ্র। যৌথবাহিনী ঢাকার দিকে ছুটে আসছে।

৪ ডিসেম্বর। পাকিস্তানী মিলিটারী ট্রাইবুনাল শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েছে। প্রাণদণ্ডাদেশের ফাইল প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের টেবিলে। মুজিব বিচারের রায় জানেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার। কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। কথা বলেননি। চুপচাপ। রায় শোনার পর শুধু বললেন, "আমাকে ফাঁসি দাও, তবু তোমাদের নিকট মাথানত করবো না। দেশের মানুষের অমর্যাদা করবো না। শুধু একটি অনুরোধ আমার লাশটা বাংলায় পাঠিয়ে দিও।"

অবশ্য বন্দী শেখ মুজিবের জানার কথা নয় ইতোমধ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে অনেক নাটকীয়তা। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিশ্ব চাপে শেখ মুজিবের ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে দ্বিধান্বিত! কিন্তু যে কোন সময় ইয়াহিয়া এই মত পরিবর্তন করতে পারেন সন্দেহ নেই।

আকাশে যুদ্ধ বিমান নেই। কামানের গর্জন থেমে গেছে। ট্যাংকের আওয়াজ, ব-্যাক আউট, সাইরেন সব কিছু যেন অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। চারদিক নীরবতা। বিচারের শেষ দিকে তাকে লায়ালপুর জেল থেকে মিয়ানওয়ালী জেলে নিয়ে যাওয়া হয় হেলিকপ্টারে। একটি মহিলা ওয়ার্ড খালি করে সেখানে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। অতিদ্রুত তার আগমন বার্তা জেলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের জেলের কাছাকাছি আরো কতিপয় কয়েদির অবস্থান। একদিন সকালে সে সকল কয়েদি হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তাই নিয়ে শেখ মুজিবের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তাদেরকে বলা হয়েছিল শেখ মুজিব "ভারতের চর" দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। বন্দী কয়েদিদের মধ্যে যেন হঠাৎ করেই যেনো দেশপ্রেম জেগে উঠলো। তারা মারমুখি। পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

কারা প্রহরীরা তাদের গুলি ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। জেল সুপার বলেছিলো, শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেবার জন্য এখানে আনা হয়েছে।[১] এ প্রসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে এর অনুবৃত্তি করে বলেন :

ফ্রস্ট: আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগলো? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কথা?

শেখ মুজিব: আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়জনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখছেন, আমাকে কী গভীরভাবে তারা ভালোবাসে!

ফ্রস্ট: হ্যাঁ, একথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, আমার জনগণের প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সঙ্গে।

ফ্রস্ট: কিন্তু ওরাতো আপনাকে কবর দিতে পারে নি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিলো সেদিন আপনার ভবিতব্য থেকে?

শেখ মুজিব: আমার বিশ্বাস, সর্বশক্তিমান আল-াহই আমাকে রক্ষা করেছেন।

ফ্রস্ট: আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিলো, ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিলো, তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিলো। একি যথার্থ?

শেখ মুজিব: ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিলো। মনে হচ্ছিলো, কতগুলো কয়েদিকে ওরা সংগঠিত করেছিলো যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে অফিসারের ওপর পড়েছিলো, আমার ওপর তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিলো। হয়তো-বা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিলো যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের বাংলোতে দু'দিন যাবৎ রক্ষা করলো। এ-দু'দিন আমার ওপর কোনো সামরিক পাহারা ছিলো না। দু'দিন পরে এই অফিসার আমাকে আবার একটা আবাসিক কলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিলো। সেখানে আমাকে হয়তো চার, পাঁচ কিংবা ছ'দিন রাখা হয়েছিলো। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ কিছু অফিসার বাদে আর কেউ জ্ঞাত ছিলো না।

ফ্রস্ট: এমন কি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিলো? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে-কাহিনীটা বলেছিলো। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিলো: 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবর রহমানকে ফাঁসি না দেয়া।'[২] মুজিব বুঝতে পারলেন যুদ্ধ শেষ। বাংলাদেশ স্বাধীন। আর পাকিস্তান পরাজয়ের গ-ানি নিয়ে আপমানে

বিক্ষুব্ধ। পাকিস্তানীরা এ পরাজয়ের জন্য দায়ী করলো ইয়াহিয়া খানকে। রাস্তায় আগুন জ্বললো। সামরিক অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভ অপমানের জ্বালা। ২০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন।

২৬ ডিসেম্বর

মুজিব হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সেলের অল্প দূরে কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে ক'জন কয়েদী একটা বড় গর্ত খুঁড়ছে। দরজার কাছে এসে ভালো করে তাকালেন, হ্যাঁ, একটা কবরই খোঁড়া হচ্ছে। ওটা তার জন্যই রেডি করা হচ্ছে। সম্ভবত দু'একদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে চলেছে। মুজিব ভাবলেন, হয়তো আজ কিংবা কাল। গভীর রাতে ওরা এসে তাঁকে গর্তটির পাশে দাঁড় করাবে। তারপর নির্ঘাত গুলি। প্রাণহীন রক্তাক্ত লাশ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেলের সামনের কবরটার মাটি ভরাট হয়ে যাবে। এরপর শেখ মুজিব নামে কোনো ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ এক গার্ড এসে : স্যার নোটিশ এসেছে আপনার সেল থেকে বেরুনো নিষেধ। মুজিব চারপাশে লক্ষ করলেন দু'জনের পরিবর্তে ছ'জন গার্ড। সবার হাতে স্টেনগান। চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু সামনে মেশিনগান তাক করে রয়েছে একটা কনভয়। হয়ত আজই তার শেষদিন। শেখ মুজিব মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। হঠাৎ একজন প্রহরী দরজা খুলে খাবার নিয়ে এলো। খাবার রেখে মুজিবের কানে কানে বলেন- ভয় পাবেন না, আপনার কোন ভয় নেই। কতিপয় কয়েদি আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিলো। তাই জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার চিন্তার কারণ নেই। গার্ডের কথা বিশ্বাস হলো না।[৩] রাত তিনটা। কনকনে শীত। তারমধ্যে ট্রাকের হেড লাইটের তীব্র আলো। একটু পড়ে গার্ডদের আগমন। ঝনঝন করে সেলের কপাট খোলার শব্দ। চারপাশে সৈন্য তাকে ঘিরে ধরলো। মুজিব সৈন্যদের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। মুখে কোনো কথা নেই। দুঃসংবাদের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত শেখ মুজিব। আশ্চর্য মনোবল তার বিপদের আশঙ্কা করেও বিব্রত হলেন না। ভেঙে পড়লেন না। সামনে এসে দাঁড়ালেন বেঁটে-খাটো জেল গভর্ণর হাবিব আলী। মাথায় মিলিটারী ক্যাপ। গায়ে ওভারকোট জড়ানো। হাবিব আলী তার পরিচিত কর্কশ স্বরে বলে ওঠে : শেখ সাহেব বিশ্বাস করুন, আপনি এখন নিরাপদ। আমি আপনাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। দেখুন, খোদা বড়ই মেহেরবান। মুজিব কোনো কথা বললেন না। শুধু খোলা চোখে তাকালেন। হাবিব আলী কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলেন : ভয় নেই। আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবো এখন। : 'আপনাদের হাতে এখন আমি বন্দী, আপনারা যা খুশি করুন।'

: একথা বলবেন না মুজিব সাহেব। কিন্তু আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ, ট্রাকে উঠার সাথে সাথেই দয়া করে শুয়ে পড়বেন। : কেন? : তারপরে বুঝতে পারবেন। নিশ্চিত থাকুন, আপনার কিছুই হবে না। আমাদের সাথে চলুন।

শীতের রাত। শিশিরসিক্ত শেষ প্রহর। কুয়াশা ঘন। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। শেখ মুজিবের অজানা গন্তব্যের পথে যাত্রা। আর কতদূর যেতে হবে কে জানে? হেড লাইন

অন করে ট্রাকটা সেলের কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে। কড়া প্রহরায় বন্দী মুজিব হাবিব আলীর পাশেপাশে হেঁটে চলছেন। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। হাড় কাঁপানো শীত। ট্রাকের কাছে গিয়েই বন্দী মুজিব হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, সাথে সাথেই হাবিব আলী বলে ওঠেন: দাঁড়ালেন যে! মুজিব চারদিকে দেখলেন। থমথমে তারার আলো দেখা যাচ্ছে না।

: বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। আপনি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসুন।

প্রহরীরা মুজিবকে ট্রাকের পেছন দিয়ে উঠতে সাহায্য করলো। হাবিব আলী তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লেন। বন্দীর পাশে বসে কানে কানে কারাকর্তা হাবিব ফিসফিস করে বলে : ভয় নেই, আমি আপনার সাথেই যাচ্ছি। শুকনো খড় বিছানো রয়েছে ট্রাকের খোলে। মুজিব প্রিজন গভর্ণরের পরামর্শে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মুজিব নিশ্চিত তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্যকর হতে যাচ্ছে। ট্রাক এগিয়ে চললো। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। দুর্গম রাস্তা। কানে গাড়ি চলায় বিশ্রী আওয়াজ ভেসে আসছে। চলার গতি তবুও যেন জীবনের ছন্দ। মুজিব চোখ বুজে শুয়ে আছেন, কিন্তু কান সজাগ। হঠাৎ ট্রাক থেমে গেলো। শেখ মুজিব অবাক হলেন না। মাথা উঁচু করে চারপাশে তাকালেন। আশেপাশে কোনো ঘর-বাড়ি নেই। জন-মানবহীন এক গহীন অরণ্য। মুজিব নিশ্চিত এখনই বুঝি যা হবার হবে। হাবিব আলী বলেন : শেখ সাহেব, আমরা এখানেই নেমে পড়বো। সামনে আরো একশ গজের মত পথ হেঁটে যেতে হবে। শেখ মুজিব নেমে এলেন। অসুবিধা হবে না, আমরা আপনার সাথে আছি।

ট্রাকটা চলে গেলো। সাথে প্রহরীরাও চলে গেল। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন তারা তিনজন- জেলার, বন্দী ও স্টেনগানধারী এক প্রহরী।[৪]

শেখ মুজিবুর রহমান আবার নিঃসঙ্গ। মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে হাবিব আলীর বাসায় স্থানান্তর, পার্থক্য শুধু এটুকুই। ভালো বিছানা। শীত নিবারণে কিছু গরম কাপড়-চোপড়। কিছুটা ভিন্ন পরিবর্তন। এখানে রেডিও থাকলেও তিনি শুনতে পারেন না। খবরের কাগজ আছে অথচ পড়তে মানা। এখনো তিনি প্রহরাধীন। বাংলোর সামনে পেছনে স্টেনগানধারী গার্ডরা পালা করে এখানেও ডিউটি দেয়। বেডরুমের দরজায়ও একজন প্রহরী কর্তব্যরত সারাক্ষণ।[৫] ঘন কুয়াশা ঘেরা সকাল। দরজায় নক করছে কে যেন। মুজিব বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলেন। হাবিব আলী হাসিখুশি মুখ নিয়ে রুমে ঢুকলেন। শেখ মুজিবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন : মুজিব সাহেব আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। : আমিতো এখন দিন আর বছরের কোনো হিসেবই অনুভব করতে পারি না। আমার কাছে দিনই কি রাতই বা কি? জীবনই কি মৃত্যুই বা কী। : শেখ সাহেব, ভাববেন না। পরিস্থিতি সম্ভবত আপনার অনুকূলেই। আজ বিকেলের দিকে একটা স্টাফ কার এসে আপনাকে শাহুল-াহ (উচ্চারণের কারণে কোনো কোনো ইংরেজী লেখক 'সাহিলা' লিখেছেন) নামক জায়গায় নিয়ে যাবে। শাহুল-াহ রাওয়ালপিন্ডি থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। নিশ্চিন্তে চলে যাবেন। : কেন, কোথায় নিয়ে যেতে চায় আমাকে? : আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না।: শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর চাই আমি? : বলুন। : আমার দেশের অবস্থা কি? : বলতে পারব না। : তবুও বলুন আমার দেশের অবস্থা কি? কেমন আছে আমার দেশের জনগণ? : ভাল আছে? বলতে পারব না।

বিকেল ৪টা ১ জানুয়ারি ১৯৭২

হাবিব আলী মুজিবকে নিয়ে বাংলোর সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্টাফ কারটি এগিয়ে এলো। মুজিব গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে বসে আছে ড্রাইভার ছাড়াও দু'জন মাঝারি গোছের ফৌজী। স্ত্রী-পুত্র সহ হাবিব আলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে বন্দীকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। গাড়ি এগিয়ে চললো। দিনশেষে কুয়াশা ঘন হয়ে আসছে।[৬] নয়নাভিরাম বাগান ঘেরা ইংলিশ স্টাইলের একটা বাংলোর সামনে এসে গাড়িটা থামলো। বন্দী মুজিব নামলেন গাড়ি থেকে। কেউ কোন কথা বললো না। গাড়িটা চলে গেলো। একজন চাপরাশ এসে মুজিবকে ছালাম দিয়ে বলে : স্যার ভিতরে আসুন। মুজিব চাপরাশের সাথে হেঁটে হেঁটে বাংলোর ভেতরে ঢুকলেন। বড় একটা রুম। রুমের আসবাব সাজ-সজ্জা দৃষ্টি আটকে রাখার মত। একটা মিষ্টি গন্ধ সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। মেহগনির সুন্দর টেবিল, সোনালী বাটিতে সাজানো মৌসুমী ফুল। চাপরাশ শেখ মুজিবকে বসতে বলতেই তিনি সোফায় বসে পড়লেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। বুঝতে পারছেন না কোথায় তিনি এসেছেন। হয়তো সৌখিন কারো প্রাইভেট বাড়ি কিংবা ক্লাবঘর হবে। বাড়িটা দেখতে দারুণ। স্বাচ্ছন্দ্যময়। ফার্নিচার পিকচারের সাজগোজ দেখে মনে হয় না কোনো পাকিস্তানীর বাড়ি। নিশ্চয় কোন ইংরেজ শখ করে বাংলোটা নির্মাণ করেছেন।

গাড়ির হেডলাটের আলো জানালার ফাঁক দিয়ে রুমে এসে পড়ছে। শেখ মুজিব জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সামনে একটা গাড়ি। পেছনে আরো দুটো। মুজিবের কান সজাগ। আচমকা কানে এলো মিলিটারীদের চড়া গলার স্বর। কে যেন একজন বলে উঠলো : ইটস ইওর অর্ডার, মি. প্রেসিডেন্ট। মুজিব ভাবলেন, তার রুমে বুঝি ইয়াহিয়া খান আসছেন। কিন্তু না, ধূসর রঙের স্যুট নীল টাই পরিহিত অন্য এক চেনা মানুষ। তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। মুখে স্মিত হাসি। জুলফিকার আলী ভুট্টো। দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি। শেখ মুজিব কিছুটা অবাক হলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। ভুট্টো সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন : কেমন আছেন মুজিব সাহেব? : যেমন রেখেছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের পাশ ঘেঁষে বসলেন। পেছনে দু'জন স্টাফ অফিসার দাঁড়ানো। দুজই নির্বাক। গম্ভীর। মুজিবও চুপ, ভুট্টোও চুপ। রুমটা চুপচাপ। নীরবতা ভেঙে ভুট্টো বলেন : আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। : আমাকে কেন শুধু শুধু দেখতে এলেন? : কেন নয়? আমরাতো পুরনো বন্ধু। আমরাতো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। কি যাইনি? মুজিব কোন জবাব দিলেন না। আচমকা বন্দীর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় ভুট্টো বলেন : আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। মুজিব মৃদু হাসলেন। ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এটা তাঁর কাছে এমনিতে কোনো উপহাস-পরিহাসের ব্যাপার নয়। : আপনি তাহলে সামরিক আইন প্রশাসকও হয়েছেন? তার মানে? না ঠিক ও-রকম নয়। ইয়াহিয়া খান বিদায়। তার এখানেই শেষ নয়। আমি তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছি। তার ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে, পাপতো আর কম করেনি। দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজিয়েছে। আমাদের গর্বের ধন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছে ইয়াহিয়া। তাকে ঝুলানোর মত যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আমাদের কাছে

আছে।[৭] : আমাকে প্রথম বলুন আমি মুক্ত কি না? : আপনি অবশ্যই মুক্ত, তবে পুরো মুক্ত নন। আমাকে আরো কিছু সময় দিতে হবে। কিছু সমস্যার সুরাহা হওয়া দরকার। আমি সবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি।

তবু আপনাকে এখানেই থাকতে হবে

: আমি কি মুক্ত? : মুক্ত হলেও আপাতত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার বড্ড প্রয়োজন। আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি আপনাকে আমার পাশে দেখতে চাই। : তাহলে আমি এখনো মুক্তি পাইনি? আমি কথা দিচ্ছি, আপনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু আমিতো আপনাকে এই মুহূর্তে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে পারি না! : আমি খবরের কাগজ পড়তে পারি? রেডিও শুনতে কোনো বাধা আছে কি? হ্যাঁ কাগজ পড়া ও রেডিও শোনার সুযোগ আপনি পাবেন। : চিঠি লিখতে পারবো?: আমাকে একটু সময় দিতে আপনার অসুবিধা কোথায়! বিশ্বাস করুন এখনো কিছু সমস্যা রয়েছে। সব কিছুই বিপদমুক্ত, একথাতো জোর করে বলতে পারি না। মনে রাখবেন আমি নিজেই আমার প্রভু নই। : আপনি পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট। আমি বুঝি না সমস্যাটা কোথায়? : শেখ সাহেব, আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ পৃথিবীর অনেক খবরই রাখেন না। জানেন না কোথায় কী ঘটেছে এবং ঘটছে। সত্যি বলছি, এ দুর্ভাগ্য দেশটা এখন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির আবর্তে নিপতিত। পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। আমাদের সেনাবাহিনী জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে দলে-বলে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভেবে দেখুন, কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। শেখ সাহেব, আপনাকে অত কথা আমার বলার কথা নয়। তবু অকপটে বলে ফেললাম। পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে—কথাটি বিশ্বাসযোগ্য হলেও ভুট্টোর কথায় তিনি আশ্বস্ত হরে পারলেন না। ভুট্টো বলেই চলেছেন। মুজিবের খুব একটা সায় নেই। ভুট্টোর কথা শেষ হতে না হতেই শেখ মুজিব বলেন : আপনি শুধু বলুন আমি মুক্ত কি মুক্ত নই? : আপনি যদি মনে করেন, এখানে থেকে গিয়ে ঢাকাগামী পরবর্তী পে-ন ধরা মানেই মুক্তি, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আমি আবারো বলবো, আপনি তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে ঢের মুক্ত। আপনাকে কতবার বললাম যে আমি আপনার সাহায্য চাই, উপদেশ চাই, আপনি কথাটা তুলছেন না, কিন্তু আমি আপনার জন্য যতটুকু করেছি তাতেই আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত ছিল। আপনার মূল্যবান জীবন কে রক্ষা করলো? ইয়াহিয়া খান তো আপনার মৃত্যুদণ্ড সই করতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। আমার জন্য, হ্যাঁ শুধু আমার জন্য সে ওটা কার্যকর করতে পারেনি। আমি ক্ষমতায় আসার পরও কতবার যে সে কাতর অনুনয় বিনয় করেছে আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্যে। ইয়াহিয়া বলেছেন হত্যার পুরোপুরি দায়িত্ব তার নিজের। বলেছে, আপনাকে আগে না মেরে সে জীবনের সবচাইতে মারাত্মক ভুলটি করে ফেলেছে। আমার সামনে ফুঁপিয়ে কত কেঁদেছে। করজোড়ে নিবেদন করে বলেছে, তার দিকে চেয়ে আমি যেন আপনার ফাঁসির কাজটা সম্পন্ন করে ফেলি। তার প-্যান ছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই কাজটা করে ফেলবে। আমি তা দিইনি। এখন ইয়াহিয়া শুধু আমাকে দোষারোপ করে।

গতকালও ফোনে আমাকে বলেছে আমি নাকি মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে আপনাকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছি। বলুন শেখ সাহেব, আপনার কি এ কথাগুলো বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাস কি করতে পারছেন না যে, আমিই আপনার জীবন রক্ষা করেছি!

ফ্রস্ট: ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিলো!

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, ভুট্টো একথা আমায় বলে তারপরে বলেছিলো : ইয়াহিয়ার দাবি ছিলো, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দেবে।' কিন্তু তার এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি ভুট্টো।

ফ্রস্ট: ভুট্টো কী জবাব দিয়েছিলো? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিলো?

শেখ মুজিব: হ্যাঁ, বলেছিলো।

ফ্রস্ট: কী বলেছিল ভুট্টো?

শেখ মুজিব: ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল : 'না, আমি তা হতে দিতে পারি না। তা'হলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের একলাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অ-বাঙালি বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তা'হলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সঙ্কটজনক-' ভুট্টো একথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর কাছে আমি অবশ্যই এ-জন্য কৃতজ্ঞ।[৮]

নির্বাক মুজিবের দিকে ভুট্টো নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ক্ষুব্ধও হলেন। ভাবলেন, এতকিছু করার পরও লোকটা কিছুই বলে না। কৃতজ্ঞতাবোধের এতটুকু প্রকাশ নেই। অথচ ভুট্টো আশা করেছেন মুজিব অন্তত মানবিক কারণে কৃতজ্ঞতাবোধটুকু অকৃপণভাবে প্রকাশ করবে। কিন্তু না তাঁর নীরবতা যে কিছুতেই ভাঙে না। : শেখ সাহেব, আসুন আমরা একসাথে কাজ করি, আমাকে কথা দিন আপনি পাকিস্তানকে পুনরুদ্ধার করার কাজে আমাকে সাহায্য করবেন! : একজন বন্দী কী করে এভাবে কথা দিতে পারে? আমি আগে ছিলাম ইয়াহিয়া খানের বন্দি, আর এখন আপনার, তফাৎ কোথায় বলুন? : পার্থক্যটা আসলে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যেই। ভুট্টোর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ ঝাঁঝালো সুর। তারপর আবার নীরবতা। গ-াসের হুইস্কি টেনে চলেছেন জেড. এ. ভুট্টো। টেনশন বাড়লে তাঁর পানীয় গ্রহণের মাত্রাও বেড়ে যায়। ভুট্টো হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বলেন : আজ আপাতত এখানে থাক। আমাদের আরো কিছু আলাপ আছে।[৯]

ভুট্টো চলে গেলেন। শেখ মুজিবুর রহমান গৃহবন্দী এখন। শাহুল-ার বাংলোয় স্থানান্তর কিংবা ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনার সংবাদ কোনো কাগজে প্রকাশিত হলো না। তাকে বাঁচিয়ে রাখার আশার দীপ নিভু নিভু। আশার রূপালী রেখা উঁকি দিয়ে আবারো হারিয়ে যায়। মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে এই বাংলোর সুযোগ-সুবিধা হয়তো ভালো। থাকার রুমটা বড় এবং আরামদায়ক। খোঁজ খবর নেয়ার জন্য চাকর-

চাপরাশেরও অভাব নেই। কিন্তু এটাও আরেক কারাগার। নিঃসঙ্গ একঘেঁয়ে জীবন। চাকর-চাপরাশের বেশে যারা খোঁজ খবর নেয় ওরা আসলে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার লোক। শেখ মুজিবের বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না। নানা কথা জিজ্ঞেস করে, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সময়মত রাওয়ালপিন্ডির সদর দফতরে রিপোর্ট করাই তাদের দায়িত্ব। এই কারাগারের জীবন আরো দুঃসহ, আরো বিড়ম্বনাময়। এখানে কিছুতেই সময় কাটে না। মুজিব বারবারই ভাবেন ইয়াহিয়া খান তাকে যত না শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়েছে, ভুট্টো তার চেয়েও বেশি মানসিক যাতনা দিচ্ছে।

জেলে মুজিবকে তিলে তিলে ধ্বংস করার জন্য পাঁয়তারা করছে। কখনো বলা হয়, কাল থেকে তোমাকে রুটি পানি ঠিকমত দেয়া হবে। কখনো আরেক ইশারা, আবার মৃত্যুর ইশারাও দিয়ে যার বারবার। শেখ মুজিব ভুট্টোর মতলব বুঝে ফেলেছেন। ভুট্টো চান তাকে এরকম আলো-আঁধারি ভাবনায় রেখে কথা আদায় করতে। জুলফিকার আলী ভুট্টো চতুর। ফন্দিবাজ লোক। শেখ মুজিবকে অত সহজে ছাড়বার পাত্র সে নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রয়াস চালাবে যাতে বন্দির কাছ থেকে তাঁর নিজস্ব প-্যানের পক্ষে সম্মতিসূচক সমর্থন আদায় করা যায়। ভুট্টো মুজিবকে বারবার এটাই বুঝিয়ে দিতে চান যে, তিনি ইয়াহিয়া খানের মত মাথা গরম লোক নন।[১০]

ন'মাস পর আজই প্রথম তাঁকে খবরের কাগজ পড়তে দেয়া হলো। রেডিও শুনতে দেয়া হলো। পাকিস্তান রেডিওর খবর তিনি শুনলেন। প্রথম বারের মত একটা চিঠিও তাঁর হাতে এল। চিঠিটা এসেছে রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে। ভুট্টোর হাতে লেখা চিঠি। শেখ মুজিব চিঠিটি খুললেন। চিঠির ভাষা হচ্ছে- 'আমার বিশ্বাস রাজনীতির পুরনো বন্ধু হিসেবে আমরা উভয়ে পারস্পরিক স্বার্থে অত্যন্ত খোলামন নিয়ে আরো আলোচনা করতে পারবো। সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করি।[১১] সময় যে আর কাটে না। প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে দুঃসহ যন্ত্রণায়। সময় যতই গড়ায়, স্বদেশ, দেশবাসী, স্বজনের জন্য তাঁর মন ততই আনচান করে ওঠে। এভাবে অতিবাহিত হলো আরো তিন-চারটি দিন।

আজ আবার ভুট্টো এলেন। এসেই সামনা-সামনি বসে আলাপ জুড়ে দিলেন। মুজিব তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে পাইপ টানছেন। ভুট্টো একটার পর একটা সিগারেট জ্বালাচ্ছেন। ভুট্টো মৃদু হেসে বলেন : শেখ সাহেব, ভাবনা চিন্তা করার অনেক সময়তো পেলেন, সিদ্ধান্ত কিছু নিতে পারলেন? মুজিব চুপ করে বসে পাইপ টানছেন। ভুট্টো একটু থেমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আবার বলেন, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আপনার একটা টিভি সেটের প্রয়োজন হলেও নিঃসংকোচে বলবেন। আমি আপনার জন্য সব ব্যবস্থা করব। আমাকে শুধু শুধু ভুল বুঝবেন না।

: আমি অতসব বুঝি না। শুধু বুঝি মুক্তি। আমি কি মুক্ত? : আপনি বলুন আমি মুক্ত, কি না? : না এখনো নয়। : আমি কি ঢাকায় টেলিফোনে কথা বলতে পারি? আমার স্ত্রী কিংবা বাংলাদেশ সরকারের কারো সাথে? : না, পারেন না। : তাহলে আমি আপনার কারাগারেই আটক! ভুট্টো কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। মুজিব উত্তর না পেয়ে বলেন : কিন্তু এভাবে আর কত দিন? ভুট্টোর মুখমণ্ডলে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এল। অত্যন্ত অভিমানী চোখে তিনি মুজিবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জুলফিকার আলী

ভুট্টো শেখ মুজিবকে মুখোমুখি বসিয়ে আজো আলোচনায় বসেছেন। ভুট্টো নানা কথা বলে আবারো সেই কথায়ই ফিরে আসে : শেখ সাহেব, এই দেশ ও জাতিকে আমরা দ্বিধাবিভক্ত হতে দিতে পারি না। আমি জানি আগে যেভাবে ছিলাম, সেভাবে হয়তো আর থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের যে অভিন্ন ধর্মের একটা বন্ধন রয়েছে। আছে মহতি একটা উদ্দেশ্য। আপনি কি ভেবে দেখেছেন এতকিছু হওয়ার পরও আমরা এখনো এ সত্যের মুখোমুখি যে, আমাদের জনগণ, জাতি হিসেবে এক ও অভিন্ন। বিশ্বাস করুন, আমরা এ বন্ধন নষ্ট করতে পারি না। আমাদের উভয়কে এ নিয়ে আরো গভীরভাবে আন্তরিক হতে হবে। আরো খোলামেলা আলোচনায় বসতে হবে। আলাপ-আলোচনার স্থান হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলেও বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা ইরানের মত নিরপেক্ষ দেশে মিলিত হতে পারি। ইরানের শাহেনশাহ এর মধ্যে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার কাছ বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের আলাপ-আলোচনায় যে কোন ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। এখন শুধু আপনি রাজি হলেই হয়। অবশ্য তেহরান যদি আপনার পছন্দ না হয় আহলে আমরা জেনেভাতেও মিলিত হতে পারি।

আলাপ-আলোচনার জন্য ওটা চমৎকার একটা জায়গা।

: কেন? আমি আপনার সঙ্গে একমত। ইচ্ছা করলে এখানেও আমরা আলাপ-আলোচনা সেরে নিতে পারি। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আমরা দু'জনে একটা যুক্ত বিবৃতির খসড়াও দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারি। এমন কি চিরতরে কিছু সমস্যাও মিটিয়ে ফেলা যায়। আমি অবশ্য একটা বিবৃতির কাঠামো খাড়া করেছি। এখন আপনি রাজি হলেই কেবল ওটা প্রকাশ করা যায়। শুনুন তাহলে খসড়া বিবৃতিটা।

: না, ওটা আমাকে শোনাবার প্রয়োজন নেই মি. ভুট্টো। : কেন নয়? কী অসুবিধা আছে ওতে? : কারণ, আমি এখনো আপনার হাতে বন্দী। আমি জানি না, আমার দেশের কে কোথায়, কীভাবে আছে। আপনারা আমাকে একটা টেলিফোন করার সুযোগ পর্যন্ত দিলেন না। আমার বাংলার মানুষ, বাবা-মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের কোন খবরই আমি পাচ্ছি না। কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে কিছুইতো জানি না। মুজিবের কণ্ঠে আবেগ কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আপনি আমাকে শুধু শুধু বিব্রত করছেন। চেষ্টা করছেন যাতে আপনার ইচ্ছের প্রতি আমি অনুগত হই। আমার সরকার কিংবা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেতো আমি যেতে পারবো না। তাদের মতামত না নিয়ে আমি কীভাবে আপনার তৈরি করা বিবৃতিতে সই করি? মি. ভুট্টো, আপনাকে আমি পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, প্রয়োজনে আপনারা আমাকে গুলি করতে পারেন কিন্তু ঢাকায় যাওয়ার আগে আমি কিছুই বলতে পারছি না। আমাকে মাফ করবেন, এটা সম্ভব নয়। আমি বুঝি না, আপনারা আসলে আমাকে পেয়েছেন কী? এখানে আটকাবস্থায় রেখে কথা আদায় করতে চাইছেন, নিজেদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে চাইছেন! এটাই যদি আপনার উদ্দেশ্য তাহলে স্পষ্ট করে সত্য কথা বলুন। সে অবস্থায় আমিও ওয়াদা করলাম, কোনো কথা নয়। এখন থেকে নীরবতার রাস্তা ধরেই চলবো। মুজিবের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ উত্তেজনার ঝাঁজ মেশানো।[১২] তাহলে আপনি কেন আমাকে এখানে আটক করে রেখেছেন? আমি কি জিম্মি? : হ্যাঁ। কেন নয় বলতে পারেন? : মুজিব অবশ্যই এখনো ভুট্টোর হাতে জিম্মি।

খুবই মূল্যবান জিম্মি। মুজিবকে আটকে রেখে পাকিস্তানের স্বার্থে কিছু কথা আদায় করতে চায় ভুট্টো। এমনটাই স্বাভাবিক। ধুরন্ধর ভুট্টো মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুজিবের নাজুক অবস্থা ও অবস্থানের সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়। তুরুপের এ তাসটা যদি কাজে লাগে মন্দ কি? ভুট্টো জানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ধ্বংস করে দেয়ার পরিষ্কার অর্থ হল—সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশেরই ধ্বংস সাধন। ভুট্টোর নয়া কৌশল হচ্ছে মানসিকভাবে ভুগিয়ে মুজিবকে একেবারে অকেজো নিষ্কর্মা করে দেয়া। আর এই সুযোগে যে কোন দুর্বল মুহূর্তে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায় করে নেয়া। ভুট্টো এটা ভালই বোঝে, মুজিবকে এ মুহূর্তে মুক্তি দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর নিজেরই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক হুমকি। ভুট্টো কিছুক্ষণ চুপ থেকে এক পর্যায়ে ক্রোধান্বিত হয়ে মুজিবকে বলেন: আপনি মনে করছেন আমাকে খুব কাছাকাছি পেয়ে গেছেন এবং সেজন্য কোন চিন্তাও আপনার নেই। কিন্তু আপনার এ ধারণা ভুল। আমি জানতে চাই এক ও অবিভক্ত পাকিস্তান গড়তে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা? ভুট্টোর কণ্ঠে হুমকীর সুর। শেখ মুজিব নিশ্চুপ। রাগে ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে ভুট্টো উঠে দাঁড়ালো। মুজিবের দিকে তিক্ত চোখে তাকিয়ে বললো : শেখ সাহেব, আপনার জন্য এত কিছু করলাম। আপনি নিমেষেই সব কিছু এভাবে ভুলে যাবেন তাতো কখনো ভাবিনি। ঠিক আছে, আপনার যা খুশি তাই করুন। আমি চললাম। ভুট্টো ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো। মুজিব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। থমথমে পরিবেশ। আকাশে তারারা জ্বলছে। ঘুমঘুম শাহুল-ায় ঝিমায় রাত।[১৩] পেছনে ফিরে গেলে এসব ঘটনার ভিন্ন নাটকের দৃশ্য দেখা যাবে।

১৮ ডিসেম্বর ভুট্টো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাকে জিজ্ঞেস করেন: দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কে স্থাপনের ব্যাপারে কিছু ভেবেছে কিনা। নিক্সন বলেন, 'আমাদের মনে এ ধারণা রয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতা সম্পর্ক থাকলেও মার্কিন সরকার দুদেশের জনগণের সঙ্গেই ফলপ্রসূ সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী। প্রথম পর্যায়ে মার্কিন সরকার বাংলাদেশে মানবিক ভূমিকার মাধ্যমে একটি আস্থাশীল অবস্থার সৃষ্টি করবে যা ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে স্থিতিশীল আনবে। শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন দলিলে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবর রহমানের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আলোচনায় বলা হয়, তার অতিশীঘ্র মুক্তি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার জনগণের মধ্যে যে তিক্ততা ও সমস্যা রয়েছে তা মুছে ফেলতে সহায়ক হবে। প্রেসিডেন্ট আগ্রহ নিয়ে ভুট্টোর কাছে জানতে চান শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে তার কী মতামত? এবং ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুজিবের মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। **স্বাভাবিকভাবেই আমরা স্বীকার করি যে, এটি একটি গুরুতর বিতর্কিত বিষয় কিন্তু এ** সম্পর্কেও আমাদের অধিক গুরুত্ব দিয়ে এর ইতিবাচক দিক ভাবা উচিত।[১৪]

১৮ ডিসেম্বর ভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব দি স্টেট মি. রজার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন এ্যাম্বেসিডর রাজা। তিনি সেক্রেটারীকে বলেন, মার্চ মাস থেকে যে ট্রাজেডি শুরু হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বেশি বিলম্বিত

না হলে তা এড়ানো যেতো। সেক্রেটারী রজার্স এর এক প্রশ্নের উত্তরে ভুট্টো বলেন, পাকিস্তান নতুনভাবে সমঝোতার জন্য প্রস্তুত। এটা খুবই জরুরী যে এর জন্য পাকিস্তানের জনগণের অভিপ্রায়, ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শেখ মুজিবের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জনগণের সামনে তাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপনে তিন মাস সময় প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট এক প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো আরও বলেন, তিনি মনে করেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর একটি 'অতিমাত্রায় শিথিল কনফেডারেশনের' মাধ্যমে সম্পর্ক রচনা সম্ভব। তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন না এখনই তা সম্ভব কি না।[১৫]

১২ নভেম্বর মার্কিন দলিল রেফারেন্স : ইসলামাবাদ ১০৮৬১ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লক্ষ্যণীয় যে, পাকিস্তানের জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তারা মুজিব সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে যার কারণে বাংলাদেশে বিহারীদের উপর ও সামরিক বাহিনী এবং তাদের পরিবারের উপরে এবং ঘটনা প্রবাহে বহু সামরিক কর্মকর্তা হতাহত হয়েছে যে বিচারে শেখ মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। অতিক্রান্ত সময়ের প্রেক্ষিতে আরো অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব মুজিব সম্পর্কে বিরাজমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভয়াবহ সংকটের কারণে নমনীয় মনে হলেও বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ভোলার নয়। মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কী তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইয়াহিয়া খান বলেছেন, জনগণ চাইলে মুজিবকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের গণমাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়া সমালোচনামূলক। এমনকি ভুট্টোর দলের অনুসারী পত্রিকা নিউ টাইমস সম্পাদকীয় লেখে, "Mujib's fate as matter for law courts to decide although paper clearly indicated it though Mujib guilty of treason. Pak Times, which presumes to speak for Government, drew from Yahya's comment the interpretation that he was not actually advocation Mujib's release but merely emphasizing that Mujib's future was of legitimate concern only to Pak people and not to foreigners. Only other reactions of note were Bhutto's restrained comment doubting that popular opinion would demand Mujib release and joint statement calling for Mujib's immediate release by retired Air Marshal Asghar Khan and 43 Lahore citizens mostly of redical or pro-Moscow bent. Yahya's statement has evidently dual effect of creating more uncertainty a about GOP's current position on Mujib and of inducing relatively restrained and unemotional, although generally unenthusiastic, reaction to possibility that Mujib could be freed.

In sum, we conclude that regime at present is under constraint in possible dealings with Mujib in that Mujib would have to agree to accept unified Pakistan before regime could overtly renew discussions with him looking towards political solution. Only such overt talks would stand chance of having appreciable effect curtailing insuregent activities in East Pakistan. This constraint will probably carry over to civilian Government scheduled to be installed around year-end."[১৬]

২৬ মার্চ কারাগার সেল থেকে তাকে প্রথমে একটি গেস্ট হাউজে আনা হয়। রাত্রির যাপনের পর তাকে পুনরায় শাহুল-া (শিহালা) রেস্ট হাউজ রাওয়ালপিন্ডিতে আনা হয়। তখন তাকে হিন্দি ও উর্দু ফিল্মের গান শোনার জন্য একটি ক্যাসেট দেয়া হয়।[১৭] শেখ মুজিব স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে বাংলোতে তিনি আছেন সেখানে সব কথাই রেকর্ড হচ্ছে। সেজন্য ক্যাসেটের গান তিনি সব সময়ই ছেড়ে রাখতেন ফলে তাদের কথোপকথন স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কারভাবে রেকর্ড হয়নি। সেজন্য জার্মানির বিশেষজ্ঞদের নিকট এই কথোপকথনের রেকর্ড পরিষ্কারভাবে শ্রুত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৮]

ট্রায়ালের সময় মুজিবের কানে এসেছিল কামাল হোসেনকে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে আটক করা হয়েছে। তিনি ভুট্টোকে অনুরোধ করেন যেন কামাল হোসেনকে (শিহালা) রেস্ট হাউজে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। ড. কামাল হোসেনকে হরিপুর জেল থেকে পরের দিন শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাদের রেডিও ও সংবাদপত্র দেয়া হয়।

আজিজ আহমদকে অবসর থেকে পুনরায় পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো নিয়োগ দেন। কীভাবে তারা ঢাকা যাবেন তার ব্যবস্থা করতে তিনি দায়িত্ব পান। মুজিব রেডক্রস বা ইউ. এন. ও.-র পে-নে সরাসরি বাংলাদেশে আসার প্রস্তাব দিলে আজিজ আহমদ তাতে অসম্মত হন। তিনি বলেন তারা পি আই-এর বিমান ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সেখানে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। ভারতের আকাশ পথ পকিস্তান বিমানের জন্য বন্ধ রয়েছে এবং এই মুহূর্তে এ বিষয়ে ভারতের কাছে অনুরোধ পাকিস্তানের পক্ষে অনুকূল ও শোভনীয় হবে না। তিনি পরামর্শ দেন পি. আই-এর পে-ন তাদের তেহরানে নিয়ে যেতে পারে সেখান থেকে তারা তাদের উদ্দেশ্যমূলে যাত্রা করতে পারে। আলাপ আলোচনার পর ঠিক হয় সকল বন্দোবস্ত ঠিক হবার পর তাদের লন্ডনে পৌছানো হবে। আজিজ আহমদ লন্ডন যাত্রার ব্যবস্থা করতে এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী দায়িত্ব দেন। তিনি জানতে চান বোয়িং পে-ন এক নাগাড়ে লন্ডন পর্যন্ত যেতে পারে কিনা। এয়ার মার্শাল জবাবে বলেন বাতাস অনুকূলে থাকলে তা সম্ভব। তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি ও গোপনীয়ভাবে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করবেন। এসব কথাবার্তার দুতিনদিন পর তাকে করাচী থেকে বলা হয় ক. স্টেট ব্যাংক থেকে এক ব্যাগ ফরেন কারেন্সী আনতে এবং মিসেস কামাল ও তার সন্তানদের ইসলামাবাদে নিয়ে আসার জন্য।[১৯]

ভুট্টোর গোপন ইচ্ছা

৭ জানুয়ারি ভুট্টোর ৪৪ তম জন্মদিনের উৎসব লারকানায় পালন শেষে ভুট্টো ইসলামাবাদে আসেন মুজিবকে বিদায় জানাতে। রাতে ফরেন অফিস খোলা ছিলো। জরুরীভাবে পাকিস্তান ডিপে-ামেটিক পাসপোর্ট তৈরি করা হয় শেখ মুজিব ও কামাল হেসেনের জন্য। পাসপোর্টে স্বাক্ষর করে বৃজি হাসান খান।[২০] বিমানবন্দরে ভুট্টো তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, ২৭ ডিসেম্বর আপনি (মুজিব) বলেছিলেন ডিফেন্স, বৈদেশিক বিষয় ও অর্থ কেন্দ্রে রেখে আপনি (শেখ মুজিব) যেভাবে শিথিল সম্পর্ক চান

তা আপনার বিবেচনাধীন, এটা হতে পারে 'লুজ কনফেডারেশন'। মুজিব প্রতিবাদ করে বলেন "না, না, আমি আগেই বলেছি, অপেক্ষা করুন, দেখি কিছু করা যায় কিনা, ভুট্টো। এটা সম্পূর্ণ আপনার আমার মধ্যে কথা। আমি জানি আপনি এসব কথা কাউকে বলবেন না। ভুট্টো প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, এটা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। মুজিব বলেন এটা আমার উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন। মুজিব ইংগিত দেন তার প্রত্যাবর্তনের পর তাকে বহু কিছুর সম্মুখিন হতে হবে। মুজিব বলেন, আপনি তো বৃটেন ও আমেরিকায় আয়েশে ছিলেন। আপনি কিছুই দেখেননি। এখন আমাকে বহু বাধা বিপত্তি সম্মুখিন হতে হবে... আপনি বুঝতে পারেন। ভুট্টো বলেন, যদি দু'অংশের মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনে তার প্রয়োজন হয় তবে তিনি ঢাকায় যেতে প্রস্তুত। মুজিব বলেন, "আমি আমার জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, আমি আপনাকে পরে জানাবো। এখন নয়। এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী করাচী থেকে যে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে এসেছিলেন ভুট্টো মুজিবের ব্যক্তিগত খরচের জন্য তার হাতে তুলে দিতে চাইলে মুজিব উক্ত অর্থ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, Contribute it for my chartered plane."

তারা উষ্ণ বিদায় করমর্দন করেন। তখন ৮ জানুয়ারি। ভুট্টো তার সঙ্গীদের বললেন, "The bird has flown."

তোফায়েল আহমেদ-এর প্রামাণ্য প্রতিবেদন

এ সম্পর্কে বাঙালি জাতির রাষ্ট্রের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব ও বুৎপত্তিমন্য রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ-এর একটি লিখিত প্রতিবেদন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উলে-খ্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে। তিনি লিখেছেন, "এখনো আমার স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হাবীব আলীর কথা। ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং একই তারিখে ইরান ও তুরস্কের সরকারদ্বয়ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর পরদিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমরা যাত্রা করেছিলাম লাহোরের উদ্দেশে। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে নিতে এসেছিলেন কুয়েতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি আজকে কুয়েতের আমীর, এসেছিলেন লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ওআইসির ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল, তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আলজেরিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ বুতাফলিফা। এই পাঁচজন এসেছিলেন আলজেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুয়ারে বুমেদীনের বিশেষ বিমান নিয়ে। লাহোর বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ফজলে এলাহী এবং প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। সেখানে বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রেজেন্টেশন লাইনে যারা দণ্ডায়মান ছিলেন বঙ্গবন্ধু তাদের সকলের সাথে করমর্দন করলেও টিক্কা খানের সাথে করমর্দন করেননি। কারণ টিক্কা খানের হাত শহীদের রক্তে রঞ্জিত ছিল। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যাওয়ার সময় লাহোরে রাস্তার দুপার্শ্বে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়েছিল। তারা বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ করে শে-াগান তুলছিল, "জীয়ে মুজিব, জীয়ে মুজিব" অর্থাৎ মুজিব জিন্দাবাদ, মুজিব জিন্দাবাদ। বঙ্গবন্ধুর

গাড়িতে ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। বঙ্গবন্ধু যখন অতিথিশালায় পৌঁছলেন তখন সেখানে স্যুট-টাই পরিহিত ছোটখাটো একজন ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করেন। বঙ্গবন্ধুও পরমাদরে তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, "হাবীব আলী ইউ আর হেয়ার!" জানতে পারলাম এই লোকটির নাম হাবীব আলী। বঙ্গবন্ধু যখন মিয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দী তখন তিনি ছিলেন সেই কারাগারের প্রিজন গভর্নর। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করার পরে তিনি আমাদের কক্ষে আসেন এবং আমাদের সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু মিয়ানওয়ালী কারাগারে কীভাবে জীবনযাপন করেছেন, কীভাবে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন সবিস্তারের তার বর্ণনা দেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধায় স্মৃতি তর্পণ করে একটানা বলে যান, মিয়ানওয়ালী কারাগারের নির্জন একটি সেলের মধ্যে বঙ্গবন্ধু নয় মাস চৌদ্দ দিনের কঠিন কারাজীবনের কথা। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাবার আগের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি আমাদের বলেছিলেন- "বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের ১০ দিন পর ২৬ ডিসেম্বর রাতে মুজিবকে নিরাপদ স্থানে নেওয়ার নির্দেশ পাবার পরপরই একটা ট্রাক নিয়ে মিয়ানওয়ালী কারাগারের দিকে যাই। কারা ফটক খুলে তার সেলের কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটা কম্বল জড়িয়ে বিছানায় উপর ঘুম-ঘুম অবস্থায়। এমন সময় সেখানে যারা কয়েদী ছিল তারা মুজিবকে ফিসফিস করে বলছিল যে, 'ওরা এসেছে।' মুজিবও ফিসফিসিয়ে বললেন যে, 'শেষ পর্যন্ত আমি মাথা নত করব না।' তার আগে মিয়ানওয়ালী কারাগারেই সেলের মধ্যে একটা কবর খোঁড়া হয়েছিল। মুজিব যখন জিজ্ঞেস করেছিল, 'এটা কী?' তখন তাঁকে বলেছিলাম যে, 'যুদ্ধ চলছে এটা বাংকার। শেল্টার নেবার জন্য। আসলে সেটি ছিল কবর।' তখন মুজিবকে একজন কয়েদী বলছিল যে, 'আসলে এটা কবর। আপনি যদি আজ বের হন আপনাকে মেরে এখানে কবর দেওয়া হবে।' তখন মুজিব আমাকে বলেছিল, 'কবরকে আমি ভয় পাই না। আমি তো জানি ওরা আমাকে ফাঁসী দেবে। কিন্তু আমি জানি আমার বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে। এবং আমি এও জানি, যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে সেই বাঙালি জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' তিনি সেদিন মিনতি করে বলেছিলেন, 'আমাকে হত্যা করে এই কবরে না, এই লাশটি আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। যে বাংলার আলো-বাতাসে আমি বড় হয়েছি- সেই বাংলার মাটিতে আমি চির-নিদ্রায় শায়িত থাকতে চাই।" যাহোক, ঐদিন ২৬ তারিখে আমি ট্রাকে করে মুজিবকে নেওয়ার জন্য মিয়ানওয়ালী কারাগারে আসি। কারণ ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, "আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে শেখ মুজিবকে হত্যা করার অনুমতি দাও। আমার জীবনের যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে শেখ মুজিবকে ফাঁসী কাষ্ঠে না ঝুলানো।' তখন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আমার নিকট এই মর্মে জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন যে, 'শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলা হোক।' তখন আমি মুজিবকে মিয়ানওয়ালী কারাগার থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে ট্রাক নিয়ে কারা ফটকে আসি এবং সেলের মধ্যে গিয়ে শেখ মুজিবকে আমার সাথে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি আমাকে বাধা দেন। তখন

আমি তাঁকে বলি, 'শেখ, আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি আপনাকে এখান থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি। কারণ, এখানে কমান্ডো আসতে পারে। তারা আপনাকে হত্যা করবে। আমার উপর আপনি আস্থা রাখুন।' তারপর মুজিবকে ট্রাকে তুলে, ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে, আমার চশমা ব্যারাজ নামক বাড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়েই তিনি একটা টেলিফোন করতে চান। মুজিব আমাকে বলেছিলেন, 'আমি কি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারি?' তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'না, আমার একমাত্র কাজ হলো আপনার জীবন রক্ষা করা। আপনি টেলিফোন করতে পারবেন না।' তখন তিনি বললেন, 'আমি কি খবরের কাগজ পড়তে পারি।' আমার উত্তর ছিল, 'না।' এরপর বললেন, 'আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি?' তখন তাঁকে এক কাপ চা দেওয়া হয়েছে। আমার বাড়িতে তিনি দুই দিন থাকেন। দিন দুই পরে মুজিবকে নিয়ে যাই শাহুল-া নামক স্থানে। যেটা একসময় বৃটিশ সেনাবাহিনীর রেস্ট হাউস ছিল। পিন্ডি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে এই শাল-াহুতে (ভিন্ন উচ্চারণে 'শিহালা') প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ভুট্টো যখন আসলেন তখন একজন কর্নেল এসে মুজিবকে বলছিল, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসবে।' তারপরে সেখানে ভুট্টো আসলেন এবং মুজিবকে সালাম দিয়ে বললেন যে, 'নাউ আই অ্যাম দা প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান অ্যান্ড চীফ মার্শাল 'ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।' ঐ অবস্থায় মুজিব হেসে দিলেন। তখন ভুট্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হাসছেন কেন?' তখন মুজিব বললেন, 'আমি বুঝতে পারি একজন প্রেসিডেন্ট সিভিলিয়ান হতে পারে। কিন্তু আমি অবাক হই যখন শুনি যে, একজন সিভিলিয়ান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক!' তখন ভুট্টো বলেছিলেন, 'দ্যাট ইজ পসিবল ইন পাকিস্তান।' তারপরই মুজিবের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, 'মি. ভুট্টো, টেল মি ফার্স্ট, হোয়েদার আই অ্যাম এ ফ্রি ম্যান অর প্রিজনার।" তখন ভুট্টো উত্তর দিয়েছিলেন, 'নাইদার ইউ আর এ প্রিজনার, নর ইউ আর এ ফ্রি ম্যান।' তখন মুজিব পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন দ্যাট কেইস আই উইল নট টক টু ইউ।" তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো বলতে বাধ্য হলেন যে, 'ইউ আর এ ফ্রি ম্যান।' এরপর মুজিব প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তারপরে সে অনেক রকমের প্রস্তাব দিলেন। কীভাবে একটা কনফেডারেশন করা যায়, কীভাবে একসাথে থাকা যায়, ইত্যাদি। কিন্তু মুজিব কোন কথাই বললেন না। চুপ করে থেকে শুধু বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার প্রিয় সহকর্মীদের সাথে কথা বলতে না পারবো, ততক্ষণ আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভবপর নয়।' এরপর মুজিবকে একটা যৌথ ইশতেহার দেওয়া হয়েছিল স্বাক্ষর করার জন্য। মুজিব সেটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিশেষে শেখ মুজিব বললেন, 'আমি কি এখন দেশে যেতে পারি?' ভুট্টো বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারেন। কিন্তু কীভাবে যাবেন? পাকিস্তানের পিআইএ ভারতের উপর দিয়ে যায় না।' তখন মুজিব বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমি লন্ডন হয়ে যাবো।' এরপর ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।"

কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ এবং ভুট্টোর সাথে কথোপকথনের স্মৃতিচারণ শেষে হাবীব আলী আমাদের বলেছিলেন, "তোমরা বাঙালিরা গর্বিত ও মহাসৌভাগ্যবান যে, শেখ মুজিবের মতো একজন নেতা তোমরা পেয়েছো।" সেদিন হাবীব আলীর

স্মৃতিকথা ও মন্তব্য শুনে বিস্মিত হইনি, কিন্তু গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। আমরা তো জানতাম আমাদের নেতার ইস্পাত-কঠিন দৃঢ় সঙ্কল্পবোধের কথা।"

ভুট্টোর গোপন ইচ্ছা

মার্কিন জনগণের ইচ্ছার বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে নিক্সন প্রশাসনের বিলম্বের অন্যতম কারণ ছিলো ভুট্টোর পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে শিথিলতম হলেও একটি কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টা। সদ্য প্রকাশিত আমেরিকান গোপন পেপারে এই নতুন ইঙ্গিত মিলেছে। এতদিন জানা ছিলো, যুক্তরাষ্ট্র শুধু মুক্তিযুদ্ধকালেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টায় সহায়তা দিয়েছে। এই দলিল স্পষ্ট করেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার মুক্তি লাভের জন্য ভুট্টোকে নির্দিষ্টভাবে কোনো বিষয়েই কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি বা ভুট্টোও কিছু দাবি করেননি। (তুলনামূলক বিশে-ষণে এই অংশের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ রয়েছে—লেখক)

ওয়াশিংটনে ২৮ জুন, ২০০৫ প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের চিঠিতে আছে, শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চান। কিন্তু ভুট্টোকে অবশ্যই পাকিস্তানের বিভক্তি মেনে নিতে হবে। মুজিব নতুন বিভক্তিকে 'দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা বিভাজনের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন দিন পরে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি নিক্সনকে লেখা এই পত্রে লক্ষণীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 'শিথিলতম কনফেডারেশন' পরিকল্পনা থেকে ভুট্টোকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে নিক্সনের সমর্থন কামনা করেছেন। হীথ লিখেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান বিলম্বিত হলে উপমহাদেশে পাশ্চাত্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর সুযোগ নিতে পারে কমিউনিস্ট ব-ক। হীথের কথায়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সমস্যা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। বেশি আগে স্বীকৃতি দিলে তা পশ্চিম পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করবে এবং ভুট্টোর কাজ আরো জটিল হবে। অন্যদিকে আমরা যদি বেশি দেরি করি তাহলে পূর্বে (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট দেশগুলোর প্রভাব আমাদের চেয়ে প্রাধান্য পাবে এবং তাদের মিত্রদের অবস্থান শক্তিশালী হবে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বাস্তবতা ভুট্টো যাতে মেনে নেন, সেজন্য আপনার যে কোনো সাহায্য বিরাট উপকারের আসবে। তাঁর (ভুট্টো) সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে এবং আমি জানিয়ে দিয়েছি, মুজিবের সঙ্গে আমার আলোচনায় তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি, আপনার (নিক্সন) মতামত ভুট্টো এবং তার সরকারের কাছে অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই চিঠিতে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন সফর সম্পর্কে লিখেছেন, 'লন্ডনে মুজিবের আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁকে বহনকারী বিমানটি যখন লন্ডন থেকে মাত্র ১ ঘন্টার দূরত্বে, তখন আমরা ইসলামাবাদ থেকে বার্তা পাই, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পরে তিনি (মুজিব) আমাকে বলেছেন, তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে বলেছেন তাঁকে ঢাকায় পাঠাতে অথবা রেডক্রস বা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে। ভুট্টোর

তা মনঃপূত হয়নি। তিনি নিজেই তেহরান যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত লন্ডনে আসতে রাজি হন। আমি ঢাকায় যেতে তার জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করি। এটা ছিল তাঁরই পছন্দ যে, তাঁকে যেন ভারতীয় বিমানে দিলি-তে অবতরণ করতে না হয়। মুজিব আমাকে আরো বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের যে কোনোই সুযোগ নেই, তা আমি ভুট্টোকে মুক্তিলাভের আগেই বলেছি।

পাকিস্তানে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন দূত ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪ পৃষ্ঠার এক টেলিগ্রাম বার্তায় উলে-খ করেন, ভুট্টো আমাকে কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছেন আজ ৩ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে জানালেন, শেখ মুজিবের এই মুক্তির কোনো প্রতিশ্রুতি অথবা পূর্বশর্তসাপেক্ষ নয়। চীন ও রাশিয়া মুজিবের মুক্তিরপক্ষে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে আমি তাঁর করাচির বাসভবনে সাক্ষাৎ করি। ৪৫ মিনিটের এই আলোচনায় আমি মুজিবের মুক্তি সংশি-ষ্ট কার্যধারা ও তার প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, তিনি এ নিয়ে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। কারণ বিষয়টি নির্ভর করছে তাঁর ও শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার ওপর এবং সেক্ষেত্রে মুজিবের ইচ্ছাকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন। ভুট্টো এ প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, পরিহাস হচ্ছে আমিও একদা এই কারাগারে এবং একই কক্ষে অন্তরীণ ছিলাম। আমি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ওই সেল থেকে তাঁকে মুক্ত করে একটি গেস্ট হাউজে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করি এবং এই গেস্ট হাউজে আমিও এক রাত যাপন করেছিলাম। ভুট্টো মন্তব্য করেন যে, মুজিবকে তিনি বলেন, রাওয়ালপিন্ডিতে পৌঁছানোর পর থেকেই তিনি একজন 'মুক্ত মানুষ'। তিনি চাইলেই পিন্ডির গেস্ট হাউজ থেকে যখন খুশি তাঁর গন্তব্যে রওনা দিতে পারেন। কিন্তু তেমনটা করলে পাকিস্তানী জনগণের সামনে ভুট্টোর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মুজিব সেটা সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রেরিত এই টেলিগ্রামে আরো উলে-খ করা হয়, মুজিবের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল; কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না। ভুট্টো বলেন, মুজিব কার্যত সব বহিঃস্থ তথ্যের উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি (মুজিব) ধারণা করেন যে, যুদ্ধের একটা উলে-খযোগ্য পর্ব শেষ হয়েছে এবং 'সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের একটি অংশ ভারত দখল করে নিয়েছে।' আসলে পাকিস্তান ইতোমধ্যেই যে 'শোচনীয় পরাজয়' বরণ করেছে এর আকার-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। ভুট্টো জানান, তিনি মুজিবকে যথাসম্ভব সব ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁর জন্য সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেন, মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তিনি কোনভাবেই তাঁর কাছে কোনো দাবি উত্থাপন করেননি। মুজিবের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতিই আদায় করতে চাননি। অথবা রাজনৈতিক অঙ্গনে মুজিবের প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কোনো পূর্বশর্তও আরোপ করেননি। ভুট্টো আরো উলে-খ করেন যে, 'মুজিব তাঁর কাছে সব ঘটনার বিবরণ ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাঁর অবস্থানের কথা জেনে তাঁরে মনে হয়েছে তিনি (মুজিব) বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ় (অলমোস্ট স্ট্যান্ড) হয়েছেন এবং সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের কথা জেনে তিনি খুবই হতাশ হন

বলেই তাঁর মনে হয়েছে। ভুট্টো আরো উলে-খ করেন, 'শেখ মুজিবের সঙ্গে তার আলোচনায় ভারতীয় দখলদারী ও কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে মুজিব বারংবার মন্তব্য করেন যে, তিনি কিছুতেই 'ভিক্ষা গ্রহণকারীদের একজন হবেন না।' এই টেলিগ্রামটিতে আরো বলা হয়, ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সঙ্কটের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সময়ে মার্কিন নীতিতে ভুট্টোর শুধু সন্তোষই প্রকাশ করেননি; এই অভিমত দেন যে, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অব্যাহতভাবে শুভেচ্ছা ও সমর্থন আশা করে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভুট্টো মন্তব্য করেন : 'এপ্রিলের আগ পর্যন্ত আমি নিজেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক পন্থায় একটি রাজনৈতিক সরকার গঠন করে রাজনৈতিক সমাধানের একটা চেষ্টা করছিলাম। তবে এক্ষেত্রে ভারতের অস্ত্রশক্তির ব্যবহার ছিলো অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক।' ইয়াহিয়াকে রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে নিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ শুধু প্রশংসনীয় নয়, এটা বহুকাল স্মরণযোগ্য থাকবে। ভুট্টো আরো বলেন, ২৭ ডিসেম্বর একটি বেসামরিক সরকার গঠনের পর থেকে মার্কিন প্রয়াস ফলপ্রসূ ও মুজিবের মুক্তির মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়া আরো কার্যকর এবং পরিণামে তা 'নেগোসিয়েশনের' পথ খুলে দিতে পারতো। কিন্তু ভুট্টোর কথায়, 'এই প্রচেষ্টা এ কারণেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তি ভারত কখনো মেনে নিতে পারেনি।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের একাধিক নথিপত্রে এটা স্পষ্ট যে, ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও ভুট্টো একটি তথাকথিত শিথিল কনফেডারেশন গঠনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ১৮ ডিসেম্বর ভুট্টো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি 'শিথিলতম প্রকৃতির কনফেডারেল লিংক' প্রতিষ্ঠার সুযোগ এখনো রয়েছে এবং তিনি সেই লক্ষ্যে উদ্যোগ নেবেন। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শীর্ষক এক গোপন নথিতে দেখা যায়, ভুট্টো এমনকি বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্য ও স্বীকৃতিদান প্রশ্নে রজার্সকে এই মর্মে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন যে, বাংলাদেশে মানবিক সহায়তাদানের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন বটে; কিন্তু তা যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সমতুল্য হিসেবে প্রতীয়মান না হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়া যেমন তাঁর সমঝোতার প্রয়াস বিঘ্নিত না করে। এই সারসংক্ষেপে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বিজয়ের পরেও 'শিথিলতম কনফেডারেশন' নিয়ে নিক্সন প্রশাসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো। কারণ এই নথিতে বলা হয়, 'যখন আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি পৃথক বাংলাদেশ একটি বাস্তবতা, তখন আমাদের অন্যরূপ আর কিছুই করা ঠিক হবে না। আগামী আরো কয়েক মাস আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে যে, সাবেক পূর্ব প্রদেশ সম্পর্কে ভুট্টো কী ধরনের কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের প্রকৃতি এবং নিজ ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌমত্বের অর্থবহ অনুশীলনে বাংলাদেশের সামর্থ্য অথবা সামর্থ্যের অভাবকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। এই দলিলে আরো বলা হয়েছে, "ভুট্টোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নিরিখেই জানিয়ে দেয়া উচিত যে, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যেন ক্রমেই যথাসম্ভব উদাররূপ পরিগ্রহ করে এবং ভুট্টো যাতে তাঁর 'হলস্টেন ডক্ট্রিন' পরিহার করেন।"

উলে-খ্য, ওয়াল্টার হলস্টেনের নাম অনুসারে পরিচিত এই মতবাদ ১৯৫৫ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী সময় পশ্চিম জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য নিয়ামক ছিলো। এই মতবাদ অনুসারে পশ্চিম জার্মানি মনে করতো, তারই শুধু বিশেষ অধিকার সমগ্র জার্মান জাতির প্রতিনিধিত্বের এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে পূর্ব জার্মানি যেসব দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে পশ্চিম জার্মানি তাদের এড়িয়ে চলবে। ১৯৫৭ সালে এই মতবাদ প্রথম প্রয়োগ করা হয় যুগোশ-াভিয়ায়। এটা এক চীন নীতির সঙ্গেও তুলনীয়।

এখানে বিশেষভাবে উলে-খ্য যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতদের যেভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ইচ্ছাও কথোপকথনের ইঙ্গিত ও সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন তা সত্যের বিবেচনায় সন্দেহের উদ্ভব করে- যা গোপন টেপে নাকচ হয়ে যায়—লেখক)২২

শেখ মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে দু'দফায় যে সংলাপ হয়েছিল তা গোপনে টেপ করা হয়। সেই টেপের বেশ কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাও অস্পষ্ট। এই টেপগুলো ধারণ করা হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। এই টেপ বিশে-ষণ করলেই সহজেই উপলব্ধি হবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের প্রতি এত বেশি আস্থাশীল ছিলেন যে, কোন কিছুকেই তিনি পরোয়া করেন নি। মাথা নত করেন নি। সেই দুর্লভ এবং গুরুত্বপূর্ণ গোপন টেপের অংশ যেটুকু পাওয়া গেছে তার রূপান্তরিত ইংরেজী অবিকল উদ্ধৃত করা হলো :

মূল টেপ থেকে

"One week after Zulfi took charge in Pindi, he had himself driven after sun-down to a well-guarded army bungalow near the military airport. Mujib had been flown there the day by helicopter from his prison cell, where he had seen no newspaper, heard no radio since his arrest in Dacca in late March. 'When they brought me here, I was thinking that another disaster was coming,' the tall haggard prisoner said, faintly smiling at the sight of his old 'friend, though as yet uncertain why all the armed guards were in that room as well. Then Zulfi told him of the transfer of power in Pindi. 'I am happy,' Mujib responded. 'Believe me I am happy. Tell me what is the condition of Bengal? I am very perturbed."

Bhutto explained that India's army was 'occupying' Dacca, had moved in with Soviet guns and tank, under cover of Soviet warships and planes. 'That means they have killed us,' Mujib cried. 'Bhutto they have killed us... You'd better get me to Dacca... You have to promise one thing to me that I will be having your help, if the Indians put me in jail. You will have to fight for me.'

'We will fight together, Mujib,' Zulfi promised.

'No, no,' Mujib replied, knowing full well with whom he was dealing, and knowing, of course, that every word he said was being taped in this well-wired sitting room. 'I have to settle matters there. The occupation army is there, that I am sure. Awami League cannot move them that I am sure. The

world will understand... I want your help.... Believe me. I never wanted to Indians. You don't believe me?"

"I believe you,' Bhutto said. "Otherwise, do you think that I would have immediately taken this action? The first thing I did was to order your release from there coming here.'

'Well, you have taken the charge, I am happy,' Mujib repeated, though he did not sound happy, nor did he fell happy. His furtive eyes darted around that strange 'safe-house' room. He wondered if he would ever be permitted to see his beloved Dacca again, or his family and friends. 'You have done away with the military?'

'Now it is a secondary matter,' Zulfi replied evasively. 'Military will not come back again. I just want to see the unity of my country on whatever terms you want.' He still dreamed of undoing the past, using this prisoner, his prisoner now (even as 'retired' Yahya was), to replay history's tape, to put Humpty-Dumpty Pakistan back together again. Why not? Was he now not both president and chief martial law administrator of Pakistan? And wasn't this poor Bengali fool his mouse to play with, to tease and tickle as he liked? 'I just want to see the unity of my country,' he said, not ours, for he still distrusted Mujib almost as much as Mujib mistrusted him.

'No, no terms,' Mujib told him, fearing the worst as he looked into those bloodshot eyes. 'Tell me what is the position of my country.' 'Mujib bhai (Brother), if there is any possibility that can live together?'

'I will hold a public meeting in Dacca,' Mujib said. 'I'll meet my people, discuss with them and inform you. That is my promise... I will speak drop by drop... they believe me. Inshallah we'll do something. I have not to say about this outright. You understand my position.' He was terrified at the thought of his Awami League comrades learning that he was actually negotiating here with President Bhutto. Yet if he did not speak softly to this man who help the keys to this life, what would become of him? How could be survive?

When would he be sent home?

Zulfi played with his Bengali prisoner form another eleven days, leaving Mujib to simmer and sweat, to tremble and wonder what on earth would happen to him, and what befallen his once-'Golden' Bengal? Till 7 January 1972 Zulfi left him there alone, returning that night, after his birthday celebrations in Larkana were over. He was more anxious now to woo Mujib, to bring him and all his Bengali millions back under his protective West wing. What a coup that would be! What Ayub and Yahya had lost he, Zulfikar Ali Bhutto, would recapture. Quaid-i-Awam Shaheed Savior Bhutto!

'One the 27th you said that we can have two or three things together,' Zulfi reminded Mujib as soon as they were alone again, 'defence, foreign affairs and currency....'

'Before that you have to allow me to go,' Mujib replied nervously. "But I don't mind Confederation (however) loose it is,' Zulfi insisted, pressing him for some minimal commitment.

'No, no... I have already told you that we can wait... Some sort of arrangements we can make. I told you it will be Confederation. This is absolutely between you and me. I know that you have not told anybody.'

'No, why should I tell,' muttered Bhutto. 'I'll keep it absolutely confidential.'

'You leave it to me," Mujib insisted, 'absolutely leave it to me. Trust me.' 'I will tell these things to the millions of people of Bangla Desh when I first go there...that Yahya before handing over the charge to Mr. Bhutto wanted first to kill me. I will demand from there Yahya's hanging. You understand: trial, trial... I'll say, 'First give trial to this man, then I'll talk to you.'...You understand. I have to take in confidence my people. The wounds are serious.' 'Who do you think was the bigger villain-Yahya or Peerzada? 'Bhutto asked him. 'Both.'

'I know,' Zulfi agreed, content, it almost seemed, to sit all night, chatting. They were all three his prisoners now. He alone had emerged from that last mad year of blood and terror, not only free but on top, comfortable secure at Pakistan's pinnacle of power. Yet he was so eager to win back Bangladesh that he told Mujib, "Listen, Presidentship, Prim Ministership, Whatever you take I am preared to retire to the country. I swear by Holy Quran that I am prepared to retire.'

'I told you there is no objection,' Mujib replied, 'My idea was that we will live together and we will rule this country. This Haramzada (Yahya) started the fuss telling me this was what you had said...and...communicating to you. Then the disaster started in Bengal.'

'But now we have to put the things right," Zulfi reminded him.

'We have to try," Mujib conceded. 'But you know the route. I have to go. I have to cope...You know the occupation army is there...(O)ur army.... Massacred ...as in Indonesia.... Another point is there, I tell you frankly....the West Bengalees, ...I have to take them out from Bengal and crush...My difficulties you understand."

'Yes, it is very difficult,' Zulfi agreed. He was faced now with similar outspoken opposition, and it would keep growing. Especially those who blamed him for losing most of Pakistan. 'I am prepared to fly to Dacca.'

'No, no,' Mujib insisted, holding his head painfully. 'I'll meet with my people....I want time...I'll tell you from there....You have become a hero. You will continue for the whole life.'

'Nay, I don't want,' Zulfi told him. 'You should be our President.' Zulfi also offered him 'fifty thousand Dollars,' but Mujib was too nervous to take any money from him, suggesting instead that he 'contribute it for my chartered plane.'

Shortly after midnight on 8 January 1972 Mujib flew to London. There were no direct flights from Pakistan to Bangladesh, and Mujib preferred London to Teheran or Ankara, the other options Bhutto had suggested. The PIA jet landed at Heathrow in gray fog at 6:30 that morning, and a much relieved, bedraggled Mujibur Rahman, the nation-savior hero of Bangladesh, was whisked off in a Rolls limousine to the elegant Claridge's Hotel in the heart of Mayfair. Before noon on that first day of his freedom, Mujib had spoken from his suite with Indira Gandhi in Delhi and Prime Minister Edward Health in Downing Street. Heath authorized release of an RAF plane to fly his fellow Commonwealth prime minister home the next day."

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই আচরণ ভুট্টো তার জীবদ্দশায় ভুলতে পারেন নি। কেননা তিনি জাতিসংঘে জোড়গলায় ভারতকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন বাংলাদেশের অস্তিত্বমাত্র ভারতের মুখে, এবং তাদের মনে। বাস্তবে বাংলাদেশ বলে কিছু নেই। আমরা মরতে প্রস্তুত, মরতে ভয় পাই না। আমরা সাহসী জাতি। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের অংশ আমরা। আমাকে বিশ্বাস করুন, মেকসিকো আমেরিকাকে দখল করতে পারে, ডেনমার্ক জার্মানিকে দখল করতে পারে, ফিনল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়াকে দখল করতে পারে কিন্তু ভারত কখনো কোনো অবস্থায় পাকিস্তানকে দখল করতে পারবে না। আমরা যুদ্ধ করবো, আমরা প্রয়োজনে এক হাজার বছর যুদ্ধ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। তিনি বলেন, বাংলাদেশেকে পাঁচ বা দশ বছরের জন্য কেউ নিতে পারে, কিন্তু আমরা তা ফিরিয়ে আনবো। "What belongs to people will go to that people.....East Pakistan is part of Pakistan—you know this. Remember this well."[২৩] কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এমনকি ১৯৭৩ সনে পাকিস্তানে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সেখানে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসম্পর্কে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৪ আগস্ট ভুট্টো বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করবো না, পূর্ব পাকিস্তান অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ। জাতিসংঘের ৭ ও ২১ তারিখের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমরা এগিয়ে যাবো। এটা আমাদের ছয় অবস্থান ছোট-বড় সব দেশ, সমর্থন করেছে। অথবা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ঢাকা কর্তৃপক্ষ এখানে আলাপ ও আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারপরও আমরা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় আগ্রহী।[২৪]

অষ্টম অধ্যায়

যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কেউ তাঁকে মারতে পারে না

মুজিবের মুক্তি

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তানের নূতন প্রেসিডেন্ট অনলবর্ষী বক্তা জুলফিকার আলী ভুট্টো গত সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা ও আচার আচরণের এমন ভাব দেখিয়েছেন যে, একমাত্র তার কাছেই শেখ মুজিবুর রহমানের ভালো মন্দর খোঁজ খবর আছে। হ্যাঁ, ভুট্টো স্বীকার করেছেন, পূর্ববর্তী পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বন্দী মুজিবের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছেন। বাঙালি নেতার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ভুট্টো বলেছেন, "তিনি এখন বিশ্রাম নিতে পারবেন। তবে আমার সন্দেহ তিনি কতটা বিশ্রাম নিতে পারবেন।" সপ্তাহের শেষ দিকে মুজিবের সঙ্গে টানা কয়েক দফা একান্ত বৈঠকের পর ভুট্টো তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাঙালি নেতাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে রাজী হন। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট মুজিবকে মাঝরাতে রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দরে নিয়ে যান এবং তাঁকে ভাড়া করা একটি বিমানে তুলে দেন। রহস্যজনক কর্মতৎপতায় ভরা একটি সপ্তাহের গুপ্ত এক রিপোর্টে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জানালেন, "পাখি উড়ে গেছে।" মুজিবের বিমান লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামার পরই পাকিস্তানী জান্তার হাতে বন্দী হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো গোটা বিশ্ব ৫১ বছর বয়সী এই বাঙালি নেতাকে চোখে দেখলো। লন্ডনে সবচেয়ে অভিজাত হোটেল ক্ল্যারিজে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে ক্লান্ত মুজিব আবেগমথিত ভাষায় বর্ণনা করলেন তার বন্দী জীবনের কথা। তিনি বললেন, "আমি বন্দী ছিলাম কনডেম সেলে ফাঁসির.... অপেক্ষায়। জেলে ঢোকানোর পর থেকে জানতাম না, বাঁচবো না মরবো, মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিলো আমার। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই।" পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মুজিব বলেন, "দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা আমার লোকের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে আমাদের আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব না।" লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান মুজিব। টেলিফোনে ছেলে কামালকে ঠিকই এই কথাটিই জিজ্ঞেস করেন মুজিব... তোরা সব বেঁচে আছিস? তোর মা কেমন আছে? বেগম মুজিব অতিরিক্ত আবেগাক্রান্ত হয়ে স্বামীর সঙ্গে কথাই বলতে পারেননি, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[১]

অসংখ্য সমস্যা

লন্ডনে অবতরণের মাত্র ২৪ ঘন্টা পরই মুজিব স্বদেশের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। প্রায় দশ মাসের অনুপস্থিতির পর জনগণ তাকে কীভাবে বরণ করে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আকাশ-পাতাল ভেবেছেন তিনি। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বীর হিসেবে তাঁর প্রত্যাবর্তন বিজয়

গৌরবে উদ্ভাসিত হবে বলেই আভাস মেলে। পূর্ব বাংলার প্রায় সব মানুষই তাকে জানে অক্লান্ত, সাহসী রাজনীতিবিদ, মন্ত্রমুগ্ধকারী বক্তা হিসেবে যার উপস্থিতি সবসময়ই অফুরন্ত অহংকার ও আকাঙ্ক্ষার উৎস। তারপরও বলতে হয়, নিজের বর্ণনানুযায়ী মুজিব বন্দী ছিলেন "অকল্পনীয় এক বাজে জায়গায়, নিঃসঙ্গ কারাবাসে, কোন রেডিও ছিল না, কোন চিঠিপত্র না। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না।" গুজব রটেছিলো যে, জেলে নির্যাতন নিপীড়নের কারণে মুজিব তার পুরোনো তেজ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছেন। মুজিবের তেজ আবার জাগিয়ে তুলতে সম্ভবত নিজ দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে ডুবে যেতে হবে। পূর্ব বাংলায় এসে মুজিব অনেকখানি বদলে যাওয়া এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পড়বেন। নিশ্চিতভাবে দেশে তার জন্য অসংখ্য সমস্যা অপেক্ষা করছে।

আমাকে শুধু দেখুন : কিন্তু কিছু শুনতে চাইবেন না

অনেক পশ্চিমা পর্যবেক্ষকের কাছেই দৃশ্যটি পন্টিয়াস পিলাত কর্তৃক যিশু ও বারাব্বাসের ভাগ্য নির্ধারণী সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে, করাচির সমাবেশে এক লাখেরও বেশি মানুষের উদ্দেশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এই প্রশ্ন রাখার দৃশ্য, "তোমরা কি মুজিবের মুক্তি চাও?" ভুট্টোর সম্মোহনী বক্তৃতায় বিমুগ্ধ জনতা সমস্বরে সম্মতি জানালো। মাথাটা একটু নামিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, "তোমরা আমাকে বড় একটি বোঝা থেকে মুক্তি দিলে।"

এভাবেই গত সপ্তাহে ভুট্টো প্রকাশ্যে তার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন, যা তিনি টাইম পত্রিকার প্রতিনিধি ড্যান কোগিনকে বলেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা এবং বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে (মুজিব) ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন ভুট্টো।

ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে দুটি বৈঠক করার পাঁচ দিন পর তার প্রতিশ্রুতি রাখলেন। একটি ভাড়া করা পাকিস্তানী বিমানে করে মুজিবকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিতে তিনি ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে গেলেন। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিমানটি ছাড়লো রাত তিনটায়। মুজিবের এই গোপন ইসলামাবাদ ত্যাগের খবর সাংবাদিকরা পর্যন্ত জানলেন ১০ঘন্টা পর। ৬ঘন্টা এক সংক্ষিপ্ত সফরে ইরানের শাহ'র পাকিস্তান পৌঁছানোর ঠিক আগে আগে মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের খবর প্রচার করা হলো। ততক্ষণে মুজিব পৌঁছে গেছেন লন্ডনে। মুজিবকে ক্লান্ত দেখালেও দৃশ্যত স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। ঠোঁটে ধরা ব্রায়ার পাইপে টান দিতে দিতে মুজিব হাল্কাচালে বলছিলেন, "আপনারা দেখছেন, আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি। এই মুহূর্তে আমাকে শুধু দেখুন, দয়া করে কিছু শুনতে চাইবেন না।"

এর কয়েক ঘন্টা পরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর লন্ডনে ক্ল্যারিজ হোটেলের বলরুমে মুজিব এক সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। হোটেলের বাইরে তখন সমবেত হয়েছে উৎফুল- শত শত বাঙালি। মুজিব বাংলাদেশকে একটি "অনিবার্য বাস্তবতা' হিসেবে উলে-খ করে বিশ্বের প্রতি স্বীকৃতির আহ্বান জানালেন এবং

জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করারও আহ্বান জানালেন তিনি। স্পষ্টতই ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে মুজিব "উষ্ণ এক মরু এলাকায় অবস্থিত কনডেম সেলে" তার বন্দী জীবনের বর্ণনা দিলেন। এই সময় পুরো পরিবার ও গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তিনি। মুজিব বললেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।" মুজিব বললেন, যুদ্ধ সম্পর্কে জানতেন তিনি। কেননা "সামরিক বিমানের গতিবিধি বুঝতে পারতেন এবং ব-্যাক আউট হতো।" কেবলমাত্র ভুট্টোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি জানতে পারেন, বাংলাদেশ নিজস্ব সরকার গঠন করেছে। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুজিব বললেন, "আজ হিটলার বেঁচে থাকলে তিনিও লজ্জা পেতেন।"

ভুট্টো সম্পর্কে ভালো কথা বললেও মুজিব জোর দিয়ে বললেন, ভুট্টোর জোরালো প্রস্তাবে বলেন, "আমি তাকে বলেছি, জনগণের কাছে ফিরে গিয়েই কেবল আমি তাকে এ বিষয়ে উত্তর দিতে পারবো।" ঢাকা কিংবা অন্য কোনো নিকটতর নিরপেক্ষ জায়গায় না গিয়ে কেন লন্ডন গেলেন, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "আপনারা কি জানেন না যে, আমি একজন বন্দী ছিলাম, এটি পাকিস্তান সরকারের পছন্দ ছিলো, আমার নয়।" মাত্র ২৪ ঘন্টা লন্ডনে ছিলেন মুজিব। রবিবার দিন তিনি বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর জেটে চড়ে নয়াদিল-ী যান, সেখানে থেকে বিজয়ীর বেশে ঢাকায়।[২]

সীমাবদ্ধ পছন্দ

ঢাকার বদলে মুজিবের লন্ডন যাত্রা কিছুটা আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয় হলেও তার মুক্তির বিষয়টি ততোটা বিস্ময়ের ছিল না। সত্যিকার অর্থে মুক্তি দেওয়া ছাড়া ভুট্টোর উপায় ছিল না। মুজিবকে বন্দী রেখে পাকিস্তানের কোনো লাভ হবে না বলেই মনে করেছিলেন ভুট্টো। আর মুজিবকে মেরে ফেললে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি বাঙালিদের ঘৃণা আরো জোরালো হবে। মুজিবকে মুক্তি দিলে বরং হয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে এক ধরনের শিথিল সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে রাজি করানো যাবে বাংলাদেশকে। লন্ডনে পাকিস্তান সম্পর্কে মুজিবের ক্ষুব্ধ বক্তব্য ভুট্টোর পুনর্মিলনের স্বপ্নকে অবাস্তব করে তুলেছে। তবে তার স্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি। বাংলাদেশ আর্থিক, সামরিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য ভারতের ওপর কিছুদিন নির্ভরশীল থাকবে। ভুট্টো নিশ্চয়ই মনে করেছেন, দিনে দিনে ভারতীয় সৈন্য ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দ হাঁপিয়ে উঠবেন। সেই পরিস্থিতিতে তারা তাদের নিরীহ মুসলমান ভাইদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাইতে পারেন। তাছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে কিছু পুরনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক, এমনকি প্রয়োজনীয়ও হাতে পারে। ভুট্টোর ভাষায়, "বর্তমান বাস্তবতাই স্থায়ী বাস্তবতা নয়।"

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : সমস্যার পাহাড়

তবে বর্তমান যে বাস্তবতাটিকে ভুট্টো চাইলেও উপেক্ষা করতে পারবেন না, তা হচ্ছে মুজিবের মুক্তির খবরে বাংলাদেশের জনগণের অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস। সারা সপ্তাহ ধরে গোটা

রাজধানী গুণছিল অপেক্ষার প্রহর। ঢাকার তার অবতরণ অত্যাসন্ন, এই খবর প্রচারিত হওয়ার পর ঢাকার রাজপথে নামে জনতার ঢল। শে-াগান, নাচ-গান, বন্দুকের গুলি ফুটিয়ে আর ইতোমধ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠা রণধ্বনি "জয় বাংলা" বলতে বলতে তারা মুখরিত করে তোলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। অনেক মানুষ সমবেত হয় সেই ছোট্ট বাড়িটির সামনে, যেখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মুজিবের স্ত্রী ও সন্তানদের আটকে রেখেছিল। ঐদিন বেগম মুজিব রোজা রেখেছিলেন। জনতার উদ্দেশে অশ্রুসজল চোখে বেগম মুজিব বলছিলেন, "মার্চ মাসে গুলি চলেছিল বাংলাদেশের জনগণকে হত্যা করতে, এখন গুলি হচ্ছে আনন্দ করার জন্য।"

বাংলাদেশের জনগণকে এগিয়ে যেতে হলে আগামী কয়েক মাসে তাদের সব আনন্দ জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশ্বের নবীনতম এই দেশটি বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশও। গত মার্চে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পর বিশ্ব ব্যাংকের একটি বিশেষজ্ঞ দল কয়েকটি শহর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, এগুলি দেখতে "পারমাণবিক হামলার পরের একটি সকালের মতোই"। এরপর থেকে ধ্বংসযজ্ঞ আরো তীব্র হয়েছে। প্রায় ৬০ লাখ বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। ১৪ লাখ কৃষক পরিবার চাষবাসের হালহাতিয়ার ও পশু হারিয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেতু বিধ্বস্ত এবং আভ্যন্তরীণ জলপথ অবরুদ্ধ।

একমাস আগে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত দেশটির ধ্বংসযজ্ঞ শুধুই বেড়েছে। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা (যারা ছিল দেশের প্রায় সকল ব্যবসায় মালিক) তাদের সর্বশেষ কড়িটিও পশ্চিমে নিয়ে যায়। পাকিস্তান ইন্টান্যাশনাল এয়ারলাইন্স বন্দর নগরী চট্টগ্রামে তাদের অ্যাকাউন্টে মাত্র ১১৭ রুপি রেখে যায়। সেনাবাহিনী ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা ধ্বংস করে যাওয়ায় অনেক জায়গায় নগদ অর্থের সংকট দেখা দিয়েছে। বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার আগে রাস্তা থেকে প্রাইভেট কার তুলে নয়তো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেড়ে পশ্চিমে চালান করে দেওয়া হয়।

উজাড় বাগান

বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস পাট (১৯৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে এ বাবদ আয় ২০ কোটি ৭০ লাখ ডলার)। অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা সচল না হলে কারখানা থেকে পাটজাত পণ্য বাজারজাত করা সম্ভব নয়। আরেক আয়ের উৎস চা বাগানগুলোকে আবার উৎপাদনশীল করে তুলতে যে সময় লাগবে, কলকারখানাগুলো মেরামত করতে হয়তো অতো সময় লাগবে না। এছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদিত নিচু মানের চায়ের প্রায় পুরোটাই বিক্রি হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। এখন তাদের বিকল্প বাজার খুঁজে বের করতে হবে। বাংলাদেশকে তাদের নিজস্ব মুদ্রাও ছাপতে হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ যেটা, তা হচ্ছে ঐ মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণের মজুদ গড়ে তোলা। ঢাকার একজন ব্যাংকার বলেন, "আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা দরকার, নগদ মুদ্রা-এর অর্থ নগদে পাট বিক্রি করতে হবে। ভারতীয় রুপি কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় মেশিনারির সঙ্গে বিনিময় নয়। এর অর্থ বিদেশী সাহায্য, ত্রাণসামগ্রী, খাদ্য এবং একই সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করা। একই সঙ্গে এর অর্থ আমদানি কমানোও।"

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এ ব্যাপারে আরো সুনির্দিষ্ট। তারা বলছে, দেশকে শুধু ১৯৬৯-৭০-এর অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও ৩শ' কোটি ডলার লাগবে। তখন মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৩০ ডলার। স্বাধীনতার পরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে টাকার অবমূল্যায়ন (পাউন্ডের বিপরীতে ১৫ টাকার বদলে ১৮ টাকা), ব্যাংক থেকে টাকা তোলার মাত্রা বেঁধে দেওয়াসহ বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আওয়ামী লীগের সমর্থক শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই। কিন্তু এর খুব একটা বিরোধিতা হয়নি। কেননা সরকারের অনুসৃত মধ্যপন্থী সমাজতান্ত্রিক পন্থার পেছনে দৃশ্যত অধিকাংশ বাঙালিই আছে। গত সপ্তাহে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করেন, "শোষণমুক্ত অর্থনীতি" গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে সরকার শীঘ্রই ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করবে।

ভারতে আশ্রয় নেওয়া সংখ্যক শরণার্থী প্রত্যাবাসনও কোনো মামুলি সমস্যা নয়। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, গত সপ্তাহের হিসাব অনুযায়ী ১০ লাখের বেশি শরণার্থী ইতোমধ্যে ফিরে গেছে। এদের বেশিরভাগই ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করতে ভারতের ক্যাম্প কর্মকর্তারা প্রতিটি ফেরত যাওয়া পরিবারকে কিছু জিনিস উপহার দিচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের নতুন হাড়িকুড়ি, খানিকটা তেল, কাঠ, কয়লা, চকলেট, দুই সপ্তাহের চাল-ডাল এবং ৫০ রূপির সমপরিমাণ নগদ অর্থ।

বাংলাদেশের ভেতরে শরণার্থীদের রাত যাপনের জন্য ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সরকার বলেছে, এজন্য বিদেশী ত্রাণ সহায়তা ও জাতিসংঘের সহযোগিতা লাগবে। জাতিসংঘের কিছু ত্রাণসামগ্রী ইতোমধ্যেই বন্দরে পৌঁছে গেছে। এখন বিতরণ ব্যবস্থা সংস্কারের কাছ চলছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও একই রকম অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে মুজিবের বক্তব্য ও প্রজ্ঞার প্রতি সমর্থন প্রায় সর্বজনীন। কিন্তু দেশের মানুষের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তিনি যথেষ্ট দ্রুত সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন কিনা তা অন্য প্রশ্ন। গেরিলা যুদ্ধ করা মুক্তিবাহিনীর অনেক চরমপন্থী তরুণ আওয়ামী লীদের মাঝবয়সী রাজনীতিকদের মধ্যপন্থী পথে সন্তুষ্ট নাও হতে পারে। তার ওপর প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে ঢাকার বর্তমান সরকারের ক্ষমতাও কার্যকর নয়। সেখানে স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর ক্যাডাররাই রীতিমত দৃশ্যমান।

ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকার সুনন্দা দত্ত রায়ের বক্তব্য অনুসারে গেরিলারা ইতোমধ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শেখের নামে গঠিত মুজিববাহিনী এটাকে নিজেদের "মিশন" বলে ডাকতে শুরু করেছে। আলী আশরাফ নামের তাদের ২২ বছর বয়স্ক একজন কমান্ডার সুনন্দাকে বলেন, "সামাজিক আদর্শগুলি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা অস্ত্র জমা দেবো না।" আরেকজন গেরিলা আরো স্পষ্টভাষী। সে বলে দেয়, "আমাদের বিপ-ব শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে মাত্র।" এ পর্যন্ত মুজিব বাহিনী যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পক্ষ নেয়া অবাঙালি বিহারীদের রক্ষায় দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু

সরকার মুজিববাহিনীকে নিরস্ত্র করার ব্যাপারে আগ্রহী। তাদেরকে পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীতে পরিণত করার একটি পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

উইন্ডশিল্ডে মুজিবের ছবি

টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক উইলিয়াম স্টুয়ার্টের মতে, অতীতের ধ্বংসযজ্ঞ সমস্যাসঙ্কুল সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি দারুণ সুন্দর দেশ। গত সপ্তাহে তিনি ঢাকা থেকে খবর পাঠান : "কলকাতা থেকে ঢাকা যাওয়ার প্রধান মহাসড়কটি থেকে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন কদাচিৎ চোখে পড়ে। বাজারে ব্যস্ত লোকের ভিড়। তবে বাঙালি মানের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক গ্রামই প্রায় জনশূন্য।

"ঢাকায় একটি প্রাদেশিক শহরের সকল হৃদ্যতাই বর্তমান। শত শত রিকশায় রাস্তা ভর্তি। "এদের পেছনে ফুলের ছবি আঁকা এবং গর্বিতভাবে উড়ছে বাংলাদেশের নতুন পতাকা। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে মুজিবের ছবি। শহরে অনেক নির্মান কাজ চলছে। এর একটি পার্লামেন্ট ভবন, যার ডিজাইনার মার্কিন স্থপতি লুই কান। যেদিন এগুলোর নির্মান কাজ শেষ হবে, সেদিন এই ঢাকা তুলনামূলকভাবে অনেক বর্ণাঢ্য এবং প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর ঈর্ষার উদ্রেক করবে।"

উইলিয়াম স্টুয়ার্টের মতে, "ঢাকার যুদ্ধবিধ্বস্ত বিমানবন্দরে নামলে কিংবা কলকাতা থেকে গাছের সারিময় মহাসড়ক ধরে ঢাকা এলে এর শান্ত পরিবেশটিই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। এখানকার অভিবাসন ও কাস্টমস কর্মকর্তারাও অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সদা হাস্যময়। হাসিমুখে পুরানো আমলের এন্ট্রি ফরম বদলে দেন তারা। ব্যক্তি মার্কিনীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই তাদের। তবে মার্কিনি হিসেবে একবার কারো পরিচয় পেলে অনিবার্য প্রশ্ন: নিক্সন প্রশাসন কিভাবে এ ধরনের ব্যবহার করতে পারলো? তবে প্রায় সবাই বিশ্বাস করে যে, মার্কিন জনগণ তাদের পক্ষেই ছিল।"

দেশটিকে নরকে পরিণত করেছিল

"প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদও সাক্ষাৎকারে ক্ষুব্ধ চিত্তে একই কথা বলেছেন। তাজউদ্দিন বলেন, 'নিক্সন প্রশাসন বড় একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সময়ে হয়তো এ ক্ষত শুকিয়ে যাবে, কিন্তু দাগ থেকেই যাবে। আমরা মার্কিন সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও অন্যায়ের প্রতিবাদকারী অন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাকিস্তান এই দেশকে নরকে রূপান্তরিত করেছিলো। আমরা খুবই দুঃখ পেয়েছি, যখন কিছু বন্ধুরাষ্ট্রের সরকার বাঙালি নিধনকারীদের সমর্থন দিয়েছিলো। বাংলাদেশের জনগণের জন্য নিক্সনের যে কোনো সাহায্য হবে অপছন্দের। এটি মেনে নেওয়া হবে কঠিন। কিন্তু আমরা চির শত্রুতা বজায় রাখতেও চাই না।"

মুজিব কোন শর্ত মেনে মুক্তি পান নি

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ কার্যত বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন যে ১৯৭২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, তা বোঝা যায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে বিশ্বময় রাজনীতির খেলা খতিয়ে দেখলে। প্রত্যেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিনিময়ে তাদের স্বার্থ

নিশ্চিত করতে চাইছে। ওদিকে স্বাধীনতার এক মাস পেরিয়ে গেলেও পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারছে না। ভুট্টো ভেবেছিলেন, শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পরে ভেঙে যাওয়া পাকিস্তানকে জোড়া দেওয়ার শর্তে তাঁকে রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু জেলখানায় বসে, মুক্তি লাভ করে, লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে আলোচনাকালে, দেশে ফিরে গিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় শেখ মুজিবের এ কথা- পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়; অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে পাকিস্তানের সঙ্গেও তাই, এর থেকে একচুল বেশিও নয়, একচুল কমও নয়। আজ যারা বলেন, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে একটা কনফেডারেশন গঠনের পক্ষে কথা বলেছিলেন, তাঁরা যে ডাহা মিথ্যা কথা বলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভুট্টো নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিব তাঁকে এমন কোন কথা কোনও কালেও দেননি; তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র।

১৯৭১ সালে প্রবাসী "মুজিবনগর সরকার দেশের স্বাধীনতা আন্দোলকে বেগবান করে নিয়ে গিয়েছিলেন শেখ মুজিবের নামে। পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে শেখ মুজিবই তাঁর একক ক্যারিসমাটিক নেতৃত্বগুণে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতিও আদায় করেছিলেন। একথা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বার বারই উলে-খ করেছেন যে, শেখ মুজিবের সত্যিই কোন বিকল্প নেই, যাঁর কথায় একটি জাতি সর্বাত্মকভাবে উদ্বেলিত হয়।[৩]

বৃটেনের উচিত ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা

ক. ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হীথ প্রায় ঘন্টা খানেকের ওপর আলোচনা করেন। আলোচনার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বাংলাদেশ মিশনের কোনও সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন না, কেননা এই বৈঠক ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অনাড়ম্বর। বৈঠকের পর মুজিবের সঙ্গে ক্ল্যারিজেস হোটেলে মি. উইলসন (বিরোধী লেবার দলীয় নেতা) সাক্ষাৎ করেন।

খ. শেখ মুজিব প্রথমেই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, বন্দি ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য। গত মার্চ (১৯৭১-এর মার্চ) মাসে গ্রেফতার হওয়ার আগের সময়কাল স্মরণ করে মুজিব বলেন, ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর চারটি শর্ত মেনে নেওয়ার পরও শুধুমাত্র কৌশলগত কিছু ত্রুটি থাকার কথা স্বীকার করার পরও কেন এরকম ঘটনা ঘটলো তা তাঁকে অবাক করেছে। তিনি যখন তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার টেলিফোনের অপেক্ষা করছিলেন, তখন শুনতে পেলেন যে, সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে। তাঁর মুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন, যেদিন সন্ধ্যায় জানা গেলো যে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, সেদিনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দেন। যে কোন প্রকারেই হোক মিয়ানওয়ালি জেল অফিসার মুজিবকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং তারপর তাঁকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের পরও

ইয়াহিয়া খান তাঁকে অনুরোধ করেন মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য এবং পেছনের তারিখে প্রেসিডেন্টের সই-করা একটি ফাঁসির আদেশ দিয়ে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা তিনি ভুট্টোকে বলেন।

গ. পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের আচরণের কথা তুলে শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে থাকা আর সম্ভব ছিলো না। মুজিবকে মুক্তিদানের অব্যবহিত পূর্বে আলোচনা করার সময় ভুট্টো তাঁকে ভেঙে যাওয়া দুই অংশের মধ্যে একটি শিথিল ফেডারেশনের কথা বলেন। মুজিব ভুট্টোকে বলেন, এর আর কোন সম্ভাবনা নেই এবং একজন বন্দি হিসেবে তিনি কোন রাজনৈতিক আলোচনায়ও আগ্রহী নন। ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দিতে রাজি হলে তিনি তাঁকে সরাসরি ঢাকায় পাঠানো অথবা রেডক্রস অথবা জাতিসংঘের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেন। ভুট্টো এটা মেনে নিতে চায়নি। মুজিব তাঁকে তেহরান পাঠানোর প্রস্তাবে রাজি হননি এবং লন্ডনে আসার ব্যাপারে মত দেন।

ঘ. আজ সকালে ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর মুজিব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে জানান এবং যতো দ্রুত সম্ভব তিনি ঢাকা পৌঁছাতে চান। প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তাঁকে অবিলম্বে ঢাকা পৌঁছাতে হবে। তিনি একমত হন যে, তাঁর উপস্থিতি শাসন-কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সহায়ক হবে। তিনি অবাঙালিদের ব্যাপারে অবগত আছেন বলে জানালেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপকালে তিনি মুজিবকে বলেন যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে তাতে তিনি সুখী। ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়মানুবর্তিতা মেনে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতাকারীদের নির্যাতন না করার ব্যাপারে বিশ্ব-মতামত প্রবল। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে মুজিবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, দিলি-তে পৌঁছেই তিনি বিষয়টি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। ঢাকা পৌঁছেই তিনি সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারীভাবে অনুরোধ জানাবেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যাহারের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নের প্রস্তাব করবেন। বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে তিনি প্রাচ্যের সুইটজারল্যান্ড বানাতে চান যার ছোট্ট অথচ শক্তিশালী একটি সেনা ও পুলিশবাহিনী থাকবে।

ঙ. পশ্চিম পাকিস্তানী বন্দীদের ব্যাপারে জানতে চাইলে মুজিব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিরা দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব বলে উলে-খ করেন। এই সমস্যা সমাধানে তিনি বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত- এই তিনটি দেশের মধ্যে আলোচনার কথা বলেন।

চ. পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে মুজিব জোর দিয়ে বলেন, কোন প্রকার **রাজনৈতিক সম্পর্ক একেবারেই অসম্ভব এবং সে রকম কিছু হলে বাংলাদেশে আরেকটি** গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবে। যেমনটি তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; পশ্চিম পাকিস্তানসহ সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী। তিনি আশা করেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক হবে সৌভ্রাত্রমূলক। যেহেতু ভারত সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশি এবং ভারতের সহায়তা ছাড়া

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনও হবে না, সেহেতু তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যার ফলে পাকিস্তান বিদ্যমান পরিস্থিতি মেনে নিতে পারে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, বাংলাদেশ নিশ্চয়ই কমনওয়েলথের থেকে বিদায় নিতে না হয়। মুজিব দৃঢ়ভাবে বলেন, তিনি ভুট্টোকে বোঝাতে পারেনি যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান আর একসঙ্গে থাকতে পারে না, কিন্তু তিনি বৃটেনের সঙ্গে উপমহাদেশের তিনটি দেশের ঐক্যপূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্বাস করেন। তিনি ভুট্টোকে একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটেনের কাছে অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে বলেন, যেহেতু তিনি মুজিবের মুক্তির জন্য সাহায্য করেছেন, সেহেতু তিনি পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার জন্যও ভুট্টোকে অনুরোধ করবেন। মুজিব বলেন, যদি এ কাজ সম্ভব না হয়, তাহলে বৃটেনের উচিত ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া।

ছ. প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমাদের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ইতোমধ্যেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমরা নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই এবং পাট সম্পর্কে আলোচনা করতে দুটি প্রতিনিধি দল শীগগিরই বাংলাদেশে যাবে। মুজিব নিশ্চয়তা দেন যে, যখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তখনই তিনি বাণিজ্যসহ অন্য সকল বিষয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই স্বীকৃতির পরেই তিনি কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভের আশা করেন। যে মানবিক ধ্বংসকাণ্ড ঘটেছে তা থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে বৃটেনের স্বীকৃতি প্রয়োজন। এর আগে তিনি বিশ্বের সকল দেশের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এবং যে যা দেবেন তিনি তাই গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। স্বীকৃতিদানের বিলম্বের অর্থই হচ্ছে সাহায্য ও দুরবস্থা প্রশমনের পথ রুদ্ধ করা। মুজিবকে জানানো হয়, বৃটিশ সাহায্য হিসেবে দশ লক্ষ পাউন্ড ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং 'হার মেজেস্টিস' সরকার কারিগরী সাহায্যের অনুরোধও বিচার করে দেখছে।

জ. পাকিস্তানের বিদেশী দেনার কিছু অংশের দায়িত্ব বাংলাদেশ নিতে প্রস্তুত কিনা, প্রধানমন্ত্রী তা মুজিবের কাছে জানতে চান। মুজিব বলেন, তিনি যুক্তিসঙ্গত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত রয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছে তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান। পশ্চিম ও পূর্বের জন্য কতো ব্যয় করা হয়েছে তা হিসেব করে বের করার জন্য বৃটেন যদি একজন সালিশ নিয়োগ করে, তাহলে তিনি সেই হিসেব মতো তার অংশ দিতে প্রস্তুত। তিনি অন্য কোন পন্থায় আলোচনা ও সমাধান করলেও তা মেনে নেওয়ার কথা বলেন। ইরান থেকে একজন ও বৃটেন থেকে একজনকে সালিশ নিয়োগের প্রস্তাবে তিনি সায় দেন যদি পশ্চিম পাকিস্তান সেক্ষেত্রে গোটা পাকিস্তানের দায় শোধের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। ভুট্টোর তুলনায় তিনি পাকিস্তানের বিষয়ে যে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনগত ও নৈতিক অধিকার রাখেন, কেননা তার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলো। শুধু সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশ তাঁকে সমর্থন দেয়নি।[৪]

উঁচু ঘোড়ায় সওয়ার হবার অবস্থা বর্তমানে নেই

ক. জেনারেল ইউসুফ বলেন পাকিস্তান ত্যাগের আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর দীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এসময় শেখ মুজিবকে মনে হচ্ছিল বিচ্ছিন্ন

ও ঘাবড়ানো। যখন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করেন তখন মুজিব এও জানতেন না যে, পাকিস্তানে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট তাঁকে খবরাদি জানার জন্য একটি ট্রানজিস্টার ও একটি টিভি সেট দেন।

খ. এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ইউসুফ বলেন, শেখ মুজিব পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করলে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাতে আশ্চর্যান্বিত হননি। ঢাকায় পৌঁছানোর পর অন্য কিছু বললে তাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করা হতো। সে যাই হোক, বাংলাদেশ যদি পুনরায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে না চায়, তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আশা করেন, তাঁর জনগণের প্রকৃত স্বার্থের কথা মনে রেখে শেখ মুজিব তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে তিনি আশা করেন তাঁদের মধ্যে আরও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। যদি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক অবিরাম ক্ষত হিসেবে পরিগণিত হবে। জেনারেল ইউসুফ জানলেন, তিনি জানেন না পরবর্তী যোগাযোগ কিভাবে ঘটবে। তিনি মনে করেন, পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব শেখ মুজিবের।

গ. স্যার আলেক ডগলাস-হিউম বলেন, 'হার ম্যাজেস্টিস' সরকারের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন সম্পর্ক থাকার কথা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। তাই তার এ বক্তব্যকে শুধু জনগণের সামনে মেঠো-ভাষণ হিসেবে দেখলে চলবে না। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যখন শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছেন, তার অর্থই হচ্ছে তিনি পূর্ণ বিচ্ছেদকে মেনে নিয়েছেন- শেখ মুজিব এরকমটিই মনে করেন।

ঘ. জেনারেল ইউসুফ বলেন, বাংলাদেশ সরকারের চূড়ান্ত নীতি কি হবে তা যাচাই করার সময় এখনও আসেনি। যদি অন্যান্য দেশ যথাসময়ের আগেই স্বীকৃতি দেয় তাহলে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে অধিকতর সমস্যা দেখা দেবে। ব্যবসার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অনেক অস্বীকৃত সরকারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে উদাহরণ রয়েছে। কোন উঁচু ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার ক্ষমতা শেখ মুজিবের নেই; উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পাট তাঁকে বিক্রি করতেই হবে। যেখানে থেকে যে সাহায্য পাওয়া যাবে তাঁকে তা গ্রহণ করতেই হবে।[৫]

নবম অধ্যায়

পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা

যুদ্ধের খায়েশ মিটিয়ে দেয়া হবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এমন এক বিব্রতকর ও অসহনীয় অবস্থায় পতিত যা থেকে উদ্ধারে তাকে বিশ্ব পরাশক্তির দ্বারস্থ হতে হয়। বিশেষ করে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকে হাত বাড়াতে হয়। যদিও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, লড়াই শুরু হলে তিনি ভারতীয়দের 'যুদ্ধের খায়েশ' চিরদিনের মতো মিটিয়ে দেবেন। কাশ্মীর দখল করে নেবেন, এমনকি দিল্লী কবজা করবেন। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী বলেছেন, তিনি কলকাতা দখল করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিলো ভিন্ন। পরিস্থিতি ছিলো বৈরী। তাদের হুংকার শুধুমাত্র অসার তর্জন-গর্জনে পরিণত হয়। মার্কিন গোপন নথিতে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড কিসিঞ্জারকে পাঠনো এক বার্তায় জানান, "ইয়াহিয়া খান তার কাছে কাকুতি মিনতি করে বলেছেন, যে কোন দেশ থেকে তাকে যেন অস্ত্র সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট যেন তাকে রাষ্ট্রিয়ভাবে সর্বাত্মক সাহায্য করে। "নিক্সন ও কিসিঞ্জার ইয়াহিয়া খানের এই অসহায় আকুতিতে সাড়া দিয়ে ইরানের শাহকে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, যে সব অস্ত্র পাকিস্তানকে দেয়া হবে পরে তা যুক্তরাষ্ট্র পুষিয়ে দেবে।"

সিনিয়র স্পেশাল গ্রুপের এক সভায় বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বলা হয়, "আমরা রাজনৈতিক সমঝোতার উপর এখনো সায় দেবো, কিন্তু মুজিবের বিষয় নির্দিষ্ট করে কোন বাক্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।"

বাংলাদেশের স্বীকৃতি : নিক্সনের ক্ষোভ

৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। লোকসভায় বক্তৃতাকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আমরা আশা করছি নবরাষ্ট্রের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশে অচিরেই ফিরে আসবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।[১] এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে নিক্সন ক্রোধে ফেটে পড়েন। গোপন নথিতে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেন। নিক্সন মন্তব্য করেন, "এই মহিলা আমাদের শুষে নিয়েছে। তাকে এর মাশুল দিতে হবে। আমি সাহায্য বন্ধ করতে যাচ্ছি।" নথিতে লক্ষ্যণীয় নিক্সন কিসিঞ্জারের কাছে জানতে চান,

"পূর্ব পাকিস্তান হারানোর পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করতে পারে কি না? সেদিকেই তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা উচিত।"

ইন্দিরার প্রস্তাব

৭ ডিসেম্বর। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "এই মুহূর্তে ভারতের তিনটি লক্ষ্য: এক. দ্রুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, দুই. কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে হলেও আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ অংশ দখল এবং চূড়ান্ত হচ্ছে পাকিস্তানী সামরিক শক্তি পুরোপুরি ধূলিস্যাৎ করে দেয়া। ভবিষ্যতে তারা যেন আর ভারতকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।"

আকাশে কালো কুণ্ডলী

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান আহমদ তার ডায়েরীতে লিখেছেন, "ইয়াহিয়া খানের অবস্থা দিন দিন আরো নাজুক হয়ে পড়ছে। সংকট বহুদিন ধরে বিরাজ করছে। তা আজ ঘনীভূত। যুদ্ধ প্রস্তুতি বাস্তবতার নিরিখে ছিলো অসম্পূর্ণ। তেলের মজুদ নিঃশেষিত হয়ে আসছে।" ভারতীয় বিমান আক্রমণে তেলের ডিপোতে আগুন লেগে যায়, যার কালোকুণ্ডলী আকাশে বহুদূর পর্যন্ত উঠে যায়। করাচী বন্দরে নোঙর করা তেলবাহী জাহাজ বিমান আক্রমণে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমার কি করার আছে?

সুলতান আহমদ প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেন, এ পরিস্থিতিতে যদি ভারত করাচীতে ছত্রী সেনা নামায় তাহলে আমাদের নৌবাহিনীর তেমন কিছুই করার থাকবে কি? প্রেসিডেন্ট অসহায় ভঙ্গীতে বললেন, "আমি কি করতে পারি?" দেশের বৃহত্তর বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়কের এই উক্তিতে মনে হলো তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন অথবা অন্যের সাহায্যের আশায় তাকিয়ে আছেন[২], যেমন মুমূর্ষু একজন রোগী ডাক্তারের শেষ সাহায্যের জন্য তাকিয়ে থাকেন। চারদিকের অবস্থা বিবেচনায় ইয়াহিয়া খান দিশেহারা হয়ে পড়েন।

সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মি. রজার্স ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা-কে বলেন, বন্দী মুজিব বা তার মনোনীত কোন প্রতিনিধির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক সংলাপের গ্রহণযোগ্যতা নাকচ করেন নি।

ইরান অস্ত্র দেয়নি

৮ ডিসেম্বর হেনরি কিসিঞ্জারের নিকট দুঃখজনক সংবাদ হলো, ইরান মার্কিন অনুরোধ রাখতে অপারগতা জানিয়েছে। কেননা ইরান মনে করছে এ সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিলে প্রতিবেশী সোভিয়েত নারাজ হবে এবং সোভিয়েতের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি তিনি নিতে চান না।[৩]

এই অবস্থায় নিক্সন ও কিসিঞ্জার একমত হন যে, জর্ডানকে পাকিস্তানে যুদ্ধ বিমান প্রেরণ, ভারত সীমান্তে চীনের সেনা মোতায়েনের জন্য অনুরোধ এবং ড্রেস-রিহার্সেল হলেও বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সৈন্যদের হতাশা

৯ ও ১০ ডিসেম্বর। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের মৃত্যু যে অবধারিত হয়ে উঠেছিলো সে সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কমান্ডার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হেড-কোয়ার্টারে যে সিগন্যাল পাঠিয়েছিলেন তা থেকে প্রমাণিত হয়। সিগন্যালগুলো ছিলো: এক. স্থানীয় জনগোষ্ঠি চরমভাবে শত্রুতাপূর্ণ এবং শত্রুকে সর্বাত্মক সাহায্য যোগাচ্ছে। দুই: বিদ্রোহীদের সংযত এ্যামবুশের কারণে রাতের বেলা কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। তিন. বিদ্রোহীরা পেছনের অংশ দিয়ে শত্রুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। চার. বিমানের রানওয়ে অকার্যকর। পাঁচ. বিমান আক্রমণে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ছয়. শত্রুর বিমান আক্রমণে সকল জেটিই ও নৌযান ধ্বংস হয়ে গেছে। ট্রুপস ভালভাবেই যুদ্ধ করছে। কিন্তু তারা বিমান আর্টিলারি ও ট্যাঙ্কের বিরামহীন গোলাবর্ষণ করছে। সাত. ট্রুপস বিগত বিশ দিন ঘুমাতে পারে নি। আট. ট্রুপস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংকারে আটক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নয়. "শেষ গুলিটি থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার" যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা কার্যকর থাকছে না, তারা পরিশ্রান্ত ও মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। দশ. অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বার্তাগুলো বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা, ক্লান্তি ও গ-ানিকর পরাজয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিলো প্রত্যেকটি সৈন্যকে ও বেসামরিক পশ্চিম পাকিস্তানী নাগরিকদের হত্যা করা হবে। এই প্রচারণা মানসিকভাবে তাদের দারুণভাবে আঘাত করেছে, ফলে তারা চারদিকে পরাজয়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো।

হৃদয় ভেঙে গেছে

১১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে অবস্থানরত ভুট্টো কিসিঞ্জারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। টেলিফোনে কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার অনিবার্যতার ইংঙ্গিত দিয়ে বলেন, "যা ঘটছে তাতে আমাদের হৃদয় ভেঙে গেছে।" কিসিঞ্জারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলাদেশের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা এখন বিশ্বের মানচিত্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম নিশানা মুছে যাওয়ার আশংকায় উদ্বিগ্ন আছেন।[৪]

১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে ইয়াহিয়া খান চিন্তিত ও অস্থির। তিনি পররাষ্ট্র সচিব সুলতান আহমদকে বলেন, "ভারতের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানকে চীনের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো।" এ ব্যাপারে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সুলতান আহমেদকে আলোচনা করতে বলেন। চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন, "চীন পাকিস্তানকে নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাবে। কিন্তু সামরিক হস্তক্ষেপে তাদের সাধ্য সীমিত। তিব্বতে

গিরিপথ তুষারে আবৃত হয়ে পড়েছে। সেজন্য সামরিক পদক্ষেপ নিতে তাদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। সপ্তম নৌবহর আসছে, এতে নিশ্চয়ই কাজ হবে।"[৫]

১২ ডিসেম্বর। ভারতীয় কূটনৈতিক সোভিয়েত কর্মকর্তাকে জানায় যে, "অন্তত ৭২ ঘন্টা আলোচনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে, এর মধ্যে ঢাকার পতন হবে"।

ব্রেজনেভ এক বার্তায় বলে পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "ভারত পশ্চিম পাকিস্তান গিলে ফেলবে না।" এরপরেও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ কাটেনি। ভারত মনে করে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে অ্যাডমিরাল মুরার তথ্য দেন সপ্তম নৌবহরে অবস্থানরত সৈন্যরা ১৬ ডিসেম্বর সকালে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে।

১৪ ডিসেম্বর। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিক্সনকে যে বার্তা পাঠায় তার গোপন নথিতে পরিস্কারভাবে উলে-খ করা হয়েছে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর, সৈন্য প্রত্যাহার, উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করলে ভারত যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানে দখলে তার কোনো অভিসন্ধি নেই।[৬]

রাস্তায় যুদ্ধ হবে

ঐ দিনই ঢাকার কনসাল জেনারেল স্পিভাক এক বার্তায় জানিয়েছেন, গভর্নর মালিক ও জেনারেল ফরমান আলী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আর আশাবাদের কিছু নেই। স্পিভাক বলেন, "যা করার দ্রুত করতে হবে, নইলে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে"।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের আশা ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কী করা যায় সে সম্পর্কে সরাসরি নিক্সনকে কিছু না বললেও তিনি বলেন, "সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি বঙ্গোপসাগরে ও আরব সাগরে (ভারতীয় আক্রমণ থেকে) পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে। সপ্তম নৌবহরকে করাচী উপকূলে পৌঁছালে হবে না তাকে ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এখন একে কাজে লাগাতে হবে। সপ্তম নৌবহরকে বিপদগ্রস্ত পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার কাজে লাগতে অনুরোধ জানানো হয়।[৭]

যোগাযোগ থেকে বিরত

১৪ ডিসেম্বর গভর্নর মালিক এক বার্তায় উলে-খ করেন যে, তার কাছে খবর রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক নির্বিশেষে সব পশ্চিম পাকিস্তানীকে হত্যা করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এক বার্তা পাঠিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধে যে কোনো শর্তে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব মেনে নিতে।" মি. রজার্স এক টেলিগ্রামে ফারল্যান্ডকে জানান যে, বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় সৈন্য ঢাকা দখল করে নিলে তাদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ থেকে বিরত থাকেন।

১৫ ডিসেম্বর। নিক্সনের উত্তরে কিসিঞ্জার বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা নিয়ে নিশ্চিত হলে তারা হাফ ছেড়ে বাঁচবে"। অন্য একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারত

মহাসাগরে সোভিয়েতের ১২টি জাহাজ রয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে সোভিয়েত ট্যাস্ক ফোর্স (সাবমেরিন, মিসাইল, ক্রুজার সজ্জিত) রণতরী ভারত মহাসাগরের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা ৭২ ঘন্টার মধ্যেই এ এলাকায় পৌঁছে যাবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা

পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা খবর দিয়েছে আফগান সীমান্ত থেকে উপজাতি সম্প্রদায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীন পাখতুনিস্থানের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এখন একমাত্র কর্তব্য হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা।

১৬ ডিসেম্বর। প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লেখা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পত্রটি ছিলো অত্যন্ত আবেগপূর্ণ। তিনি পত্রের এক জায়গায় লিখেছেন, "মি: প্রেসিডেন্ট, আমি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে একটি প্রশ্ন করছি যে, একমাত্র ব্যক্তি শেখ মুজিবের মুক্তি অথবা তাঁর সঙ্গে গোপন সমঝোতা নিশ্চিত করা কি একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে অধিক বিপর্যয় বলে গণ্য হতো?"

দিনের শেষে এক পর্যালোচনা সভায় নিক্সন-কিসিঞ্জারের আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন পর্যন্ত তাদের মনে সন্দেহ রয়ে গেছে রুশ-ভারত অক্ষশক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে কি না?

পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষাই প্রধান সমস্যা

নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি দলের চার্লি মাস জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইকবাল আখুন্দকে বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষাই এখন সমস্যা।"

ঐ দিনেই লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজি বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে পাকিস্তানকে রক্ষা, সামরিক বাহিনীর মর্যাদা ও সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট সিগন্যাল পাঠান। "I send a signal to the President to release Sheikh Mujib-ur-Rahman and save Pakistan and the honour of the armed forces."[৮]

প্রকৃত অর্থেই পাকিস্তান তখন মৃত্যযন্ত্রণায় ভুগছে, ভুগছে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য।

ছিন্নভিন্ন রাষ্ট্রের দিকে

ইতোপূর্বে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন, ভারত ও চীনের **গোপন তৎপরতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পাকিস্তান** রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, যন্ত্রণা ও বিক্ষোভ ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধে উঠছিলো তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার গভীরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে প্রকৃত অর্থেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন হয়ে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রকাঠামোর দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো এই যে, প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের

বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাকিস্তানের অন্যান্য উর্ধতন জেনারেল এবং জেনারেলদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। একই সঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর চতুর চালে সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিভক্তি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিলো। জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ পশ্চিম পাকিস্তানকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছিলো। এ সম্পর্কে তার খণ্ডচিত্র এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১৪ ডিসেম্বর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে জেনারেল নিয়াজী এই মর্মে একটি বার্তা পেয়েছিলেন যে, উত্তর দিক থেকে হলুদেরা এবং দক্ষিণ দিক থেকে সাদারা আসছে। এই বার্তায় অনুপ্রাণিত হয়েই নিয়াজী এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "এমন কি ট্যাংক যদি তার শরীরের ওপর দিয়ে যায়, তাহলে তিনি ট্যাংকগুলোকেও থামিয়ে দেবেন"। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং সমন্বয় আয়োজনের উদ্দেশে রাও ফরমান আলী চীনের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। দৃশ্যত মনে হলো কনসাল জেনারেল এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি পিকিং থেকে কোন বার্তাই পাননি, যদিও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। অন্যদিকে বারবার তিনি বলতে থাকেন,"জনগণকে আপনাদের পক্ষে আনুন।" কিন্তু ফরমান আলী তাকে বলতে পারেন নি যে, "সেটাই ছিলো প্রধান সমস্যা এবং জনগণই আমাদের বিরুদ্ধে।"

নিয়াজীর ক্রন্দন

মুক্তিবাহিনী ঘোষণা দিয়েছিলো যে, বাঙালিদের উপর যে নির্মম অত্যাচার ও গণহত্যা চালানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধ নেবে। ক্রমনিঃশেষিত শক্তিক্ষয়ে সামরিক সদস্য, উর্ধতন কমান্ডার ও গভর্নরের উপর জনগণের অস্বাভাবিক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঢাকার সর্বত্র বিস্ফোরিত। জেনারেল নিয়াজী এই অবস্থায় একদিকে যেমন সামরিক বাহিনী বা পাকিস্তানের আর্মি হেড-কোয়ার্টার থেকে কোন রকম শক্তি বা সাহায্য পাচ্ছিলেন না তখন জনশত্রুবেষ্টিত একজন সেনাপ্রধান হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে ভেঙে পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তার চিন্তা শক্তি সুস্থ ছিলো না, কার্যক্ষমতা লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিলো, উদ্যম বলতে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় তার অতীতের কার্যকলাপে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেন একটি বোধহীন রোবট-এ পরিণত হয়েছিলেন। এমনকি আদেশ-নির্দেশ দেয়ার মতো অবস্থা তার ছিলো না। তার পূর্বেকার দাম্ভিকতা তাকে আরো বেশি হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছিলো। তার সহকর্মীরা তাকে নিজের অফিসে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। তার কমান্ডের অধীনে সকল ফ্রন্ট বিপর্যস্ত। তিনি কোনো সমস্যার সমাধান দেয়ার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। সমাধানটি অবশ্যই ছিলো সামরিক ও রাজনৈতিক। একমাত্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধিরাই সে সমাধান দিতে পারতো। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সম্মান তখন বিপর্যয়ের সম্মুখিন। জাতিসংঘে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতা গ্রহণ করা সম্ভব হতো তাহলে হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী "আত্মসমর্পণ" করার অবমাননার নিদারুণ লজ্জা থেকে রক্ষা পেতে পারতো। কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দাবাখেলা ও ক্ষমতাভিলাষী সামরিক ও রাজনৈতিক চক্রের পরিকল্পনার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না। মুখ্য হয়ে উঠেছিলো ক্ষমতায় থাকা

বা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি। একটি চক্র মনে করতো কেবলমাত্র আর্মির চূড়ান্ত পরাজয়ই তাদের সর্বময় ক্ষমতার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। ক্ষমতার উন্মাদ লালসার কাছে জাতীয় সম্মান পরাভূত হয়।

মীমাংসার দরজা বন্ধ

জাতিসংঘে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান ভারত দখল করে নিলেও তা তাদের কাছ থেকে পুনরায় কেড়ে নেয়া হবে। হয়তো তারা পাঁচ বা দশ বছর পূর্ব পাকিস্তানকে দখলে রাখতে পারবে। ভুট্টো বলেছিলেন, যখন সর্বত্র রক্ত ঝরছে জাতিসংঘ তখন নিরর্থক বিতর্কের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। এই বলে তিনি পোল্যান্ডের প্রস্তাবকেও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে নাটকীয়তার সঙ্গে জাতিসংঘ ত্যাগ করেন। ফলে সম্ভাবনার শেষ ভরসাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আত্মসমর্পণ ব্যতীত মীমাংসার সকল দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর অসম্মানজনক পরিণতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দম্ভপূর্ণ ঘোষণা উচ্চারণ করা হয়েছিল। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না।[৯]

ইউ. এস.-এর কনসাল জেনারেলের কাছে জেনারেল নিয়াজী দেখা করে সাহায্যের জন্য অনুনয়-অনুরোধ জানান। নিয়াজী একজন বন্ধু হিসেবে তাঁর সাহায্য চাইলেন। জবাবে কনসাল জেনারেল বললেন, "আপনারা কেন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের কোন বার্তা পাঠায় নি। আমি বড়জোর যা করতে পারি তা হলো, আমি বার্তা প্রেরকের কাজ করবো, যোগাযোগকারীর কাজ নয়। আমাদের বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে যার কাছে বার্তা পাঠাতে চান আপনি পাঠাতে পারেন। আপনি আমাকে একটি লিখিত বার্তা দিন।"[১০]

মুক্তি বাহিনী শব্দ দুটি মুছে দাও

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ও একজন শিখ কর্নেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলেন। রাও ফরমান আলী সেখানে ঢুকে সোফায় বসে পড়েন, তখন সিদ্দিকী আমার হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললেন, "এগুলো আত্মসমর্পণের শর্ত।" ফরমান আলী সেটা পড়ে বললেন, "এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।" রাও ফরমান আলী লিখেছেন, "যে বাহিনীর কাছে পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি বকরকে বললাম, আমরা আত্মসমর্পণ করছি না, আমরা আলোচনা করছি। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, দয়া করে মুক্তিবাহিনী শব্দ দুটি মুছে ফেলুন।" এই সময় পাইপ মুখে নিয়ে জেনারেল জ্যাকব প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "এটা এভাবেই দিল্লী থেকে এসেছে। আপনি এটা মেনে নিন অথবা ছেড়ে দিন।" আমি বললাম, "এটা কমান্ডারের ব্যাপার, তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।" নিয়াজী আত্মসমর্পণের শর্তাবলী অনুমোদন করে মাথা নাড়ালেন।[১১]

গোটা পাকিস্তানে কালো ছায়া

পাকিস্তান ওয়ার-প-্যানে স্থিরকৃত স্বতসিদ্ধ ছিলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের মাথায় কোন সময়ই আসে নি যে প্রথাসিদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধের সমন্বয়ে যদি কোন আক্রমণ ঘটে তাহলে কীভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন ছিলো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও ঢাকাকে রক্ষার জন্য বাড়তি গুরুত্ব প্রদান। সামরিক অধিনায়কগণের মাথায় এ ধরনের বিকল্প চিন্তা এবং তার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সিদ্ধান্ত ছিলো না। ঢাকাকে রক্ষা করার গুরুত্ব যে অপরিসীম এই বাস্তবতা অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত হলে হাতের কাছে এমন কিছুই ছিলো না যা দিয়ে প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

পাকিস্তান আর্মি হেড-কোয়ার্টারে সিওএস বসেছিলেন সিগন্যালটির একটি কপি সামনে নিয়ে। নার্ভ স্থির রাখার জন্য সিগারেট ধরিয়ে বললেন যে, "সিগন্যালটা দেখে মনে হয় নিয়াজীর হাতে কোন রিজার্ভ নেই। রিজার্ভ হিসাবে কোন সৈন্য রাখার পরিকল্পনা নিয়াজীর কখনও ছিলই না এবং নিয়াজীর পরিকল্পনায় ঢাকা রক্ষার ব্যাপারটা কখনও স্থান পায়নি। জেনারেল হামিদ তখন বললেন, 'নার্ভ হারিয়ে ফেলেছে নিয়াজী'।"[১২]

জেনারেল গুল হাসান লিখেছেন, "সংখ্যা ও শক্তিতে শত্রুর বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব, ভারতীয়দের পরিচালনায় বিদ্রোহীদের সহায়ক তৎপরতা এবং সর্বোপরি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক শত্রুকে সরবরাহকৃত নির্ভুল, সময়োপযোগী ও অপরিমিত তথ্য সত্ত্বেও ভারতীয়দের অগ্রগতি ছিল মন্থর। নিয়াজী তাদের জন্য যে অনুকূল অবস্থা তৈরি করে দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও ৩ ডিসেম্বর যে অপারেশন শুরু করে তা অতিরিক্ত সাবধানতার ভারে তেমন দ্রুত অগ্রসর হয়নি। তবু মূল ব্যাপারটা হলো আমরা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছি এবং সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।"[১৩] পূর্বাংশের পরাজয় গোটা পাকিস্তানে কালো ছায়া ফেলে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনাবলির দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

তাড়াহুড়ো করে সব বন্ধ করা হয়[১৪]

ডিভিশন ১২ কাশ্মীরে পুঞ্চ দখলের মিশন পূর্ণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় গোটা সেনাবাহিনীর মনোবলে চির ধরে। কেননা এখানেই বড় ধরনের শক্তি সমাবেশ করা হয়েছিলো। ভারতীয় সামরিক বাহিনী অবস্থানগুলোতে শক্তভাবেই দাঁড়িয়েছিলো। পুঞ্চ দখলের অভিযান তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করা হয়।

বাহাওয়ালপুরের দক্ষিণস্থ মরু অঞ্চলে আরেকটি ফর্মেশন, ডিভিশন ১৮ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। কমান্ডারের উপর দায়িত্ব ছিল হায়দরাবাদসহ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সুরক্ষা করা। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্যস্থলগুলো দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে ভারতীয় বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে। বিমান আক্রমণে বিশটি ট্যাঙ্ক ও বিপুল সংখ্যক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়। ডিভিশন ১৮এর চাহিদা পূরণের মতো অস্ত্রশস্ত্র গুদামে ছিলো না। "তাই সর্বোত্তম কাজ বিবেচিত হয় ফর্মেশনটিকে পাকিস্তান সীমান্তে প্রত্যাহারের হুকুম দেয়।"

অন্যদিকে তখন ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ফ্লোরিডায় গমন করেন। ভুট্টোকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেবার দরজা খুলে দেন।

তুরুপের তাস হাতছাড়া

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হয়ে ভুট্টো রোমে পৌঁছান। এয়ার মার্শাল রহিম খান তাকে দেশে আনার জন্য পি. আই. এ.-এর একটি বিশেষ বোয়িং পাঠিয়ে দেন। পাশাপাশি ভুট্টোকে স্বাগত জানানোর জন্য করাচী থেকে পিন্ডি পর্যন্ত ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটনো হয়। আগুন ঝরা শে-াগান উচ্চারিত হয়, 'ভুট্টো জিন্দবাদ', 'ইয়াহিয়া খানের ফাঁসী চাই'। ইয়াহিয়া খান এসব ঘটনাকে পাত্তা দিতে চান নি। কিন্তু তিনি প্রধান সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে সেনাকর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়া, পরিস্থিতি বিশে-ষণ এবং তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায়। প্রধান সেনাপতি যখন বক্তৃতা দেয়া শুরু করেন তখনই শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। পূর্ব পাকিস্তানের এবং গোটা পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাবলি নিয়ে তরুণ অফিসাররা মাঝে মধ্যেই ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে 'বেজন্মা', 'মাতাল', 'বেলজ্জ' বলে গালাগালি শুরু করে। তাদের ক্রোধ এমনই ছিলো, যে-উদ্দেশে সেনাপ্রধান গিয়েছিলেন তা পণ্ড হয়ে যায়। এতে ইয়াহিয়া খানের শেষ তুরুপের তাস হাতছাড়া হয়ে যায়।[১৫] তার পক্ষে না ছিলো জনগণ, না ছিলো আর্মি।

স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপকে দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠিয়ে জেনারেল মিঠ্ঠা ষড়যন্ত্র করেছিলো বলে জেনারেল গুল হাসান অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপকে ভুট্টোর গার্ড অব অনার দেয়ার উদ্দেশে নিয়ে যেতে চায়নি। তাহলে এই গ্রুপ কী উদ্দেশে সেখানে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো? এটা ছিল সম্ভবত হত্যা পরিকল্পনা। এ নাটক মঞ্চস্থ হলে পাকিস্তান আরও একধাপ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতো। এর সাথে প্রেসিডেন্টের কোন যোগসাজশ ছিলো কি না। বলতে পারবো না।

পশ্চিম পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো

জেনারেল গুল হাসান লিখেছেন, "১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বরকে আমি ভুলতে পারবো না কোনদিন। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বাতাসে অরাজকতার দুঃসহ দুর্গন্ধ। গোলমাল শুরু হয়ে গেলে থামাবার মতো কেউ নেই। এতে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিলো আরও ভয়ঙ্কর। ঐ অবস্থায় স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপের একটি কোম্পানিকে যদি পাঠানো হতো ষড়যন্ত্রকারীদের ইচ্ছা মতো, তাহলে যে ঘটনা ঘটতে পারতে তাতে গোটা দেশটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।"[১৬]

জেনারেলদের রাত

২০ ডিসেম্বর ছিলো "জেনারেলদের রাত"। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো ঐদিন যে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নিয়াজী তার বইতে তা বিস্তারিত উলে-খ করেছেন।

তিনি বলেছেন, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান পরাজিত হলে চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ও নিন্দা প্রকাশিত হতে থাকে। রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতা নেমে আসে। সেদিন রাতে লে. জে. গুল হাসান, মে. জে. শওকত রেজা, এয়ার মার্শাল রহিম, শাকিল, উল-াহ দুররানী ও লে. কর্ণেল নাছির উল-াহ গুল হাসানের বাসায় কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তাই নিয়ে সভা করছিলো। দুররানী আজগর খানের হাতে ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেন, কিন্তু গুল হাসান এবং রহিম তাতে আপত্তি করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন ভুট্টোকে ক্ষমতা দেয়া হবে।

অন্যদিকে একই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান, আব্দুল হামিদ খান জে. ওমর এবং জে. মিঠ্ঠা ইয়াহিয়া খানের বাসায় বসে সভা করছিলেন কিভাবে ক্ষমতা ধরে রাখা যায়। কিন্তু গুল হাসানের গ্রুপ শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের মুখে ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক প্রশাসকের পদ দখল করেন।

ইয়াহিয়া ভয়ে কাঁপছে

ইয়াহিয়া খানকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় ইয়াহিয়া খানকে যখন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে সময়ের অবস্থা সর্দার মুহাম্মদ চৌধুরী "দি আলটিম্যাট ক্রাইম" বইতে লিখেছেন, "ইয়াহিয়া খান যখন বন্দী তখন তিনি ইয়াহিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে খারিয়ান থেকে পিন্ডি নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি হেলিকপ্টারে যাবেন না, যাবেন গাড়িতে। অবশেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর তাঁকে গাড়িতেই ওঠানো হলো। তখন তিনি বায়না ধরলেন পিন্ডিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে রুক্ষভাবে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। সরদার তাঁকে বললেন, 'কারণ আপনাকে পেলে জনগণ ফাঁসিতে লটকাবে।' 'জনগণ কেন আমার বিরুদ্ধে খেপবে?' 'কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে পরাজয় এবং ঢাকার পতন। তারা এখন ভীষণ আপসেট?' 'এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী, আমি নই।' তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ ও উষ্মা ঝরে পড়লো।

জনগণ এ জাতীয় অতি সূক্ষ্ম চতুরতা বা জটিলতা বোঝে না, কারণ তারা গড়পড়তা মূর্খ।' এসব বাকবিতণ্ডার মাঝে ট্রেনের কারণে এক ক্রসিং-এ গাড়ি থামলো। এমন নির্জন স্থানেও কিছু লোক ইয়াহিয়াকে দেখেই চিনে ফেললো। ব্যস, পাথরের পর পাথর ছুটে আসতে লাগলো আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে।...

ঘটনার আকস্মিকতায় ইয়াহিয়ার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। অনবরত কাঁপছেন তিনি।"[১৮]

পরবর্তীকালে জে. (অব.) আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১৯৭৮ সনে লাহোর হাই কোর্টে এক এফিডেভিট এ বলেন, ভুট্টো এবং তার সমর্থকরা পেশোয়ারে তার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং তাকে পাকিস্তানের উষর খাড়িয়া এলাকার বান্নির বন বিভাগের রেস্ট হাউজে বন্দী রাখে। সে সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান বলেন, "সেখানে আমার সঙ্গী ছিল সাপ, মশা, পোকা-মাকড় ও শিয়াল। প্রচণ্ড গরমে আমার শরীরে ফোসকা পড়ে যেতো।"[১৯]

পাকিস্তানে তখন চরম বিশৃঙ্খলা। সেনাকমান্ড ভেঙে পড়েছে। রাওয়ালপিন্ডিতে পুলিশবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই বিদ্রোহ দমনে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিলে সেনা প্রধান তা পালনে অসমর্থ হন। অন্য দিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধু প্রদেশ বিক্ষুব্ধ। তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলে। এই সময়ে বাগদাদে একটি গুপ্ত বেতার থেকে প্রদেশগুলোকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য চারটি ভাষায় সম্প্রচার শুরু করে।

বিদ্রোহ : মৃত্যু যন্ত্রণা

৮৩ বছরের সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফ্ফার খান ৮ বছর কাবুলে নির্বাসিত জীবন শেষে পেশোয়ারে এলে বিশাল জনতা স্বাধীন পাখতুনিস্তানের দাবি তুলে তাকে ব্যাপক সম্বর্ধনা জানান। ভুট্টো ভীত হয়ে পড়েন। অন্য দিকে সিন্ধুতে হূর নেতা পীর পাগারো ৪০ হাজার বেসরকারি সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে সভা করতে এলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংর্ঘষ হয়। একই সাথে ড. জি. এম. সৈয়দ দাবী করেন সিন্ধীরা একটা ভিন্ন জাতি সে জন্য এ প্রদেশের নাম করণ হবে 'সিন্ধুদেশ'। এই অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্র মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। ভুট্টো অবিলম্বে গুল হাসানকে সরিয়ে টিক্কা খানকে সেনাপ্রধান করেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে ভুট্টো বলেছেন, "এগুলো সবই ছিলো একতরফা ঘোষণা, যা অবৈধ।"২০

গোটা দেশের নাম হবে বাংলাদেশ

ভুট্টো তখনো বলে চলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের ভূখণ্ড"। এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "এরূপ দাবিতে তারা যদি অনড় থাকে তাহলে জাতীয় সংসদের সভা ডেকে আমি ঘোষণা করতে পারি যে, যেহেতু আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই গোটা দেশের নাম হবে বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানও হবে আমার এলাকা। আমি ভুট্টোকে বিদায় দিয়ে বলতে পারি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানের গভর্নর আমি নিয়োগ করছি। আমি তাঁকে বলতে পারি, এটা আমার ভূখণ্ড এবং আপনি বিদায় হোন, নতুবা মিত্রবাহিনীসহ আমি আমার সৈন্য পাঠাবো ও পশ্চিম পাকিস্তান দখল করবো।"২১

তথ্য ও টিকা

প্রথম অধ্যায়

নরকের দরজা খুলে দেয়া হলো

১. ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। অধিবেশন বাতিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে বিক্ষোভ শে-াগান চলতে থাকে। শে-াগান 'উঠে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। হোটেল পূর্বালীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঙ্গলবার (২ মার্চ) ঢাকা শহরে ও বুধবার সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "আমরা নিয়তান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবো, তবে আমরা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত"।

২. রাও ফরমান আলী, ভুট্টো, শেখ মুজিব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা: ৬১-৬২।

৩. রাও ফরমান আলী খান, বাংলাদেশের জন্ম, ইনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ৭৬।

৪. রাও ফরমান আলী, ভুট্টো, শেখ মুজিব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা: ৫৫।

৫. সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর : মাসুদুল হক, নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা: ৭৫।

৬. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা: যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, পৃষ্ঠা: ৫৭।

৭. সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর : মাসুদুল হক, নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা: ৮৫।

৮. বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৪৭৮। "From 99 : Subseqeuntly these were repeated to you starting from Commando Unit headed by Col Sayeeduddin. When they caged the main bird Sheikh Mujib and subsequently the two telephone exchanges, the P.S. at Raman, People's Daily, the Reserve Line, then the action that is still continuing in the area of University plus the houses in Gulshan, correction, houses in Dhanmandi, the occupants of which were not traceable. Over... To 99 : 16 has very little resistance in which they killed 4 and wounded about 10 after that they were fully in control House raid (Mujib's Residence). As regards 41 their operation regarding."

৯. ক. এক ব্যক্তি এক ভোট-নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খ. জাতীয় পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনসহ মোট আসন হবে ৩১৩। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ এবং বাকিগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশের জন্য নির্ধারিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পশ্চিমের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা ৩০০টি করে। গ. জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করতে হবে। ঘ. পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানে ফেডারেল সরকার, ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন, মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা থাকবে। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগবে। না হলে তিনি ভেটো প্রয়োগ করে খসড়া শাসনতন্ত্র বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন। ঙ. সদস্যরা পরিষদে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে পারবেন এবং তা তিন ভাষায়ই সংরক্ষিত থাকবে। চ. জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট তাঁর পছন্দ মত সময় ও স্থানে পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

১০. সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর : মাসুদুল হক, নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা: ৫১।

১১. দি টাইমস, ৪ জুন, শুক্রবার, ১৯৭১।

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: সপ্তম খণ্ড ৫ আগস্ট ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ৪১৭।

১৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: সপ্তম খণ্ড ৫ আগস্ট ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ৪২৮। সূত্র: লন্ডন

টাইমস, পল মার্টিনের রিপোর্ট, ২৫ মার্চ।

১৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড ৫ আগস্ট ১৯৭১, পৃষ্ঠা: ৪৩৯।

১৫. সূত্র: নিউজউইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১।

১৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৫। সূত্র: পাকিস্তান সরকারের প্রচার পুস্তিকা।

১৭. পাকিস্তান পরিস্থিতি রিপোর্ট ১ এপ্রিল, ঢাকা থেকে বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার প্রেরিত।

১৮. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১, ৭৬। সূত্র: পাকিস্তান ইমার্জেন্সি ইউনিট ১ এপ্রিল, ১৯৭১ ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস কর্তৃক তৈরি "পাকিস্তান সিচুয়েশন রিপোর্ট" তারিখ : ৪ এপ্রিল ১৯৭১

১৯. ডেভিড ফ্রস্টের জাতির পিতা সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার। ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত মুজিব আরো ভয়ঙ্কর : সমঝোতার ট্রাম-কার্ড

১. পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা উপরে উলে-খিতভাবেই ২৫ মার্চের রাত্রের ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

২. আমির তাহেরির প্রতিবেদন কাইহান ইন্টারন্যাশনাল, ১ আগস্ট, ১৯৭১। [সংযোজিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত]

৩. S. A. Karim, SHEIKH MUJIB TRIUMPH AND TRAGEDY, পৃষ্ঠা. ২২৪-২২৬।

৪. আমেরিকান পেপার্স, রোয়েদাদ খান সম্পাদিত, পৃষ্ঠা: ৬৮৪। "Trial and sentencing of Mujib: This issue offers example of both use and limitations of our leverage, and the final story has not yet been written. I have raised the question of Mujib with Yahya at almost every meeting since May, and it is also one of the few issuses in which we have also exerted public pressure on the GOP. The results have been as much as could have been hoped for realistically. Mujib has been brought to trial on charges that could lead to the death penalty. On the other hand, the trial is not being conducted in a summary manner. Mujib has been allowed an outstanding defense lawyer, and we have received personal assurances that he will not be executed."

৫. মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১০৪।

৬. মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১০৫।

৭. মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১০৬।

৮. আমির তাহেরির প্রতিবেদন। সূত্র: কাইহান ইন্টারন্যাশনাল ২৮ জুলাই।

৯. আমির তাহেরির প্রতিবেদন। সূত্র: কাইহান ইন্টারন্যাশনাল ২৭ জুলাই।

১০. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ভলিউম-২, পৃষ্ঠা: ২১-২৫।

১১. The Dawn, Karachi, Sept. 2nd 71.

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৯।

১৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৮৬।

১৪. The Dawn, Karachi, August 5, 1971. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সপ্তম খণ্ড পৃষ্ঠা: ১০২।

১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: সপ্তম খণ্ড পৃষ্ঠা: ১৯১। সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক।

১৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৯। সূত্র: দৈনিক পাকিস্তান।

তৃতীয় অধ্যায়

পালাবে কোথায়? রুদ্ধ হবে সব পথ

১. আফসান চৌধুরী, বাংলাদেশ ১৯৭১ দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫৭-৫৮। ৩০ জুলাই ১৯৭১।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫৯-৬২।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ১২৩।

৫. ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা: ১০১।

৬. "We have every reason to believe that Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali leader of Bangladesh (formerly East Pakistan), who an absolute majority in the first general election ever held in Pakistan last December, is dead, killed by the Pakistani Military before March 31, 1971 unless Pakistani Military Government can provide ample evidences of his being alive. The only photograph released by the Pakistan Government is a fake one, taken during one of the many earlier arrests of Sheikh Mujib and has been dug our of the voluminous file on his previous records.

The "Mock Trial" of Sheikh Mujib as announced by the Pakistani Government is a very calculated plan to fool the people of the world who are not very familiar with the political developments in Pakistan. The closed door "trial" by a Special Military Court to begin Wednesday, August 11, the expected findings of same military court as to his "crime" of "treason", the subsequent 'sentence of death' and the final "execution" of the "traitor" will seem very convincing to most people of the world of the legitimacy and the actuality of these "happenings".

But consider the other scenario which the Pakistani Military Government is very well aware of :

A "Sheikh Mujibur Rahman" will be brought into a very small military court room deliberately chosen so that only a handful of "authorized" persons can be seen in his usual dress but will be heavily guarded and surrounded by the military personal for his own "safety" so that no Pakistani or Bengali "Jack Ruby" can kill him inside the court room will be more than convinced of "Sheikh Mujib's" actual presence in the court room for they will get a glimpse of a part of "Mujib's" body but will never be able to see his face beyond the bodies of the guards shielding him all throughout the trial.

The trial behind the closed doors many continue one for less than a week. All "evidences" will be provided to the Military Judges (to be appointed by General Yahya Khan, the Pakistani President, who already pronounced his own judgment on Sheikh Mujib of his being a "traitor"on march 21st, 1971) to prove the heinous "crime" of Sheikh Mujib. Finally, the Military Court, convinced of the "crime" will find him guilty of "treason" and will pass the sentence of death. A Military Review Panel will immediately endorse the sentence and the Chief Martial Law Administrator of Pakistan, in this case President Yahya Khan himself, will confirm it since he has already declared Sheikh Mujib as a traitor.

The "execution" of "Sheikh Mujib" will be carried out on a Saturday and news reports on Sunday will fail to generate enough commotion and heat in the country as offices and business will be closed that day.

The subsequent short Military Press Release will read somewhat like this:

"Sheikh Mujibur Rahman", the so-called leader of the babed Awami League, who was earlier sentenced to death for treason by the Special Military Tribunal duly constituted by the Chief Martial Law Administrator, has been executed by a firing squad in the early hours of Saturday inside the Rawalpindi cantonment(Fort).

"His sentence of death was confirmed by President Yahya Khan, the Chief Martial Law Administrator yesterday."

"In compliance with the Islamic injunctions, Sheik Mujibur Rahman was buried immediately according to all Islamic rites in a grave inside the Rawalpindi Cantonment as the Boards of Management of all the public and private cemeteries in Rawalpindi refused to bury his body because they considered him as a traitor to Pakistan.

"In view of the extreme heat during the summer (110^0 Farenheit), it was not possible to delay the burial as the body would have badly decomposed in few hours.

"No family member of the deceased could be contacted in Dacca, East Pakistan as most of them had either left the city of perhaps had fled to India.

"The exorbitant expenditure of sending the body of Sheikh Mujibur Rahjman to East Pakistan by the Pakistan International Airlines did not make it possible for his burial in Dacca or his village in Faridpur.

"The government of Pakistan regrets that the body of the deceased could not be delivered to his wife or any of his near relatives in Dacca."

Thus the Military Government of Yahya Khan will be able to "convince" the whole world of a legal "execution" which will never have taken place!"

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৫।

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ১৭৭।

৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩২৪।

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩২২-৩২৩।

১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩৪৫।

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬২।

১৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৫২৬।

১৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৫৪৯।

১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৫৭৮-৫৭৯।

১৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৫৮২-৫৮৩।

১৭. American Secrat Documents, volume XI, Page 476.

১৮. ৩ জানুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি স্পিভাকের আলোচনা। সূত্র : দৈনিক আনন্দবাজার।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধু : চক্রান্তের দাবাখেলা

১. আফসান চৌধুরী ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ ৭১, পৃ. ৪০৭, হোসেন তৌফিক ইমাম, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়।

২. আফসান চৌধুরী ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ ৭১, পৃ. ৪১৪ ও ৪০৭, আসাদুজ্জামান ও হোসেন তৌফিক ইমাম, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়।

৩. Congressional Record, December, 9, 1971, P. 45735 এখানে কিসিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন, "We established contact with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year, no fewer than eight such contacts took place. We approached President Yahya Khan three times in order to begin negotiations with the Bangladesh people in Calcutta. The Government of Pakistan accepted."

৪. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 177, দেখুন "On August 8 the Political Counselor of the Embassy in New Delhi met with M. Alam, "Foreign Secretary" of the Bangladesh movement. Alam requested a meeting with Ambassador Keating but accepted an informal meeting with the Political Counselor when informed that Keating's official position precluded him meeting with a Bangladesh representative. The thrust of Alam's remarks was that the goal of total independence for Bangladesh was firmly established, and he urged the United States to support that goal. (Telegram 12698 from New Dilhi, August 9: National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 23-9 PAK"

৫. Henry Kissinger, White House Years, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, Page- 872 দেখুন, "The Next day (28 September 1971) the Bangladesh "foreign minister" finally met with our Consul in Calcutta; he said talks were useless unless the United States used its influence to bring about Bengali "desires," which included full independence, freedom for Mujib, US aid and normal relations."

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র : পঞ্চদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১৫৭-১৫৮ দেখুন, "মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করা করার জন্য সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। তিনি বলেন, "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both," আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete." আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পেছনে একটা যোগসূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোস প্রয়োজন। এটাও এক ধরনের ব-্যাক মেইল বলে আমার কাছে মনে হলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।"

৭. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 225, দেখুন "Telegram from the Department of State to the Consulate General in Calcutta, Washington, September 21, 1971 দেখুন, "Printed from an unsigned copy. A week after receiving this instruction, the Consulate General indicated that it was "Stymied" in its efforts to arrange a meting with Islam. The only channel to Islam remeined through Qaiyum. Qaiyum sent a message that Islam was still keen to talk to a political officer but was seeking permission from the Indian Government to do so. (Telegram 2570 from Calcutta, September 28, ibid.)"

৮. "Henry Kissinger-white House years, Page-870, "Yahya's reaction was surprisingly favorable. Recognizing that he had trapped himself, he was groping for a way out. He welcomed out contracts in Calcutta, asking only to be kept informed. He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contacts between his government and the Bengali exiles."

৯. Henry Kissinger-white House years, Page-873, "On October 20 senior Bangladesh Official, Hossain Ali, told our consul that his organization was not interested in passing messages to Yahya; the "obvious solution" was Mujib's release and immediate independence for Bangladesh. By the end of October, the Indian press was publicly warning against Bengali negotiations with "foreign representatives." In short, the effort to encourage negotiations between the government of Pakistan and the Bangladesh government in extile was finished."

১০. Henry Kissinger-white House years, Page-870, খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেছেন, "He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contrasts between the two governments and the Begali exiles".

১১. The Times of India, New Delhi, July 2, 1971.

১২. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page: 157,

১৩. Henry Kissinger, White House Years, Page- 856 দেখুন, "One proposal, for example, was all-out support for Yahya. এবং The White House's main plank was to ensure the Security and integrity of Pakistan."

১৪. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page: 157, "Vast majority believe that US is the only country that can save the situation in East Bengal." See page 53-54.

১৫. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, op-cit p.11.

১৬. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, 1971, op-cit p.182.

১৭. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, 1971, op-cit p-224-225.

১৮. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, Bangladesh Liberation War and Nixons White House, op-cit p.411. মুজিব নগর সরকারের মধ্যে একাধিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটার আন্তর্জাতিক মাত্রাও ছিল। খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের সাথে শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন এমন প্রামাণ্য দলিল হেনরি কিসিঞ্জারের লিখিত বইতে পরিস্ফুট। জহিরুল কাইয়ুম মার্কিনিদের বলেন, তিনি মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে এসেছেন। তিনি পাকিস্তানদের সাথে আলোচনার বিষয়টি জহিরুল কাইয়ুম সম্ভবত উপস্থিত করেন এবং সেভাবেই মার্কিনিরা ইয়াহিয়া খানকে জানায়। তিনি যে মোশতাক সমর্থিত একজন, এটা প্রমাণিত। কিন্তু অপর সমর্থক মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম ও খন্দকার মোশতাক কখনো শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তেমন উলে-খ নেই। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু যাই থাকুক, যোগাযোগ যে করা হয় এবং সেটা যে মুজিবনগর সরকারকে না জানিয়ে করা হয়, সেটার প্রমাণ মার্কিন দলিলে রয়েছে। যেটা মুজিবনগর সরকারের ভেতরের দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রমাণ করে এবং কেউ যদি মনে করে, একে ষড়যন্ত্রের বিবরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এটা ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পরিকল্পনা ও কৌশলের বাইরে ছিল না। যারা ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ছিল তারাই এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যেমন এন.কে. ঝা-এর পরামর্শে কিসিঞ্জার বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে ভারত সরকারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বলা হয় যা কিছু আলোচনা হোক না কেন তা ভারত সরকার কে জানিয়ে বা তার মাধ্যমে করতে হবে। এর অভ্যন্তরে যেসব বিষয়াদি ছিল কোনটাই তৎকালীন প্রধান বাস্তবতার বাইরে ছিল না। সেই বাস্তবতা ছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করা, সেটা ঢাকা দখল করা হোক অথবা স্বাধীন দেশ ফিরে পাওয়া হোক–দুটোই ছিল একই বাস্তবতার দুই দিক। এতে ভারত সরকার সফল হয়েছিল এবং মুজিবনগর সরকারের রাজনীতির এই উদ্দেশ্য সফল হয়।"

১৯. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page: 198,

২০. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971, Page: 197,

২১. শামসুল হুদা চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ২৪৪।

২২. মোহাম্মদ নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ: ৬৬

২৩. এম.আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, পৃ. ১৪২।

২৪. এম.আর. আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, পৃ. ১৪২।

২৫. মোহাম্মদ নূরুল কাদের, একাত্তর আমার, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৭১।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে জয় হতে দেবো না

১. ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট দি টাইমস পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা: ৩৪০।

৩. আশফাক হোসেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৬২।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ১৯১।

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা : ৩৩০-৩৩১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দী মুজিবকে ঘিরে চতুর্ভূজ চিত্র

১. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 24-25, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California.

২. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 24-25, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California.

৩. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫। সূত্র: ৩১ মার্চ বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার সালমান এ. আলী প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিম্নে প্রদত্ত চিঠিটি হস্তান্তর করেন।

৪. Hasan Zahir, THE SEPARATION OF EAST PAKISTAN THE RISE AND REALIZATION OF BENGALI MUSLIM NATIONALISM, The University Press Limited, 1998, Page-345.

৫. Hasan Zahir, THE SEPARATION OF EAST PAKISTAN THE RISE AND REALIZATION OF BENGALI MUSLIM NATIONALISM, The University Press Limited, 1998, Page-310.

৬. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯।

৭. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 32-33, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 37, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

৯. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ৮০-৮১।

১০. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 44, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

১১. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১০৬।

১২. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১০৭-১০৮।

১৩. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 73, Telegram From the Consulate General in Karachi to the Department of State/1.

১৪. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১০৯।

১৫. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 89-91, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

১৬. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 100, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington. Telegram From The Department of State To The Embassy In India.

১৭. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৮।

১৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 104, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

১৯. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১২১-১২৩।

২০. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 109-110, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.

২১. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৪।
২২. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 118, Source: National Archives RG 59, Central Files 1970-73. The Meeting was held in the Prime Minister's Office in New Delhi.
২৩. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 124, Source: National Archives RG 59, Central Files 1970-73. The Meeting was held in the Prime Minister's Office in New Delhi.
২৪. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 172, Source:Telegram 140332 to Islamabad.
২৫. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 147, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.
২৬. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 160, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington.
২৭. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৩৮।
২৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 176, President Office The Old Executive Building, White House, Washington.
২৯. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৩৯।
৩০. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৩৯-১৪১।
৩১. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৪১।
৩২. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ভলিউম দুই পৃষ্ঠা: ২৮।
৩৩. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 185, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room.
৩৪. Hasan Zahir, THE SEPARATION OF EAST PAKISTAN THE RISE AND REALIZATION OF BENGALI MUSLIM NATIONALISM, The University Press Limited, 1998, Page-312.
৩৫. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 188, Mermorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon.
৩৬. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৪৫।
৩৭. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 192-193, Telegram From the Embassy in Pakistan to the Department of State, Source: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21.
৩৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 212-215, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room.
৩৯. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 231, Source : Telegram From Mission to the United Nations to the Depertment of State.
৪০. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 232, Source : Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, Washington.
৪১. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 237, Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Source: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21.

৪২. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 245, Telegram From the Embassy in Pakistan to the Department of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21
৪৩. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 249, Telegram From the Consulate General In Karachi To the Department of State.
৪৪. Hasan Zahir, THE SEPARATION OF EAST PAKISTAN THE RISE AND REALIZATION OF BENGALI MUSLIM NATIONALISM, The University Press Limited, 1998, Page-312.
৪৫. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 256, Telegram From the Embassy in Pakistan to the Department of State.
৪৬. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page-263/266, Telegram 10927 From Islamabad.
৪৭. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page-263, Telegram 1096 From the Embassy in Pakistan to the Department of State.
৪৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page-263, Telegram 1096 From the Embassy in Pakistan to the Department of State.
৪৯. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 270-272, Source : Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, White House Situation Room, Washington.
৫০. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৭৩-১৭৫।
৫১. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 283, Source :National Archives RG 59 Centrel Files 1970-73, POL 32-1,PAK.
৫২. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৭৬-৭৭।
৫৩. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৮৪।
৫৪. Hasan Zahir, THE SEPARATION OF EAST PAKISTAN THE RISE AND REALIZATION OF BENGALI MUSLIM NATIONALISM, The University Press Limited, 1998, Page-320.
৫৫. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 308, Source : Memorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon.
৫৬. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, ১৭১।
৫৭. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ১৮৭-১৮৮।
৫৮. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 314, Source : National Archives RG 59 Centrel Files 1970-73, POL 32-1, IND-PAK.
৫৯. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 351, Source: Transcript of Telephone Converation Between President Nixon and His Assistant for National Security Affiars (Kissanger).
৬০. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page-471, Source : Memorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon.
৬১. American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, Page- 480, Source : Telegram From the Embassy in Pakistan to the Department of State.

সপ্তম অধ্যায়

মুজিব-ভুট্টো একান্ত গোপন সংলাপ

১. আহমদ সেলিম, শেখ মুজিবের বন্দীজীবন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৭।
২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সাক্ষাৎকারটি দেন, নিউইয়র্ক টেলিভিশনে প্রচারিত।
৩. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ১৯৩,১৯৪।
৪. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ১৯৫-১৯৬।
৫. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ১৯৮-১৯৯।
৬. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০১-২০২।
৭. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪।
৮. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সাক্ষাৎকারটি দেন, নিউইয়র্ক টেলিভিশনে প্রচারিত।
৯. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০৪-২০৬।
১০. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০৭।
১১. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০৮।
১২. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২০৯-২১২।
১৩. ড. এ. এইচ. খান, ফাদার অব দ্যা নেসন পৃষ্ঠা: ২১৩-২১৪।
১৪. THE AMERICAN PAPERS, Secret and Confidential India, Pakistan, Bangladesh Documents 1965-1973, Compiled and Selected by Roedad Khan, The University Press Limited. Published-1999, Page: 755-756.
১৫. THE AMERICAN PAPERS, Secret and Confidential India, Pakistan, Bangladesh Documents 1965-1973, Compiled and Selected by Roedad Khan, The University Press Limited. Published-1999, Page: 773-774.
১৬. THE AMERICAN PAPERS, Secret and Confidential India, Pakistan, Bangladesh Documents 1965-1973, Compiled and Selected by Roedad Khan, The University Press Limited. Published-1999, Page:711-712.
১৭. S. A. KARIM, SHEIKH MUJIB, TRIUMPH AND TRAGEDY, The University Press Limeted. Resived edition-2005, Page:251.
১৮. S. A. KARIM, SHEIKH MUJIB, TRIUMPH AND TRAGEDY, The University Press Limited. Revised edition-2005, Page:251.
১৯. S. A. KARIM, SHEIKH MUJIB, TRIUMPH AND TRAGEDY, The University Press Limited. Revised edition-2005, Page 173-176
২০. S. A. KARIM, SHEIKH MUJIB, TRIUMPH AND TRAGEDY, The University Press Limited. Revised edition-2005, Page:253.
২১. আশফাক হোসেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৯৬।
২২. এ প্রসঙ্গে গোপন টেপ থেকে উদ্ধারকৃত অংশ উদ্ধৃতি করা হলো পৃষ্ঠা: ১৭২-১৭৬ Wolpert.
২৩. Bhutto, speech to UN Security Council, 12 December, 1971. Page: 256.
২৪. "We have not changed our position regarding East Pakistan. We have unambiguously stated time and again that the resolutions of the General Assembly and Security Council of the United Nations, adoptd on the 7th and 21st December, 1971, respectively, should be inforced. We continue to maintain this position steadfastly. Thouse members of the international community, great and small powers, who uphold right and justice, will we believe, continue to support our rigtht position, our position of principle. In doing so they will not only be supporting Pakistan but principles of international law, justice and morality.
"We have said that we are prepared to discuss our future relationship and links with the leaders of East Pakistan; discussions free in every sense and free from any pre-conditions.

We have said that these discussions are necessary before any decision can be taken. We continue to maintain this position. It is not we but the Dacca authorities who have refused to come to grips with an inescapable dialogue, the only sensible and civilized way to resolve our problems, or, for that matter, the problems of any people."
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ, ১৪ আগস্ট ১৯৭২।

অষ্টম অধ্যায়

যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কেউ তাঁকে মারতে পারে না

১. নিউজউইক, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।
২. টাইমস সাময়িকী, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।
৩. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ২২৪।
৪. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাক্ষাৎকার, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২।
৫. মাসুদা ভাট্টি, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩২।
সূত্র: স্যার আলেক ডগলাস-হিউম ও লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার জেনারেল ইউসুফের বৈঠক, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২। বিকেল ৪টা। স্থান: পরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ: মি. এন জে ব্যারিংটন মি. এ সি স্টুয়ার্ট।

নবম অধ্যায়

পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা

১. Bangladesh Documents Vol:2 Page 587.
২. মিজানুর রহমান খান, আমেরিকার গোপন দলিল, পৃষ্ঠা: ৩১৫।
৩. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol: 11, Page: 390.
৪. মিজানুর রহমান খান, আমেরিকার গোপন দলিল, পৃষ্ঠা: ৩২৮।
৫. রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, পৃষ্ঠা: ১৬৮।
৬. American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol: 11, Page: 392.
৭. মিজানুর রহমান খান, আমেরিকার গোপন দলিল, পৃষ্ঠা: ৩৩৬।
৮. Lt. Gen. A. A. K. Niazi, The BETRAYAL of East Pakistan, Page: 228.
৯. রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, পৃষ্ঠা: ১৫২।
১০. রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, পৃষ্ঠা: ১৫৪।
১১. রাও ফরমান আলী, বাংলাদেশের জন্ম, পৃষ্ঠা: ১৫৭।
১২. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান, পাকিস্তান যখন ভাঙলো, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪।
১৩. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান, পাকিস্তান যখন ভাঙলো, পৃষ্ঠা: ৭৫।
১৪. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান, পাকিস্তান যখন ভাঙলো, পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯।
১৫. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান, পাকিস্তান যখন ভাঙলো, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪।
১৬. লেফট্যানেন্ট জেনারেল গুল হাসান, পাকিস্তান যখন ভাঙলো, পৃষ্ঠা: ৮৮।
১৭. Lt. Gen. A. A. K. Niazi, The BETRAYAL of East Pakistan, Page: 228-229.
১৮. সম্পাদনা: মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ, পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর, পৃষ্ঠা: ভূমিকা: xviii-xix.
১৯. Secret Affidavit of Yahya Khan on 1971, Edited by : Abu Rushd, Page: 14.
২০. Stanley Wolpert, ZULFI BHUTTO His Life and Times OF PAKISTAN, Page: 211-212.
২১. ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নিউইয়র্ক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২।